রেভিনিউ-দর্পণ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

রোডশেষ বিষয়ক ১৮৮০। ৯ আইন।

১। কোন মহালের ভোগাধিকারিকে (১) তালুকদারকে (২) কৃষিকারী রাইতকে (৩) কি হিসাবে রোডশেষ দিতে হয়।

উঃ। (১) কোন মহালের মূল্য নিরূপণ ফর্দ্দে যত টাকা রাজস্বে লেখা থাকে তাহার প্রত্যেক টাকার উপর যে পথকর ও পূর্ত্তকর ধার্য্য হয় তাহার আংশিক দিতে হয়।

(২) তালুকদার প্রভৃতি যত টাকা খাজানা দেন তাহার প্রত্যেক টাকার উপর যে কর ধার্য্য হয় তাহার অৰ্দ্ধেক,

(৩) কৃষিকারী রাইতকে যত টাকা খাজানা দিতে হয় তাহার প্রত্যেক টাকায় অৰ্দ্ধেক হারে কর দিতে হয় (৪১ ধারা)

২। কি প্রকারে কোন মহালের অধিকারী কিম্বা তালুক-দার প্রজার নিকট হইতে বাকী কর আদায় করিবেন?

উঃ। ভূমির বাকী খাজানা আদায়ের ন্যায় শতকরা ১২॥০ হিসাবে সুদ ধরিয়া আদায় করিবেন (৪৭ ধারা)

৩। লিখিত অংশীদার সহাংশীর নিকট হইতে কি প্রকারে কর আদায় করিবেন?

উঃ। পনর দিবসের মধ্যে কালেক্টরের নিকট প্রার্থনা করিয়া সার্টিফিকেট জারী দ্বারা ঐ টাকা আদায় করিবেন। (৪৯ ধারা)

৪। পথকর বিষয়ক আইন প্রচার করিবার গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য কি ?

উঃ। বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসিত দেশের মধ্যে জিলার পথ ও গমনাগমনের অন্যান্য উপায় ও প্রদেশীয় পূর্ত্তকার্য্য প্রস্তুত করিবার ও তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ ও তৎসমুদায় রক্ষা করিবার স্থানিয় কর সংক্রান্ত ও উক্ত দেশান্তর্গত স্থাবর সম্পত্তির উপর পথকর ও পূর্ত্তকার্য্যকর আদায় সংক্রান্ত এবং উক্ত পথকরের প্রাপ্ত টাকার অধ্যক্ষতা করনার্থ স্থানীয় কমিটী সংস্থাপন সংক্রান্ত ব্যবস্থা সংশোধন ও সংগ্রহ করণ এবং উক্ত পথকরের উৎপন্ন টাকা হইতে সাধারণের নিকট হিতকর অন্যান্য কার্য্য প্রস্তুত ও রক্ষা করিবার বিধান করা বিহিত, এই হেতু পথকর আইন প্রচলিত হইয়াছে।

৫। কোন্ কোন্ সম্পত্তির উপর পথকর ধার্য্য হয় এবং কি প্রকারেই বা পথকর ধার্য্য হইয়া থাকে ?

উঃ। পথকর বিষয়ক আইন যে জেলায় প্রচলিত হয় সেই প্রচলনের সময়াবধি ২ এবং ৮ ধারার প্রকারন্তরের বিধান মতে বর্জ্জিত না হইলে উক্ত জেলার অন্তর্গত সমুদায় স্থাবর সম্পত্তির উপর পথকর ও পূর্ত্তকর ধার্য্য হইবে।

পথকর বিষয়ক আইন মতে ভূমির যে বার্ষিক মূল্য ও ধাতু ও পাথরের খনির ও ট্রামওয়ের ও রেলওয়ের ও অন্য স্থাবর সম্পত্তির যে বার্ষিক নিট লভ্য নির্ণীত হয়, তাহার উপর পথকর ও পূর্ত্তকর ধরা যাইবে।

৬। পথকর উৎপন্ন টাকা (proceeds of the roadcess) কি প্রকারে প্রয়োগ হইয়া থাকে ?

উঃ। পথকরের উৎপন্ন টাকা নিম্নলিখিত প্রকারে প্রয়োগ হইবে।

(১) ৯১ ধারার বিধানমতে কালেক্টর সাহেব যে সেরেস্তা রাখেন তাহার খরচ ও অন্য যে খরচা পড়ে তাহা দিবার নিমিত্ত; পথকর বিষয়ক আইন মত কর ধার্য্য ও আদায় করণার্থ আনুষ্ঠানিক কার্য্য কালে কালেক্টর সাহেবের অন্য যে খরচ দিতে বা ক্ষতি পূরণ করিতে হয় বা যাহার জন্য তিনি দায়ী হন তৎসম্বন্ধে কমিশনার সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক কালেক্টর সাহেবকে নিষ্কৃতি দিবার নিমিত্ত এবং ১৮১ ধারার লিখিত কার্য্যার্থে ঐ ধারার নিয়মাধীনে শ্রীযুত লেপ্টন্যাণ্ট গবর্ণর সাহেব যত টাকা নিরূপণ করেন তাহা দিবার নিমিত্ত।

(২) এই আইনের কার্য্যপক্ষে প্রদেশীয় পথের কমিটী যে সেরেস্তা রাখেন ও যে খরচ করেন তাহারও এই আইনমতে দেয় ছুটীকালীন বৃত্তির বা পারিতোষিকের বা পেনসনের টাকা দিবার নিমিত্ত।

(৩) যে কার্য্য দ্বারা কোন জেলার অন্তর্গত বর্ত্মাদির অথবা ঐ জেলা হইতে অন্য জেলায় যাইবার বর্ত্মাদির উৎকর্ষ সাধন হয় তাহার উপর ব্যয়িত মূলধনের সুদ স্বরূপ যে টাকা দিতে উক্ত কমিটী এই আইন মতে সময়ে সময়ে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন সেই টাকা দিবার নিমিত্ত।

(৪) যে সকল পথ ও সেতু ও পয়ঃপ্রণালী ও গমনাগমনের সুবিধাজনক যে সকল উপায়াদি কমিটী এই আইন মতে আপন

হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন অথবা যন্নিমিত্ত তাঁহারা অর্থ সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছেন তৎসমুদায় মেরামত ও রক্ষা করিবার নিমিত্ত।

(৫) নূতন পথ ও সেতু ও পয়ঃপ্রণালী ও গমনাগমনের অন্যান্য উপায় প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত।

জেলার অন্তর্গত অথবা ঐ জেলা ও পার্শ্ববর্ত্তি জেলার মধ্যগত গমনাগমনের সুবিধা করনার্থে যে উপায়াদি কমিটী প্রস্তুত করিতে বা স্বহস্তে গ্রহণ করিতে সংকল্প করেন বা যন্নিমিত্ত অর্থ সাহায্য করিতে সংকল্প করেন, তাহার নির্ম্মাণ ও বিধান ও সংস্কার রক্ষা করিবার নিমিত্ত।

পথের ধারে বৃক্ষ বসাইবার নিমিত্ত এবং পানীয় জল যোগা-নের উৎকর্ষ সাধনার্থ এবং জল নিঃসরেণের ব্যবস্থা করণার্থ বা উৎকৃষ্ট করণার্থ কোন উপায়াদি প্রস্তুত ও রক্ষা করিবার নিমিত্ত।

(৬) জেলার অন্তর্গত অথবা ঐ জেলা ও পার্শ্ববর্ত্তী জেলার মধ্যগত গমনাগমনের উপায়ের উৎকর্ষ সাধনার্থ লাভজনক পূর্ত্ত-কার্য্য নির্ম্মানোদ্দেশে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বা শ্রীযুত লেপ্ট-ন্যাণ্ট গবর্ণর সাহেবের স্থানীয় ঋণপত্র (debeuture loans) ক্রয় করিয়া রাখিবার নিমিত্ত।

৭। পূর্ত্তকার্য্যের করের উৎপন্ন টাকা কি নিয়মে প্রয়োগ হইবে?

উঃ। (১) পথকর তহবীল হইতে বেতন প্রাপ্ত সেরেস্তা দ্বারা পথকরের সহিত একত্র পূর্ত্তকার্য্যকর ধার্য্য করা আদায় করা হয় বলিয়া প্রদেশীয় পথের তহবীলে যত টাকা অংশ স্বরূপ

দেওয়া শ্রীযুত লেপ্টন্যাণ্ট গবর্ণর সাহেব উচিত বোধ করেন তত টাকা দেওয়া যাইবে। (২) শ্রীযুত লেপ্টন্যাণ্ট গবর্ণর সাহেব যদ্রূপ আজ্ঞা করেন তদ্রূপ প্রদেশীয় পূর্ত্তকার্য্য নির্ম্মাণ (construction of Provincial Public Works) ও তাহার ব্যয় পোষণ ও রক্ষা করণার্থ ও উক্ত কার্য্যের যত মূলধন ব্যয়িত হইয়াছে বা পরে হইবে তাহার সুদ দিবার নিমিত্ত প্রয়োগ করা যাইবে।

৮। কত দিন পরে কোন মহালের ভোগাধিকারী পুনর্ম্ূল্য (Revaluation) নিরূপণের নিমিত্ত দরখাস্ত করিতে পারে ?

উঃ। প্রথম মূল্য ধার্য্য হইবাব পর পাঁচ বৎসর পরে পুনর্ম্ূল্য নিরূপণের নিমিত্ত দরখাস্ত করিতে পারে।

৯। কোন রাজস্বদায়ী (revenue paying estate) মহালের এবং নিষ্কর (revenue free) মহালের রিটার্ণ দাখিল করিবার নিমিত্ত ১৭ ধারা মতে নোটীশ জারী হইলে কত দিনের মধ্যে রিটার্ণ দাখিল করিতে হয় ?

উঃ। যে মহালের বা তালুকাদির ৫০০৲ টাকার অনধিক বার্ষিক রাজস্ব বা খাজানা দিতে হয়, তৎসম্পর্কীয় কিম্বা তাহার কোন অংশ বা স্বার্থ সম্বন্ধীয় রিটার্ণ হইলে এবং যে লাখরাজ মহাল ও নিষ্কর তালুকাদির বার্ষিক মোট খাজানা ৫০০ টাকার অনধিক তৎসম্পর্কীয় বা তাহার কোন অংশ বা স্বার্থ সম্পর্কীয় রিটার্ণ হইলে নোটীশ জারী হইবার ৬ সপ্তাহের মধ্যে এবং অন্য কোন মহাল ও তালুকাদির সম্পর্কীয় হইলে নোটীশ জারী হইবার তিন মাসের মধ্যে রিটাবণ দাখিল করিতে হয়।

১০। কালেক্টর সাহেব ১৭ ধাবামতে রিটারণ দাখিল করি-

বার নিমিত্ত নোটীশ জারী করিলে যদি কোন ব্যক্তি রিটারণ দাখিল না করে, তাহা হইলে তাহার কি দায় এবং বাধা সৃষ্ট হয় তাহা লেখ ?

উঃ। যে ব্যক্তির উপর নোটীশ জারী হয়, সে যদি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রিটারণ দাখিল না করে, তাহা হইলে তাহার প্রতিদিন ৫০ টাকার হিসাবে জরিমানা হইবে, আর যাবৎকাল উক্ত রিটারণ দাখিল না হয়, তাবৎকাল কোন মহাল কি তালুকের অন্তর্গত কোন ভূমির বা তালুকের অন্তর্গত কোন ভূমি বা খাজানার নিমিত্ত নালিশ করিয়া তাহা আদায় করিতে পারিবে না।

১১। যদি কোন জমিদার তাহার জমিদারির অন্তর্গত যে ভূমি প্রজাবিলি আছে ও যে হিসাবে খাজানা পাইয়া থাকে, তাহা যদি রিটারণে না দেখায়, তাহা হইলে সেই জমিদার প্রজার নামে বাকী খাজানার নালিশ করিতে পারে কি না ?

উঃ। না, রিটারণ দাখিল করিবার পর জোতের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা প্রমাণ দিতে না পারিলে, প্রজার নামে বাকী খাজানার নালিশ হইতে পারে না।

১২। রহমত উল্লা নামক একজন জমিদার তাহার জমিদারীর রিটারণে (Return) হোসেনবক্স নামক প্রজার জমাবন্দীতে ৩৲ টাকা বিঘা হার নির্দ্দেশ করিয়া কাগজ দাখিল করে ; তৎপরে উক্ত জমিদার হোসেন বক্সর নামে ৪৲ টাকা হিসাবে হার নির্দ্দেশ করিয়া বাকী খাজানার নালিশ দায়ের করে, এস্থলে কি হার মোতাবেক তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রী পাইতে জমিদার স্বত্ববান ?

উঃ। জমিদার রিটারণ দাখিল করিবার কালীন যে হার উল্লেখ করিয়াছেন, তদধিক হারে খাজানার ডিক্রী পাইতে জমিদার স্বত্ববান নহেন।

১৩। কোন্ প্রকার মহালের মূল্য নিরূপণ সরাসরীমতে হইতে পারে ?

উঃ। কোন মহালের নিমিত্ত যে বাৎসরিক রাজস্ব দেওয়া যায় কিম্বা তালুক প্রভৃতির নিমিত্ত যে বার্ষিক খাজানা দেওয়া যায়, তাহা ১০০ শত টাকার অধিক না হইলে কালেক্টর সাহেব সেই মহালের কি তালুক প্রভৃতির পক্ষে নোটীশ না দিয়া, (ক) মহালের বা তালুক প্রভৃতির চিরকালীন বন্দোবস্ত থাকিলে ঐ ভূমির বার্ষিক রাজস্বের বা খাজানার তিন গুণের অনধিক কিম্বা মিয়াদী বন্দোবস্ত থাকিলে ঐ ভূমির রাজস্বের বা খাজানার দ্বিগুণের অনধিক ঐ ভূমির বার্ষিক মূল্য নির্ণয় করিতে পারিবেন। অথবা (খ) উক্ত মহাল বা তালুক প্রভৃতির পরিমাণ নির্ণয় করা গিয়া থাকিলে, একর প্রতি যে হার ধরা বিহিত বোধ করেন, সেই হারানুসারে বার্ষিক মূল্য নির্ণয় করিবেন।

১৪। যে মহালের মূল্য সরাসরীমতে নির্ণয় হয়, তাহার অন্তর্গত পেটাও তালুকের (Subordinate tenure) মূল্য নির্ণয় সম্বন্ধে কি বিধি আছে, তাহা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর ?

উঃ (১) সমস্ত মহাল বা ঊর্দ্ধতন তালুক লইয়া পেটাও তালুক হইলে, ঐ মহালের বা ঊর্দ্ধতন তালুকের (Superior tenure) যে বার্ষিক মূল্য হয়, তাহাই পেটাও তালুকের বার্ষিক মূল্য বলিয়া ধরা যাইবে।

উদাহরণ। ৮০৲ টাকা রাজস্বদায়ী কোন মহালের মূল্য

কালেক্টর সাহেব ২৭ ধারার (ক) প্রকরণ মতে সংক্ষেপে ২০০্ টাকা বলিয়া ধার্য্য করেন। ১২০্ টাকা খাজানার সমস্ত মহাল পত্তনী দেওয়া গেল। পত্তনী তালুকের বার্ষিক মূল্য ২০০্ শত টাকা হইবে।

(২) মহালের বা উৰ্দ্ধতন তালুকের কিয়দংশ ভূমি লইয়া পেটাও তালুক হইলে, (ক) প্রথমতঃ ঐ মহালের বা উৰ্দ্ধতন তালুকের বার্ষিক মূল্য হইতে ঐ মহালের বা উৰ্দ্ধতন তালুকের নিমিত্ত যে রাজস্ব বা খাজানা দেওয়া হয়, তাহা বাদ দিলে যত টাকা থাকে, ইহা নির্ণয় করিতে হইবে। (খ) পরে ঐ টাকা উক্ত রাজস্বের বা খাজানার যে অংশ হয়, তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। (গ) তদনন্তর পেটাও তালুকের নিমিত্ত যে খাজনা দিতে হয়, তাহার সেই অংশ হইলে যত টাকা হয়, তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। (ঘ) পেটাও তালুকের নিমিত্ত যে খাজানা দিতে হয়, তাহাতে এই নির্ণীত টাকার অৰ্দ্ধেক যোগ করিতে হইবে এবং ফল যাহা হইবে, তাহাই পেটাও তালুকের বার্ষিক মূল্য বলিয়া ধরা যাইবে।

উদাহরণ। (ক) ৬০্ টাকা রাজস্বদায়ী কোন মহালের মূল্য কালেক্টর সাহেব ২৭ ধারার (ক) প্রকরণ মতে সংক্ষেপে ১০০্ টাকা বলিয়া ধরিলেন। ৩৭৸০ টাকা খাজানার মহালের কিয়দংশ পত্তনী দেওয়া গেল। মহালের বার্ষিক মূল্য ১০০্ টাকা হইতে উহার দেয় রাজস্ব ৬০্ টাকা বাদ দিলে ৪০্ টাকা থাকে। ঐ ৪০্ টাকা রাজস্ব ৬০্ টাকার দুই তৃতীয়াংশ। পত্তনী তালুকের নিমিত্ত যে ৩৭৸০ টাকা খাজানা দিতে হয়, তাহার দুই তৃতীয়াংশ ২৫্ টাকা।

ঐ পত্তনী তালুকের নিমিত্ত যে খাজানা দিতে হয়, তাহাতে ২৫৲ টাকার অর্দ্ধেক যোগ কর, এবং ফল (৩৭॥০ + ১২॥০) = ৫০৲ টাকা পত্তনী তালুকের বার্ষিক মূল্য হইবে।

খ।—৩৭॥০ টাকা খাজানাদায়ী পত্তনী তালুকের মধ্যে (ক) উদাহরণের অনুরূপ ২৭৲ টাকা খাজানাদায়ী দরপত্তনী তালুক আছে।

উপরিলিখিত মতে নির্ণীত পত্তনী তালুকের বার্ষিক মূল্য ৫০৲ টাকা হইতে ঐ পত্তনী তালুকের দেয় খাজানা ৩৭॥০ টাকা বাদ দিলে ১২॥০ টাকা থাকিবে, ঐ ১২॥০ টাকা উক্ত খাজানার এক তৃতীয়াংশ। দরপত্তনীতে যে ২৭৲ টাকা খাজানা দিতে হয় তাহার এক তৃতীয় অংশ ৯৲ টাকা। দরপত্তনীর নিমিত্ত যে খাজনা দিতে হয়, তাহাতে ৯৲ টাকার অর্দ্ধেক যোগ কর এবং ফল (২৭ + ৪॥০) = ৩১॥০ টাকা ঐ দরপত্তনী তালুকের বার্ষিক মূল্য হইবে।

১৫। নিরূপিত মূল্যের ফর্দ্দ (Valuation roll) কি প্রকারে প্রকাশ করিতে হয়, তাহা লেখ ?

উঃ। নিরূপিত মূল্যের ফর্দ্দ প্রস্তুত হইলে তাহা যে মহাল সম্পর্কে হয় তাহার এক খণ্ড কালেকটর সাহেব সেই মহালের মাল কাছারীতে লাগাইয়া দিবেন কিন্তু যদি মাল কাছারীর সন্ধান না পাওয়া যায় তাহা হইলে সেই মহালের কোন প্রকাশ্য স্থানে ফর্দ্দের একখণ্ড লাগাইয়া দিতে হইবে এবং যে ব্যক্তিকে ঐ ফর্দ্দাদি প্রকাশ করিবার ভার দেওয়া হয় তিনি নিকটবাসী ভদ্রলোক বা চৌকীদার বা গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী এরূপ দুইজন লোকের স্বাক্ষরিত এই মর্ম্মের স্বীকার পত্র আনিবেন যে ঐ ফর্দ্দাদি নিয়মিতরূপে ঐস্থানে প্রকাশ করা গিয়াছে।

১৬। কোন মহালের এক অংশের জমা পৃথক্‌ভাবে ধার্য্য হইয়া দিয়ারা স্বরূপ অন্য জিলার তৌজীভুক্ত হইয়া হস্তান্তর করা হইয়াছিল। ঐ আদি মহালের (parent estate) একজন হিস্যাদার যাঁহার সহিত দিয়ারা ভূমির বন্দোবস্ত করা হয় নাই বলিলেন যে আদি মহাল হইতে দিয়ারা ভূমি হস্তান্তর হওয়ার সময়াবধি আদি মহালের মূল্য কমান হয় নাই। আদি মহালের পথকর বাকীর নিমিত্ত তাহার নামে সার্টিফিকেট্ জারী করা হয়। তিনি ১৮৮০ সালের ৭ আইনের ১২ ধারামতে এই মর্ম্মের দরখাস্ত দেন যে তিনি কেবল আদি মহালের যে মূল্য ধার্য্য হইয়াছে তাহার অংশের নিমিত্ত দায়ী তদ্ভিন্ন তাহার অন্য কোন দায়ীত্ব নাই এস্থলে ঐ হিস্যাদারের আপত্তি আইন সিদ্ধ কিনা? উত্তরে যুক্তি প্রদর্শন কর।

উঃ। না, তাহার আপত্তি ১৮৮০ সালের ৭ আইনের বিধান মতে মীমাংসা করা যাইতে পারে না। কারণ মহামান্য বোর্ড এরূপ নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে, ১৮৮০ সালের ৭ আইনের ১৩ ধারামতে পথকর যথার্থরূপ ধার্য্য হইয়াছে কিনা ইহা মীমাংসা করা কালেকটর সাহেবের কর্ত্তব্য কার্য্য নয়; সার্টিফিকেট আইনমতে পথকর প্রদান করিয়াছে কি না ইহাই দেখা কালেক-টর সাহেবের উচিত। যদি দরখাস্তকারীর মূল্য নিরূপণ সম্বন্ধে কোন ওজর থাকে তাহা হইলে তিনি ১৮৮০ সালের ৯ আই-নের ৩৭ ধারামতে কর কমাইবার দরখাস্ত দিতে পারেন সার্টি-ফিকেট্ আইনমতে তাঁহার কোন আপত্তি শ্রবণ করা যাইতে পারে না।

(রেঃ বোঃ প্রসিডিংস্ নং ৮০ তাং ২৭শে জুন ১৮৮৫)

১৭। ১৮৫৯ সালের ১১ আইন মতে অথবা ১৮৭৬ সালের ৭ আইন মতে পৃথক হিসাব খুলিবার দরখাস্ত দাখিল করিলে পথকর সম্বন্ধে কি বিধি আছে তাহা লেখ ?

উঃ। পথকর ভূম্যাধিকারীগণের অংশ মত ধার্য্য করা যাইবে।

১৮। যদি কোন ব্যক্তি পথকরের কিস্তী খেলাপ করে তাহা হইলে তাহার কি দায় হইতে পারে ?

উঃ। পথকরের বা পূর্ত্তকার্য্যকরের কোন কিস্তী বা তাহার কোন অংশ কালেকটর সাহেবের নিকট দেয় হইবার তারিখ অবধি ১৫ দিন মধ্যে দেওয়া না গেলে, ঐ কিস্তীর বা অংশের টাকা দেয় হইবার পর তিন বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে উক্ত কিস্তির টাকা দেয় হইবার তারিখ অবধি হিসাব করিয়া বৎসর শতকরা ১২॥০ টাকা হিসাবে সুদও আদায় করিবার খরচ সমেত আদায় করা যাইবে।

১৯। প্রজার নিকট পথকর বাকী পড়িলে জমিদার কি প্রকারে তাহা আদায় করিবেন ?

উঃ। জমিদার বাকী খাজানা আদায়ের ন্যায় শতকরা ১২॥০ হিসাবে সুদ ধরিয়া আদায় করিতে পারিবেন।

নোট। চাটগাঁ জেলার অন্তর্গত নয়াবাদ তালুকের জমিদার গবর্ণমেণ্ট এবং কালেক্টর সাহেব গবর্ণমেণ্টের পক্ষের এজেণ্ট স্বরূপ সুতরাং উক্ত তালুকের বাবৎ পথকর বাকী পড়িলে বাকী খাজানা আদায়ের ন্যায় সার্টিফিকেট জারী দ্বারা আদায় হইবে।

২০। কোন এজমালি মহালের একজন লিখিত অংশীদার

যগুপি সমুদায় মহালের বাবৎ পথকর প্রদান করে তাহা হইলে কি প্রকারে তিনি অন্য সহাংশীগণের নিকট হইতে ঐ টাকা আদায় করিতে পারিবেন ?

উঃ। এজমালি মহালের অংশীদার উক্ত টাকা দিবার পর পনর দিনের মধ্যে সার্টিফিকেট আইন মতে টাকা আদায় করিবার নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবের নিকট প্রার্থনা করিতে পারিবেন। উক্ত অংশীদার ঐ মহালের অন্য অংশীর লিখিত অংশ বা স্বার্থ সম্বন্ধে কর স্বরূপ যত টাকা দিয়াছেন, ঐ সার্টিফিকেটে তাহা লিখিতে হইবে। তাহা হইলে উক্ত কালেক্টর সাহেব উচিত বিবেচনা করিলে ঐ সার্টিফিকেট লিখিয়া দিতে পারিবেন। কিন্তু সার্টিফিকেট জারির খরচ আবেদনকারীকে দিতে হইবে এবং ডিক্রীজারির নিয়মমতে অন্য অংশীদারগণের নিকট হইতে টাকা আদায় হইবে।

২১। পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নমত দরখাস্তে কত কোর্টফী দিতে হয় ?

উঃ। উহাতে ৷৷৹ আনার কোর্টফী লাগে, আরজীর ন্যায় কোর্টফী দিতে হয় না। মহামান্য বোর্ড বলেন যে সার্টিফিকেট আইনে কেবল রাজকীয় প্রাপ্য আদায় করিবার বিধি আছে ; বোধ হয় ব্যবস্থাপকগণের ভ্রম বশতঃ ৪৯ ধারা বিধিবদ্ধ হইয়াছে। (বোঃ প্রসিডিংস্ নং ১৩২)

২২। কোন নিষ্কর ভূমির ভোগাধীকারী কতদিনের মধ্যে মূল্য নিরূপণ সম্বন্ধে আপত্তি করিতে পারে ?

উঃ। লাখরাজ ভূমির মূল্য নিরূপণ ফৰ্দ্দ প্রচারিত হইলে সেই প্রচার হইবার তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত সময়ে মূল্য নিরূপণ সম্বন্ধে আপত্য করিতে পারে।

২৩। যে লাখরাজদারের পথকর জমিদারকে দিতে হয়, তিনি যদি কিস্তির তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে প্রদান না করেন তাহা হইলে তাঁহার কি দায় বর্ত্তে ?

উঃ। কিস্তীর দ্বিগুণ টাকা শতকরা ১২॥০ টাকার হিসাবে স্থদ সমেত ও মোকদ্দমার খরচা দিতে হইবে।

২৪। কোন জমিদার নিষ্কর ভূমির মালিকের নিকট হইতে কি প্রকারে বাকী পথকর আদায় করিতে পারেন ?

উঃ। জমিদার বাকী খাজানা আদায়ের ন্যায় দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা করিয়া বাকী পথকর আদায় করিবেন।

২৫। শ্রীমতী মাতঙ্গিনী নাম্নী কোন স্ত্রীলোক জয়পুর গ্রামের অন্তর্গত দক্ষিণ মাঠে ১০/ বিঘা লাখরাজ ভূমির অধিকারিণী, শ্রীমন্ত সামন্ত নামে একজন প্রজা ঐ ভূমি চাষ করেন, উক্ত গ্রামের জমিদার বাকী পথকরের বাবৎ উক্ত প্রজার নামে নালিশ করিয়া ডিক্রী হাসিল করিয়া তাহার নিকট হইতে ১০৲ টাকা আদায় করে ; উক্ত প্রজা উক্ত ১০৲ টাকা আপন খাজানায় বাদ দিয়া বাকী দেয় খাজানা মাতঙ্গিনীকে দেয়, তাহাতে মাতঙ্গিনী অসন্তুষ্ট হইয়া তাহার নামে সমস্ত পাওনা টাকার নিমিত্ত নালিশ করে ; দেওয়ানী আদালত উক্ত ১০৲ টাকা প্রজার পক্ষে বাদ দিয়া ডিক্রী দিতে পারেন কি না ? উত্তরে যুক্তি প্রদর্শন কর।

উঃ। হাঁ, দেওয়ানী আদালত উক্ত ১০৲ টাকা বাদ দিতে পারেন, কারণ পথকর বিষয়ক আইনের ৬৫ ধারামতে প্রজা তাহার ভূম্যধিকারীর নিমিত্ত পথকর স্বরূপে যত টাকা দেয়, তাহা আপন খাজানায় কাটিয়া লইতে পারে।

২৬। যদি ভূমি বিভিন্ন জেলায় থাকে, তাহা হইলে কোন্ জেলার কালেক্টর সাহেবের নিকট রিটারণ দাখিল করিতে হইবে এবং রিটারণে কি কি বিষয় লিখিতে হইবে ?

উঃ। যে সম্পত্তির উপর কর ধার্য্য হইতে পারে, তাহা দুই কি তদধিক জেলায় থাকিলে, ঐ সম্পত্তির স্বামী কি কার্য্যকারক কি কার্য্যাধ্যক্ষ কিম্বা দখলিকার যে জিলায় বাস করেন কিম্বা তাঁহার কর্ম্মের প্রধান স্থান যে জিলায় থাকে, সেই জিলার কালেক্টর সাহেব কর্ত্তৃক কিম্বা তাঁহার দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে এই আইনমতে রিটারণ দিবার নোটীশ দেওয়া যাইবে। ঐ সমুদায় সম্পত্তিব একই রিটার্ণে চলিবে।

২৭। যদি কোন ব্যক্তি পথকর বিষয়ক আইনমতে নোটীশ পাইয়া মিথ্যা রিটার্ণ দাখিল করে, তাহা হইলে কি দায় হইতে পারে ?

উঃ। মিথ্যা রিটার্ণ দাখিল করিবার নিমিত্ত অভিযুক্ত হইবে।

২৮। হীরালাল শীল নামে একজন জমিদার কালীকুমার মুখোপাধ্যায় নামক একজন প্রজার নামে প্রতি বিঘা ৭৲ টাকা হিসাবে খাজানা ধরিয়া বাকী খাজানার নালিশ করে ; উক্ত প্রজা আপত্তি করিল যে, সে বরাবর ৬৲ টাকা হিসাবে খাজানা দিয়া থাকে এবং তাহা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত রোড্‌শেষের রিটার্ণ দাখিল করিলে, তাহাতে ৬৲ টাকা হিসাবে খাজানা লেখা আছে, এস্থলে উক্ত রোড্‌শেষের রিটার্ণ জমিদারের বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার হইতে পারে কি না ?

উঃ। হাঁ, উক্ত রিটার্ণের লিখিত কথা জমিদারের বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইবে।

২৯। প্রাণনাথ চৌধুরী নামক একজন জমিদার একজন প্রজার নামে ৩৲ টাকা হিসাবে বিঘা প্রতি হার ধার্য্য করিয়া বাকী খাজানার মোকদ্দমা উপস্থিত করে; প্রজা উক্ত হার অস্বীকার করিল, জমিদার আপন দাওয়ার পোষণের নিমিত্ত রোড্‌শেষের রিটার্ণ দাখিল করিল, এস্থলে উক্ত রিটার্ণ জমিদারের সপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে কি না?

উঃ। না, কারণ রোড্‌শেষ রিটার্ণের লিখিত কথা জমিদারের সপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইবে না।

৩০। জমিদার যে সত্য জমাবন্দী (Rent Rolls) দাখিল করিবে, তাহার প্রাতিভাব্য (gurantees) কি আছে? যদি কোন জমিদার পথকর আইন মোতাবেক খাজানার রিটার্ণ দাখিল করে এবং তাহাতে খাজানার হার বেশী করিয়া দেখায়, তাহা হইলে তিনি কিরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন? এবং যদ্যপি তিনি জমাবন্দী কাগজে কম করিয়া খাজানার হার দেখান, তাহা হইলেই বা কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন?

উঃ। জমিদার যদ্যপি মিথ্যা রিটার্ণ দাখিল করেন, তাহা হইলে তিনি ফৌজদারী সোপর্দ্দ হইবেন, তদতিরিক্ত রিটার্ণে খাজানার হার দেখাইবেন তাহার অতিরিক্ত হারে খাজানা পাইবার স্বত্ববান হইবেন নাই।

জমিদার যদ্যপি বেশী হার দেখাইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বেশী টাকা রোড্‌শেষ দিতে হইবে, আর কম হার দেখাইলে বেশী হারে খাজানা প্রজার নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবেন নাই।

৩১। খাজানা হইতে রোড্‌শেষের বাকী টাকা আদায় করিবার কি বিধি আছে, তাহা পর্য্যায়ক্রমে লেখ ?

উঃ। যদি বাকীদারের নিকট হইতে সার্টিফিকেট জারী দ্বারা টাকা আদায় না হয়, তাহা হইলে নোটীশ জারী এই মর্ম্মে কালেক্টর সাহেব করাইবেন যে, বাকীদার প্রজাগণ কালেক্টর সাহেবকে অথবা ত্বদীয় নিযুক্ত কর্ম্মচারীকে ব্যতিত অন্য ব্যক্তিকে খাজানা দেন তাহা হইলে অসিদ্ধ এবং ব্যর্থ হইবে ; এবং সমস্ত খরচশুদ্ধ উক্ত দেনার টাকা যতকাল আদায় করা না যায়, ততকাল যে মহলের কি তালুক প্রভৃতির সম্বন্ধে নোটীশ দেওয়া গিয়াছে, তাহার প্রজাগণ অন্য কাহাকেও খাজানা দিবেন নাই ; এবং কালেক্টর সাহেব তাহাদের নিকট হইতে খাজানা লইয়া রসীদ প্রদান করিবেন এবং তাহাই তাহাদের খাজানা টাকা দেওয়ার অমোঘ মুক্তিপত্র হইবে।

৩২। পথকর বিষয়ক আইনের ৭৫ ও ৭৬ ধারামতে অথবা ৩৫ ধারামতে মূল্য নিরূপণ সম্বন্ধে কালেক্টর সাহেবের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীল হইতে পারে কি না ?

উঃ। হাঁ, মূল্য নিরূপণ সম্বন্ধে আজ্ঞার বিরুদ্ধে এক মাসের মধ্যে কালেক্টর সাহেবের নিকট আপত্য করিতে হয় ; তৎপরে কমিশনার সাহেবের নিকট আপীল হইতে পারে ; এবং কমিশনারের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে।

৩৩। রোড্‌শেষ আইনমতে অধিবেশন (meetings) কয় প্রকার ? এবং কি কি কার্য্যের নিমিত্ত বিশেষ অধিবেশন (special meetings) হইয়া থাকে ?

উঃ। কর্ম্ম নির্ব্বাহের নিমিত্ত অধিবেশন দুই প্রকার হইবে ;

অর্থাৎ বিশেষ অধিবেশন এবং নিয়মিত অধিবেশন (ordinary meetings)। নিম্নলিখিত অধিবেশন গুলি বিশেষ অধিবেশন ঃ—

(১) ১২৩ ধারামতে সভাপতি কোন সভা আহ্বান করিলে।

(২) ১২৯ ধারামতে প্রতিনিধি সভাপতি মনোনীত করণার্থ।

(৩) ১৩১ ধারামতে ইঞ্জিনিয়ারের বেতন নিরূপণার্থ।

(৪) ১৩২ ধারামতে ইঞ্জিনিয়র মনোনীত করণার্থ।

(৫) ১৩৩ ধারামতে সেরেস্তায় কি প্রকারের কত লোক থাকিবে ও প্রত্যেক পদের কি বেতন হইবে, ইহা নিরূপণ করণার্থ।

(৬) ১৩৪ ধারামতে ছুটীর ও ১৩৮ ধারামতে পেনশ্যনের ও পারিতোষিকের বিধি প্রণয়নার্থ।

(৭) ১৪১ ধারামতে সাধারণ বর্ণনা পত্র কিম্বা ১৪৩ ধারামতে কোন সংশোধিত বা পরিশিষ্ট বর্ণনা পত্র বিবেচনা করিয়া অনুমোদন করণার্থ।

(৮) ১৪৬ ও ১৪৮ ধারামতে আয় ব্যয়ের অনুমান পত্র (estimate) প্রস্তুত করণার্থ ও আগামী বৎসরের পথকরের হার নিরূপণার্থ।

(৯) ১৫৭ ধারামতে উক্তরূপ কোন অনুমান পত্র সংশোধনার্থ।

(১০) ১৭৯ ধারামতে বার্ষিক রিপোর্ট ও হিসাব গ্রহণ ও বিবেচনা করণার্থ।

৩৪। প্রতিনিধি সভাপতি (Vice-chairman) কতকাল নিজপদে থাকিতে পারেন ?

উঃ। ২ বৎসর থাকিতে পারেন।

৩৫। কোন জেলায় পুনর্মূল্য নিরূপণ (Revaluation) হইলে তাহার ব্যয় কাহাকে বহন করিতে হয় ?

উঃ। পুনর্মূল্য নিরূপণের (Revaluation) ব্যয় গবর্ণমেণ্টকে এক তৃতীয়াংশ ও প্রাদশীয় পথকরের তহবীল হইতে দুই তৃতীয়াংশ দিতে হয়।

৩৬। কোন্ তারিখ হইতে পথকরের বৎসর চলিতে থাকে ?

উঃ। ১লা এপ্রিল হইতে পথকরের বৎসর আরম্ভ হয়।

৩৭। কোন জেলায় মূল্য নিরূপণ (Valuation) এবং পুনর্মূল্য নিরূপণ (Revaluation) করিতে হইলে কি কি কার্য্য করিতে হয় তাহা লেখ ?

উঃ। যে জেলায় মূল্য নিরূপণ সম্পূর্ণ পাঁচ বৎসরকাল বলবৎ থাকিলে কিম্বা কোন বিশেষ স্থলে সম্পূর্ণ চারি বৎসর গত হইলে সম্পূর্ণ চারি বৎসর অথবা পাঁচ বৎসরের পর জুলাই মাসের পূর্ব্বে কমিশনার সাহেবের নিকট রিপোর্ট পাঠাইতে হইবে। পুনর্মূল্য নিরূপণ সাধারণমতে অথবা আংশিক মতে হইবে তাহা কালেক্টর সাহেব অনুরোধ করিবেন। এবং কোন্ কোন্ মহালের পুনর্মূল্য নিরূপণ হইবে তাহার ফর্দ্দ দিবেন।

যদি আংশিকমতে পুনর্মূল্য নিরূপণ করিবার প্রস্তাব হয় তাহা হইলে রিপোর্টের সহিত দুইটী ফর্দ্দ থাকিবে প্রথম ফর্দ্দে যে সকল মহালের মালিকগণ পুনর্মূল্য নিরূপণের জন্য কালেক্টর সাহেবের নিকট ১৩ ধারামতে দরখাস্ত করিয়াছেন তাহাদের

ফিরিস্তী থাকিবেক। এবং দ্বিতীয় ফর্দ্দে কালেক্টর সাহেব নিজ ইচ্ছামত যে সকল মহালের পুনর্মূল্য নিরূপণ হওয়া বিবেচনা করেন। উক্তফীরিস্তীতে (১) মহালের নাম (২) কোন্ তারিখে পূর্ব্ব মূল্য নিরূপিত হইয়াছে। (৩) সরকারী রাজস্ব (৪) পূর্ব্বে কত টাকা মূল্য নিরূপণ হইয়াছে এই সকল কথা লিখিতে হইবে।

তৎপরে কমিশনার সাহেব রেভিনিউ বোর্ডে বিভাগীয় রিপোর্ট আজ্ঞার নিমিত্ত পাঠাইবেন এবং ১৫ই আগষ্টের পূর্ব্বে রিপোর্ট পাঠান আবশ্যক সেই রিপোর্ট পাইয়া বোর্ড স্থির করিবেন যে কোন্ জেলায় কত পরিমাণে পুনর্মূল্য নিরূপিত হইবে। তাহা হইলে কালেক্টর সাহেব সেই মর্ম্মের নোটীশ জারী করিবেন।

৩৮। জমিদার ও প্রজার মধ্যে খাজানার হার সম্বন্ধে বিবাদ থাকিলে জমীদার কি প্রকার খাজানার হার পূরণ করিবেন?

উঃ। খাজানার হার লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে জমিদার গত বৎসর যে হারে প্রজার নিকট হইতে খাজানা আদায় করিয়াছেন সেই হার রিটারণে লিখিতে হইবে।

৩৯। কোন্ প্রকারের লাখরাজ ভূমির পথকর দিতে হয় না?

উঃ। যে লাখরাজ ভূমির বার্ষিক মূল্য ৫৲ টাকার কম তাহাতে পথকর দিতে হয় না।

৪০। জলকরের নিমিত্ত পথকর প্রদান করিতে হয় কি না?

উঃ। না, মৎস্য ধরিবার স্থানে রোডশেস ধার্য্য হয় না।

৪১। মালিকানার উপর রোডশেস ধার্য্য হইতে পারে কি না ?

উঃ। না, কারণ মালিকানা জমিদারের অন্তর্গত।

৪২। রোডশেস আইন মতে কোন প্রকারের মহালের স্বতন্ত্র হিসাব (Separate account) খোলা যাইতে পারে না ?

উঃ। সম্পূর্ণ মহালের বার্ষিক মূল্য ৩০০ শত টাকার বেশী না হইলে কিম্বা দরখাস্তকারির অংশের বার্ষিক মূল্য ৫০ টাকার অধিক না হইলে রোড্‌শেস আইন মতে পৃথক হিসাব খুলিবার দরখাস্ত গ্রহণ করা যাইতে পাবে না।

৪৩। পৃথক হিসাব খুলিবার দরখাস্ত মঞ্জুর হইলে কি হিসাবে ফীজ্ দিতে হয় ?

উঃ। যে মহালের পৃথক হিসাব খুলিবার দরখাস্ত দেওয়া হয় তাহার অংশের বার্ষিক মূল্য ১০০ শত টাকার বেশী না হইলে বার্ষিক মূল্যের উপর শতকরা ৫ টাকা হিসাবে ফীজ দিতে হয়। অংশের বার্ষিক মূল্য ১০০ শত টাকার বেশী হইলে ১০০ শত টাকার উপর শতকরা ৫ টাকা হিসাবে এবং বক্রী শতকরা ১৲ টাকা হিসাবে ফীজ দিতে হয়।

৪৪। রাজস্বদায়ী মহালের ও নিষ্কর মহালের মালগুজারী ও রোড্‌শেষ "দিবার কোন্ কোন্ তারিখ শেষ দিন তাহা লেখ ?

উঃ। রাজস্বদায়ী মহালে।

যে যে জেলায় বাঙ্গালা সাল ও আমলী সাল প্রচলিত তথায়—১২ই জানুয়ারি, ২৮শে মার্চ্চ, ২৮শে জুন, ২৮শে সেপ্টেম্বর।

চাটগাঁ।—২৫শে ফেব্রুয়ারি, ২৫শে মে, ২৫শে জুন, ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২৬শে ডিসেম্বর।

যে জেলায় ফসলীসাল প্রচলিত।—১২ই জানুয়ারি, ২৮শে মার্চ্চ, ৭ই জুন, ২৮শে সেপ্টেম্বর।

উড়িষ্যা।—২৮শে এপ্রেল, ৮ই নবেম্বর।

দারজিলিং।—১২ই জানুয়ারি, ২৮শে জুন।

হাজারিবাঘ (খরকদিঘা ব্যতিত) লোহারদাগা, সিংহভূম ও মানভূম। } ২৮শে জানুয়ারি, ২৮শে মার্চ্চ ২৮শে অক্টোবর।

হাজারিবাঘের অন্তর্গত খরকদিঘা।—২৮শে জানুয়ারি, ২৮শে মার্চ্চ, ২৮শে মে।

লাখরাজ মহালে।

যে যে জেলায় বাঙ্গালা সন অথবা আমলী সন প্রচলিত। } ১২ই জানুয়ারি, ২৮শে জুন।

চাটগাঁও।—যে মহালে ১০৲ টাকার বেশী শেস দিতে হয়, তথায় ২৫শে মে, ২৬শে ডিসেম্বর, আর যে মহালে ১০৲ টাকার কম শেস দিতে হয়, তথায় ২৫শে মে।

যে যে জেলায় ফস্‌লী সাল প্রচলিত।—১২ই জানুয়ারি ৭ই জুন।

উড়িষ্যা।—২৮শে এপ্রেল, ৮ই নবেম্বর।

দারজিলিং।—১২ই জানুয়ারি।

হাজারিবাগ।—১লা এপ্রেল।

লোহারদাগা।—১২ই জানুয়ারি, ৭ই জুন।

মানভূম।—১২ই জানুয়ারি, ২৮শেজুন।

নিষ্কর ভূমি।

যে যে জেলায় বাঙ্গালা সন অথবা আমলী সন
প্রচলিত।—১লা মে, ১লা নবেম্বর।
চাটগাঁও।—১লা এপ্রেল, ১লা নবেম্বর।
যে যে জেলায় ফসলী সাল
প্রচলিত।—১লা মে, ১লা নবেম্বর।
উড়িষ্যা। ১লা এপ্রেল, ১লা অক্টোবর।

হাজারিবাগ,
লোহারদাগা,
মানভূম। } ১লা মে, ১লা নবেম্বর।

৪৫। কোন্ শ্রেণীর লাখরাজদারগণ কালেক্টর সাহেবের থাজানাথানার রোডশেস্ দাখিল করিতে পারেন?

উঃ। যে সকল লাখরাজদারের উপর ৬৬ ধারামতে কালেক্টর সাহেব নোটীশ জাবী করিয়াছেন কিম্বা ৬৮ ধারামতে আজ্ঞা করিয়াছেন তাহারা গবর্ণমেণ্টের থাজানার রোড্শেস দাখিল করিতে পারে।

৪৬। থনির (mines) নিমিত্ত রোড্সেস্ কোন্ কোন্ তারিখে প্রদান করিতে হয়?

উঃ। থনির নিমিত্ত দুই কিস্তীতে রোড্সেস্ দাখিল করিতে হয় অর্থাৎ ৩০শে সেপ্টেম্বর ও ৩১শে ডিসেম্বর।

৪৭। থাসমহালের ইজারাদারকে মধ্যস্বত্বাধিকারীকে ও কৃষিকারী রাইয়তগণকে কি হিসাবে রোড্সেস দিতে হয় তাহা একটী উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও?

উঃ। মনে কর একটী থাসমহালের বার্ষিক মূল্য ১২০০

টাকা ধরা গিয়াছে, যে মধ্যস্বত্বাধিকারী ইজারদারকে ১০০০ টাকা দিয়া থাকে, আর ইজারদার গবর্ণমেণ্টকে ৮০০ শত টাকা দেয়। ঐ মধ্যস্বত্বাধিকারী কৃষিকারী রাইয়তের নিকট হইতে ৪১ ধারার ৩ প্রকরণ মতে ১২০০ শত পয়সা আদায় করিবে। ইজারদার ২ প্রকরণ মতে ১২০০ × ২ − ১০০০ = ১৪০০ পয়সা মধ্যস্বত্বাধিকারির নিকট হইতে পাইবে। গবর্ণমেণ্ট ইজারদারের নিকট হইতে ২ প্রকরণ মতে ১২০০ × ২ − ৮০০ = ১৬০০ পয়সা আদায় করিবেন। গবর্ণমেণ্ট ৪১ ধারার ১ প্রকরণ মতে ১২০০ × ২ − ৮০০ = ১৬০০ পয়সা শেস্ দিবেন। ঐরূপ অবস্থায় যদি মহাল ইজারা বিলি না হইয়া খাস থাকিত তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট মধ্যস্বত্বাধিকারীর নিকট হইতে ১২০০ × ২ − ১০০০ = ১৪০০ পয়সা আদায় করিতেন এবং রোডসেস ১২০০ × ২ − ১০০ = ১৪০০ পয়সা দিতেন। আর যদি কোন প্রকার মধ্যস্বত্ব না থাকিত তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট কৃষিকারী রাইয়তের নিকট হইতে ১২০০ পয়সা আদায় করিতেন এবং রোডসেস ১২০০ × ২ − ১২০০ = ১২০০ পয়সা দিতেন।

৪৮। মনে কর কোন একটী মহাল তিনটী জেলার অন্তর্গত যথায় বিভিন্ন হারে রোডসেস্ প্রচলিত আছে অর্থাৎ “ক” জিলার রোডসেসের হার টাকা প্রতি দুই পয়সা “খ” জিলার ১½ পয়সা ও “গ” জিলার ১ পয়সা ঐ মহালের রাজস্ব ৩০০৲ শত টাকা এবং মূল্য নিরূপণ ১০০০৲ টাকা হইয়াছে। এক অংশের মূল্য ৮০৲ টাকা অপর অংশের মূল্য ৭০৲ টাকা তাহা হইলে কোন্ জেলার কত পরিমাণে রোডসেস দিতে হইবে? (কিন্তু পূর্ত্তকার্য্যকর সকল জেলাতেই ২ পয়সা)।

উঃ। "ক" জেলার ৮৫০ × ৪ পয়সা (রাজস্বের অনুপাত অনুসারে, ২৫৫ × ২ পয়সা) = ২,৮৯০ পয়সা। "খ" জেলার ৮০ × ৩½ পয়সা—২৪ × ১¾ পয়সা = ২৩৮ পয়সা ; আর গ জেলার ৭০ × ৩ পয়সা ২১ × ১½ = ১৭৮½ পয়সা।

নোট।—এইরূপ বিভিন্ন চালানের দ্বারা বিভিন্ন জেলার প্রাপ্য টাকা দাখিল করিতে হয়।

৪৯। কমিশনার সাহেব কোন্ কোন্ প্রকারের পথকর মাফ করিতে পারেন ?

উঃ। কমিশনার সাহেব নিম্নলিখিত স্থলে পথকর ক্ষমা করিতে পারেন।

(১) যে লাখরাজ ভূমির মূল্য নিরূপণ সরাসরী মতে হইয়া পথকর পাওনা হইয়াছে এবং যাহার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না।

(২) ভ্রম বশতঃ যদ্যপি মূল্য নিরূপণ দুইবার হইয়া থাকে।

(৩) যে মহাল অন্য জেলায় হস্তান্তরিত হইয়াছে তাহার দরুণ পথকর পাওনা হইলে

(৪) যে মহাল শিকস্ত হইয়া একবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে ও যাহার নিমিত্ত রাজস্ব আদৌ দিতে হয় না।

(৫) মিউনিসিপালিটির মধ্যে কোন ভূমির বাবত পথকর পাওনা হইলে।

৫০। কোন একটা মহাল হুগলী ও বর্দ্ধমান উভয় জেলার মধ্যে আছে, ঐ উভয় জেলার বাবৎ ২৫ টাকা রোডসেস পাওনা হইয়াছে, হুগলী জেলার দরুণ ২০ টাকা ও বর্দ্ধমান জেলার দরুণ ৫ টাকা ঐ উভয় জেলার টাকা কোন এক জেলার খাজানা-খানার এক চালান দ্বারা দাখিল হইতে পারে কি না ?

উঃ। হাঁ, হুগলী কিম্বা বৰ্দ্ধমানের খাজানাখানায় একই চালানের দ্বারা কেবল ভিন্ন ভিন্ন জেলার প্রাপ্য টাকা লিখিয়া দাখিল করা যাইতে পারে।

৫১। প্রদেশীয় পথকরের কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত কোন কর্ম্মচারীব নিকট হইতে জামানতনামা লিখাইয়া লওয়া আবশ্যক হইলে ঐ জামানতনামায় ষ্ট্যাম্প কাগজ লাগে কি না ?

উঃ। হাঁ, জামানতনামায় ইষ্ট্যাম্প লাগে।

৫২। কোন একটী মহালেব পৃথক হিসাব খুলিবার সময় অংশীগণ পথকর পৃথক করিবার কারণ কোন প্রয়াস পায় নাই, তৎপরে অর্থাৎ ১৮৫৯ সালের ১১ আইন মতে ও ১৮৭৬ সালের ৭ আইন মতে পৃথক্ হিসাব খুলিবার পর ৮৶০ অংশের হিস্যাদার রোডসেস পৃথক করিবার নিমিত্ত কালেক্টরের নিকট দরখাস্ত দেয় এস্থলে কালেক্টর সাহেব রোডসেস পৃথক করিবার আজ্ঞা প্রদান করিতে পারেন কি না ?

উঃ। এস্থলে কালেক্টর সাহেব পৃথক হিসাব খুলিবার দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিবেন যখন পুনর্ম্মূল্য নিরূপণ হইবে তখন রোডসেসের পৃথক হিসাব খুলিবেন।

আবকারী বিষয়ক ১৮৭৮।৭ আইন।

১। কি পরিমাণে আবকারী মাশুল যোগ্য দ্রব্য থোকে (wholesale) এবং খুচরা retail বিক্রয় হইতে পারে ?

(১) উগ্র কি গাজলা শরাবের দুই ইম্পীরিয়াল গ্যালন বা বার কোয়ার্ট বোতল।

(২) দেশীয় উগ্র কি গাজলা সরাব ১ সের বা ১ কোয়ার্ট বোতল।

(৩) তাড়িত কি পচুইর বার সের।

(৪) গাঁজা কি সিদ্ধি কি ভাঙ্গের কি তাহার প্রস্তুত কি মিশ্রিত দ্রব্যের এক পোঁয়া।

(৫) আফিম কি চরস কি তাহাতে প্রস্তুত কি মিশ্রিত দ্রব্যের পাঁচ তোলা উপরিউক্ত অধিক পরিমাণে বিক্রয় হইলে তাহাকে থোকে বিক্রয় কহে। (১৪ ধারা)

২। কি দোষে আবকারী আইনের লাইসেন্স প্রাপ্ত বিক্রেতার লাইসেন্স কাড়িয়া লওয়া যাইতে পারে?

উঃ। লাইসেন্সে যে ফী কি মাসুল নির্দ্দিষ্ট থাকে, তাহা নিয়মমতে না দেওয়া গেলে কিম্বা লাইসেন্সের অন্য কোন নিয়ম ভঙ্গ হইলে কি জামীনের অনুপযুক্ত ফৌজদারী অপরাধ নির্ণয় হইলে। (২৯ ধারা)

৩। যে ব্যক্তি গাঁজার কিম্বা সিদ্ধির চাষ করে, সে কি লাইসেন্সপ্রাপ্ত ক্রেতা ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে তাহা বিক্রয় করিতে পারে?

উঃ। না।

৪। পাট্টার নির্দ্দিষ্ট সর্ত্ত ভঙ্গ ব্যতীত অন্য কোন কারণে যদ্যপি ইজারদারের লাইসেন্স নামঞ্জুর করা হয়, তাহা হইলে ঐ ইজারদার খেসারত পাইতে পারে কি না?

উঃ। হাঁ, ইজারদার যে পরিমাণে ক্ষতি সহ্য করিয়াছে, বোর্ডের বিবেচনা মতে যুক্তিসিদ্ধ খেসারত পাইতে পারে।

৫। ইজারদারের অধীন ক্ষমতা প্রাপ্ত বিক্রেতা যদি নির্দ্দিষ্ট

ফী প্রদান করিতে ক্রটী করে, তাহা হইলে ইজারদার কি উপায়ে আদায় করিবে ?

উঃ। জমিদার প্রজার নিকট যে প্রকারে বাকী খাজানা আদায় হইয়া থাকে, সেইরূপে আদায় করিতে হইবে।

৬। আবকারী কার্য্যকারকগণের ঘরতল্লাশী লওয়া সম্বন্ধে কি ক্ষমতা আছে তাহা লেখ ?

উঃ। আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য কোন স্থানে বে-আইনী মতে প্রস্তুত করা যাইতেছে, কিম্বা আবকারী মাসুলযোগ্য যে দ্রব্য ৭৫ ধারামতে জব্দ হওয়ার যোগ্য এমত দ্রব্য কোন ঘরে কি নৌকায় কি অন্য স্থানে রাখা গিয়াছে কি গোপন করা গিয়াছে, কোন ব্যক্তির স্থানে সন্ধান পাইয়া পেয়াদা হইতে উচ্চশ্রেণীর কোন আবকারী কার্য্যকারকের এমত বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, সেই কার্য্যকারক সর্ব্বদাই কর্পরাল বা হেড্ কনষ্টে-বলের অনধীন শ্রেণীর পুলিসের কোন কার্য্যকারকের সাক্ষাৎ, উক্ত কোন ঘরে কি নৌকায় কি অন্য স্থানে প্রবেশ করিতে পারিবেন ; এবং সেই প্রস্তুতকরণ কার্য্যে যে সকল ভাটীর ও সরঞ্জামের ব্যবহার হয়, তাহাও আবকারী মাসুলযোগ্য উক্ত সকল দ্রব্য ধরিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন ও সেই ঘরের কি নৌকার কি স্থানের দখলিকারক ও ঐ প্রস্তুতকরণ কিম্বা দ্রব্য রাখন কি গোপনকরণ কার্য্যে অন্য যে সকল ব্যক্তির সম্পর্ক থাকে, তাঁহাদিগকেও গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন।

৭। কিমীয় দ্রব্য বিক্রেতা প্রভৃতির বাড়ীর মধ্যে কোন ব্যক্তি মদ খাইলে আবকারী কার্য্যকারক তাহাকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া গ্রেপ্তার করিতে পারে কি না ?

উঃ। কলিকাতা নগরের কি সহরতলীর কি হাওড়ার অন্তর্গত কিমীয় কি ঔষধীয় দ্রব্য বিক্রেতা কি ঔষধ প্রস্তুতকারক কি ঔষধালয়ের রক্ষক সূর্য্যাস্ত ও সূর্য্যোদয়ের কালের মধ্যে কোন সময়ে আপনার কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তি ভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে আপনার ব্যবসায়ের বাড়ীর মধ্যে উগ্র কি গাঁজলা যে মদিরার সহিত প্রকৃত প্রস্তাবে ঔষধীয় দ্রব্য মিশ্রিত হয় নাই, এমত মদিরা পান করিতে অনুমতি দিয়া থাকেন, কোন আবকারী কার্য্যকারকের এমত জ্ঞান করিবার কারণ থাকিলে তিনি সেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঐ শরাব ধরিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন।

৮। কোন ব্যক্তি এক ভাটীখানার মদ লইয়া অন্য ভাটীখানার সীমার মধ্যে গমন করিলে তাহার কি দণ্ড হইতে পারে?

উঃ। ৫৮ ধারামতে ৫০০৲ পাঁচশত টাকা জরিমানা হইতে পারে।

৯। একজন লাইসেন্সপ্রাপ্ত মদ্যবিক্রেতা এক জন মদ্যপায়ীর নিকট হইতে একটা বনাতের কোট লইয়া তাহাকে এক বোতল মদ দেয়, ইহাতে উক্ত মদ বিক্রেতার কি দায় হইতে পারে?

উঃ। ইহাতে বিক্রেতার ২০০৲ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারে।

১০। আবকারী আইনমতে কোন ব্যক্তির অর্থদণ্ড হইলে গোয়েন্দাদিগকে পুরস্কার প্রদান সম্বন্ধে কি বিধি আছে তাহা লেখ?

উঃ। আবকারী আইনমতে কোন ব্যক্তির অর্থদণ্ড হইলে কালেক্টর সাহেব ১০০৲ শত টাকা পর্য্যন্ত গোয়েন্দাগণকে পুর-

স্কার দিতে পারিবেন, একশত টাকার বেশী পুরস্কার দিতে হইলে কমিশনার সাহেবের অনুমোদন লওয়া আবশ্যক। রেভিনিউ বোর্ড দুইশত টাকার অনধিক পুরস্কার প্রদান করিতে পারেন।

১১। শেখ আমীর নামক একজন রেলওয়ে পুলিসের কনষ্টেবল, বাহাদুর মিঞার সাহায্যে নাজায়েজ মদ্যসহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে, মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার দুইশত টাকা অর্থদণ্ড করেন, কালেক্টর সাহেব বাহাদুর মিঞাকে ৫০৲ টাকা ও কনষ্টেবলকে ৫০৲ টাকা পারিতোষিক প্রদান করেন। ইতিমধ্যে আসামীর অর্থদণ্ড আপীল আদালত হইতে রদ হইয়া গেল, এস্থলে উক্ত দুই ব্যক্তির নিকট হইতে পারিতোষিকের টাকা ফেরত লওয়া যাইবে কি না?

উঃ। এস্থলে রেভিনিউ বোর্ডের বিধি অনুসারে রেলওয়ে পুলিসের কনষ্টেবলের নিকট হইতে পারিতোষিকের টাকা ফেরত লওয়া যাইবে, কিন্তু বাহাদুর মিঞার নিকট হইতে টাকা ফেরত লওয়া যাইবে না। গবর্ণমেণ্ট ঐরূপ স্থলে ১০০৲ শত টাক পর্যান্ত ক্ষতি সহ্য করিবেন।

১২। আবকারী দারোগাকে এবং তদধীনস্থ নিম্নশ্রেণীর কেরাণীগণকে কত টাকার মেকদারে জামানাতনামা দিতে হয়?

উঃ। দারোগাগণকে ৫০০৲ শত টাকার ও মোহরারগণকে ১০০৲ শত টাকার জামানতনামা দিতে হয়।

১৩। আবকারী আইনমতে কালেক্টর সাহেব যে আজ্ঞা দেন, তাহার আপীল হইতে পারে কি না?

উঃ। হাঁ, কালেক্টর সাহেবের আজ্ঞার বিরুদ্ধে ৩০ দিনের

মধ্যে আপীল হইতে পারে এবং কমিশনার সাহেবের আজ্ঞার বিরুদ্ধে ৬০ দিনের মধ্যে বোর্ডে আপীল হইতে পারে।

১৪। কোন্ কোন্ দ্রব্য হইতে আবকারী রাজস্ব (Excise Revenue) উৎপন্ন হইয়া থাকে ?

উঃ। নিম্নলিখিত দ্রব্য হইতে আবকারী রাজস্ব আদায় হইয়া থাকে।

(১) বিদেশ হইতে আনীত উগ্র কি গাঁজলা (sqirituous or fermented liquors) শরাব।

(২) ইংলণ্ডের প্রথামতে এই দেশে যে মদিরা প্রস্তুত করা হয়, সচরাচর যাহাকে দেশী রম বলে।

(৩) যে মদিরা এদেশীয় প্রথামতে চোয়ান হয় ও যাহাকে সচরাচর দেশী মদ বা দোয়াস্তা বলিয়া থাকে।

(৪) গাঁজলা শরাব যাহা ইয়ুরোপীয় বা এদেশীয় প্রথামতে প্রস্তুত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে বিয়ার, তাড়ি, পচুই এবং ঐ প্রকার দ্রব্য গণ্য।

(৫) তাজাতাড়ি।

(৬) গাঁজা এবং গাঁজার গাছ হইতে প্রস্তুত দ্রব্যাদি অর্থাৎ চরস, সিদ্ধি ও মাজম ইহার অন্তর্গত।

(৭) আফীমও উহা হইতে প্রস্তুত দ্রব্যাদি অর্থাৎ চণ্ডু, মদক ইত্যাদি।

১৫। আবকারী দ্রব্যের কর আদায় কি প্রথামতে হইয়া থাকে ?

উঃ। আবকারী দ্রব্যের কর আদায় নিম্নলিখিত পাঁচ প্রকারে হইয়া থাকে।

(১) থোকে বিক্রয়ের লাইসেন্স ফী (wholesale licence fees)

(২) খুচরা বিক্রয়ের লাইসেন্স ফী (Retail licence fees)

(৩) প্রকৃত প্রস্তাবে যত পরিমাণের দ্রব্য খরচ হয়, তাহার উপর কর স্থাপন দ্বারা।

(৪) রাজকীয় ভাটীখানায় যে প্রত্যেক ভাটীখানায় কর স্থাপিত হয়।

(৫) খোলাভাটীর (outstill) লাইসেন্স দ্বারা।

১৬। কি কি দ্রব্যের উপর থোকে বিক্রয়ের লাইসেন্স জারী হয় ও কি পরিমাণে ফীজ প্রদান করিতে হয় ?

উঃ। উগ্র কি গাঁজলা শরাব বিদেশ হইতে আনীত হউক, অথবা ইয়ুরোপীয় প্রথামতে প্রস্তুত করা এদেশীয় শরাবের উপর থোকে বিক্রয়ের লাইসেন্স জারী হইয়া থাকে ও বার্ষিক ৫০৲ টাকা হিসাবে ফীজ দিতে হয়।

১৭। আবকারী রাজস্ব পাঁচ প্রকারে আদায় হইয়া থাকে, প্রত্যেক প্রকার আদায়ের বিশেষ বর্ণনা কর ?

উঃ। (১) বিদেশ হইতে আনীত উগ্র কি গাঁজলা শরাবের কিম্বা বিলাতীয় প্রথামতে প্রস্তুত করা এদেশীয় শরাবের উপর থোকে বিক্রয়ের লাইসেন্সের নিমিত্ত বার্ষিক ৫০৲ টাকার হিসাবে কর আদায় হইয়া থাকে।

(২) আবকারী মাশুলযোগ্য সমস্ত দ্রব্যের এবং কলিকাতা সহর পর্য্যন্ত সর্ব্বস্থানে খুচরা বিক্রয়ের ফী আদায় হইয়া থাকে ; ঐ ফী বোর্ডের আদেশমত অবস্থা বিশেষে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। লাইসেন্স ফী দুই প্রকারে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, (১) উচ্চদরে লাইসেন্স নীলামকরণ দ্বারা, (২) স্থানীয় চরিত্র অনুসারে. লোক

সংখ্যানুসারে অথবা অন্য কোন বিশেষ কারণে নির্দ্দিষ্ট ফী স্থাপন দ্বারা। প্রথমটীর নাম নীলামের প্রথা (auction system) দ্বিতীয়টীর নাম নির্দ্দিষ্ট লাইসেন্স ফীর প্রথা (fixed licence fee system)।

(৩) যে পরিমাণে মদিরা কি অন্য নেশার দ্রব্য খরচ হয়, তাহার উপর নির্দ্দিষ্ট কর স্থাপন দ্বারা, তাহাকে নির্দ্দিষ্ট করপ্রথা (fixed duty system) কহে।

(৪) সরকারী ভাটীখানায় যে মদ চোয়ান হয়, তাহার উপর গ্যালন প্রতি যে কর আদায় হয়।

(৫) খোলাভাটীর উপর যে মাসিক কর স্থাপিত হয়, তাহার দ্বারা।

১৮। এক ইম্পিরিয়াল গ্যালন কত সেরের সমান এবং এক গ্যালন মদ্যে কি কি পদার্থ কত পরিমাণে থাকে ?

উঃ। এক ইম্পিরিয়াল গ্যালনে ৪.৮৬১ সেরের সমান। এক গ্যালন দেশী মদ্যে নিম্নলিখিত পদার্থ থাকে ;—

(১) ⁄৪ সের মহুয়া অথবা অন্য স্থূল পদার্থ যাহাতে বেশী স্থান অধিকার করে।

(২) ⁄৫ সের জল।

⁄৪ সের খাঁটি মদ্য অর্থাৎ alcohol.

⁄৪৷৷০ সের পরীক্ষিত মদ্য অর্থাৎ ৫০.৭৬ অংশ জল এবং ৪৯.২৪ অংশ alcohol.

১৯। খুচরা বিক্রয়ের লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিক্রেতা কোন্ জেলায় কি পরিমাণে আবকারী মাস্থলযোগ্য দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারেন তাহা লেখ ?

উঃ। (১) ভাটীখানার মদ্য (distillery spirits) দারজিলিং, জলপাইগুড়ি, পুরী এবং হুগলী জেলার কতক অংশে, ভাগলপুর, পূর্ণিয়া, মোজফোরপুর, দরভাঙ্গা এবং চম্পারাণ বিদেশীয় রাজ্যের নিকটবর্ত্তী স্থানে এক কোয়ার্ট বোতল। অন্যান্য জেলায় বারো কোয়ার্ট বোতল।

(২) রম সকল জেলায় ১২ বোতল।

(৩) খোলাভাটীর মদ্য—হাজারিবাগ জেলায় ৩ বোতল, পাটনা জেলার অন্তর্গত দানাপুরের সেনানিবাশ (contonment) স্থানে ১ কোয়ার্ট বোতল। অন্যান্য জেলায় ৬ কোয়ার্ট বোতল।

(৪) বিদেশ হইতে আনীত মদ্যের ১২ কোয়ার্ট বোতল।

(৫) তাড়ি—পাটনা জেলার অন্তর্গত দানাপুর সেনানিবাশ হইতে ৪ মাইল দূরে অমিশ্রিত (undiluted) ⁄৪ সের, অন্যান্য জেলায় লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিক্রেতার অনুমতিক্রমে ।২ সের এবং অনুমতি ব্যতিত ⁄৪ সের অমিশ্রিত তাড়ি বিক্রীত হয়।

(৬) পচাই সকল জেলার ⁄৪ সের বিক্রীত।

২০। আবকারী শাসনকার্য্যের (administration) উদ্দেশ্য কি ?

উঃ। আবকারী শাসনকার্য্যের উদ্দেশ্য এই যে মাদকদ্রব্যের এবং মদ্যের উপর কর স্থাপন করিয়া গবর্ণমেণ্টের জন্য রাজস্ব আদায় করা, কারণ তদ্দ্বারা অপরিমিতাচার (intemperance) অনেক পরিমাণে করিয়া যাইতে পারে, এবং যাহারা সুরাপানে অভ্যস্ত অথবা অন্য কোন নেশার বশীভূত তাহারা বেশী পরিমাণে মাদকদ্রব্য ব্যবহার করিতে পারিবে না। যদ্যপি একবারে নেশার দ্রব্য উঠাইয়া দেওয়া হয় অথবা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত

হইবার পথ বন্ধ করা যায় বিশেষ বহুদর্শনের দ্বারা দেখা গিয়াছে যে তাহাতে অপরিমিতাচার বন্ধ না হইয়া অবৈধমতে মাদক-দ্রব্যের সৃষ্টি হইতে থাকে এবং তদ্দ্বারা মাদকতা বেশী বৃদ্ধি হয়।

২১। আবকারী আইনের মোকদ্দমায় আবকারী ইনেস্পেক্টর ও সব্‌ইনেস্পেক্টরগণ ফৌজদারী কার্য্যবিধানের আইনের ৪৯৫ ধারামতে মোকদ্দমা চালাইবার অনুমতি পাইতে পারেন কি না?

উঃ। জেলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট মোকদ্দমা চালাইবার অনুমতির জন্য ইনেস্পেক্টর ও সব্‌ইনেস্পেক্টরগণ আবেদন করিবেন এবং মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব অনুমতি দেওয়া আবশ্যক কি না তাহা বিবেচনা করিয়া আজ্ঞা দিবেন।

২২। আবকারী আইনমতে লাইসেন্স হস্তান্তর হইতে পারে কি না? এবং উত্তরাধিকারে ঘটিতে পারে কি না?

উঃ। আবকারী আইনমতে লাইসেন্স হস্তান্তর হইতে পারে না এবং লাইসেন্সগ্রহীতা আপন অধীনে অন্য কোন লোককে দোকান ইজারা দিতে পারে না। এই নিয়ম ভঙ্গ করিলে তাহার লাইসেন্স রহিত করা হয় এবং তাহার দাদনের টাকা বাজেয়াপ্ত হইয়া যায়।

লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তির মৃত্যু হইলে কালেক্টর সাহেব তাহার পুত্রের সহিত কিম্বা মৃত ব্যক্তির স্থলাভিষিক্তের (representative) সহিত বন্দোবস্ত করিয়া লাইসেন্স বদলাইয়া (renew) দিতে পারেন। এবং তজ্জন্য তাহাতে নূতন দাদন করিতে হয় না।

২৩। একব্যক্তি একখানি লাইসেন্স লইয়া এক নামে বিভিন্ন স্থলে দোকান স্থাপন করিতে পারে কি না?

উঃ। না, তাহাকে প্রত্যেক দোকানের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র লাইসেন্স লইতে হইবে।

২৪। যখন ইউরোপীয় সৈন্যগণ একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাত্রা (march) করে, তখন যেস্থান দিয়া তাহারা যায় তথাকার ভাটীখানা (distillery) এবং উগ্রশরাবের দোকান সকলের মালিকগণ উক্ত সৈন্যগণকে মদ্য বিক্রয় করিতে পারে কি না ?

উঃ। না, মদ্য বিক্রয় করা দূরে থাকুক তাহাদিগকে দোকান বন্ধ করিতে হইবে।

২৫। সৈন্যগণের গমনের নিমিত্ত মাসিক করদাতা লাইসেন্সদারগণেরও নির্দ্দিষ্ট হারে করদাতা লাইসেন্সদারদিগের কারবার বন্ধ রখিবার দরুণ যে ক্ষতি হয় তাহার খেশারৎ (compensation) পাইতে পারে কি না ? এবং কি নিয়মে ঐ খেশারৎ দেওয়া হয়।

উঃ। খোলাভাটীর প্রথামতে কিম্বা মাসিক কর দিবার প্রথামতে যে দোকানের লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে তাহা সৈন্যদিগের গমনের নিমিত্ত বন্ধ করা হইলে, আবকারী কার্য্যকারক (excise officer) মাসিক যে হারে বন্দোবস্ত করা হইয়াছে সেই হারমত যত টাকা লোকসান হয় তাহার উপর শতকরা ১০৲ টাকা যোগ করিয়া হিসাব নির্ণয়করণান্তর বিক্রেতাকে একখানি সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন। মনে করুন, একখানি দোকানের নিমিত্ত ৩০৲ টাকা হিসাবে মাসিক কর দিতে হয়, পাঁচদিন সে দোকান বন্ধ রহিল। বিক্রেতা ৫৷৷০ খেশারৎ পাইবে। কিন্তু যদ্যপি স্থর্য্য উদয়ের এবং অস্তের মধ্যে কেবল ছয় ঘণ্টার নিমিত্ত দোকান বন্ধ হয় তাহা হইলে খেশারৎ দেওয়া হইবে না। যদি

ছয় ঘণ্টার বেশী বন্ধ করিতে হয় তাহা হইলেই কেবল সমস্ত দিনের খেশারৎ পাইতে পারিবে।

যে দোকান নির্দ্দিষ্ট হারে (fixed duty system) বন্দোবস্ত আছে তাহা বন্ধ হইলে, আবকারী কার্য্যকারক যতদিন দোকান বন্ধ হইয়াছে তাহার সার্টিফিকেট দিবেন, দোকানের প্রতিদিন বিক্রয়ের হিসাব অনুসারে ও যত টাকা লাইসেন্স ফী দিতে হয় তদনুসারে ক্ষতিপূরণের টাকা কালেক্টর সাহেব নির্ণয় করিবেন। প্রতি গ্যালন মগু প্রস্তুত করিতে যত খরচ পড়ে ও খরিদদারকে যত টাকায় বিক্রয় করা হয় তাহার প্রার্থক্যতা (difference), এবং যত টাকা ডিউটী দিতে হয় এবং তাহার উপর সরঞ্জামী খরচা (contingent expenses) শতকরা ১০৲ টাকা হিসাবে বাদ দিয়া প্রত্যেক গ্যালনে বিক্রেতার লভ্য নির্ণয় করিতে হইবে।

২৬। নীলামের প্রথার (auction system) সাধারণ নিয়ম কি তাহা লেখ ?

উঃ। ১৮৭৮ সালের ৭ আইন মতে রেভিনিউ বোর্ড এই বিধি করিয়াছেন যে, লাইসেন্স ফীর টাকা অগ্রে আদায় করিতে হইবে এবং তাহাতে এই সর্ত্ত থাকিবে যে লাইসেন্সের নিয়ম মোতাবেক ফী দাখিল না করিলে সেই লাইসেন্স রদ হইবে এবং যে ফী পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে তাহা বাজেয়াপ্ত হইবে। মাসিক লাইসেন্স ফী যাহা দিতে হইবে তাহা নীলামের প্রতিযোগীতার দ্বারা নিরূপিত হইবে, নীলাম বিশেষ সময়ে সর্ত্তসহ বিজ্ঞাপিত হইবে ইহার মধ্যে অত্যন্ত আবশ্যকীয় সর্ত্ত এই যে, যে বৎসরের নিমিত্ত বন্দোবস্ত হইবে সেই বৎসরের নিমিত্ত লাইসেন্স জারী

করিতে কালেক্টর সাহেব বাধ্য নহেন। যে ব্যক্তি খরিদ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাকে কত টাকা দিতে হইবে তাহার আনুমানিক টাকা স্থির করিতে পারিবেন। এই প্রথার প্রধান নিয়ম এই যে, যাহাতে গবর্ণমেণ্টের স্বার্থ রক্ষা হয়, যে তারিখ হইতে লাইসেন্স সুরু হইবে সেই মাসের ফী ব্যতীত দুই মাসের ফী অগ্রিম জমা করিতে হয় কারণ যদ্যপি দোকান বন্ধ থাকে অথবা হঠাৎ দোকানদার ইস্তফা দেয় তাহাহইলে সরকারের কোন ক্ষতি হইবে না। যে ব্যক্তি বেশী টাকা দিয়া খরিদ করিবে কালেক্টর সাহেব তাহারই সহিত যে বন্দোবস্ত করিবেন তাহা নহে, সাবেক লাইসেন্সদারের যাহাতে স্বত্ব রক্ষা হয় তাহার প্রতি মনোযোগী হইবেন ইহা দ্বারা কাল্পনিক খরিদদারগণের প্রতারণা ও যোগাযোগ নিবারিত হইবে।

২৭। লাইসেন্স কতকালের নিমিত্ত দেওয়া যাইতে পারে?

উঃ। লাইসেন্সের মিয়াদ সাধারণতঃ এক বৎসরের নিমিত্তই হইয়া থাকে কিন্তু রেভিনিউ বোর্ডের আদেশ মত তিন বৎসর মেয়াদ বন্দোবস্ত হইতে পারে। যে জেলায় ৫৲ টাকা করিয়া মদের গ্যালন তথায় তিন বৎসর মেয়াদে লাইসেন্স দেওয়া হইয়া থাকে। যদ্যপি ঐ মেয়াদ মধ্যে লাইসেন্সের ফী বাড়ান হয় তাহা হইলে লাইসেন্স-দার লাইসেন্স পরিত্যাগ করিতে পারে।

২৮। কোন মেলায় (fair) কিছুকালের জন্য মদের দোকান স্থাপিত হইতে পারে কি না?

উঃ। যে স্থানে মেলা হয় তথায় যদি মদের দোকান নিকটে না থাকে অথবা সেই দোকানের দ্বারা মেলা দর্শকগণের

অভাব মোচন না হয়, তাহাহইলে কিছুকালের জন্য তথায় মদের দোকান স্থাপিত হইতে পারে।

২৯। কলিকাতা সহরের মধ্যে যে মদের দোকান থাকে তথা হইতে এক মাইলের চতুর্থাংশ স্থান মধ্যে কোন নূতন মদের দোকান স্থাপিত হইলে যদ্যপি সাবেক দোকানদার লাইসেন্স্ ছাড়িয়া দেয় তাহাহইলে তাহার দাদনের টাকা বাজেয়াপ্ত হইতে পারে কি না ?

উঃ। না, তাহার টাকা বাজেয়াপ্ত হইতে পারে না।

৩০। কলিকাতার মধ্যে মদের দোকান স্থাপিত করিতে হইলে আনুষ্ঠানিক কি কার্য্যের আবশ্যক তাহা লেখ।

উঃ। ১৮৬৬ সালের ৪ আইনের ৩৬ ধারামতে পুলিস কমিশনার সাহেবের সাক্ষরিত চরিত্রের প্রশংসাপত্র দাখিল না করিলে মদ্য বিক্রয়ের লাইসেন্স মঞ্জুর হয় না।

৩১। জেলা ভাগলপুর, পূর্ণিয়া, দারভাঙ্গা, মোজাফরপুর, চাম্পারণ, মুঙ্গের, পাটনা, সাহাবাদ, গয়া এবং সারণ স্থান সমূহে ও ছোটনাগপুর বিভাগে পচাই, চরস, সিদ্ধি, মাজম বিক্রয়ের লাইসেন্স পাইতে হইলে, কত টাকা ফী অগ্রিম দাদন করিতে হয় এবং পূর্ণ বৎসরের নিমিত্ত কয় কিস্তিতে, কি পরিমাণে টাকা দাখিল করিতে হয় ?

উঃ। পচাই, চরস, সিদ্ধি এবং মাজম বিক্রয়ের লাইসেন্স পাইতে হইলে অগ্রিম এক মাসের ফী বন্দোবস্তের সময় দাখিল করিতে হয় এবং অবশিষ্ট ট্যাক্স কালেক্টর সাহেবের আদেশমতে মাসিক এক কিস্তীতে কিম্বা দুই কিস্তীতে দিতে হইবে, অর্থাৎ প্রত্যেক মাসের ১লা ও ১৬ই তারিখে দাখিল করিতে হইবে।

পাটনা, ভাগলপুর এবং ছোটনাগপুর বিভাগের জেলাসমূহে নীলামের কালে অগ্রিম ফী যে নিয়মে দিতে হয়, তদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত হিসাবে ফী দিতে হয় ;—

	ভাগলপুর ও পূর্ণিয়া জেলায়	দারভাঙ্গা-মজঃফরপুর এবং চাম্পারণ	মুঙ্গের, পাটনা, সাহাবাদ, গয়া ও সারণ	মন্তব্য
রাজস্ব বৎসরের প্রথম কোয়ার্টরে	১/২	১/২	১/৪	বাৎসরিক লাইসেন্স ফীর।
„ „ দ্বিতীয় „	১/৮	১/৪	১/১৬	
„ „ তৃতীয় „	১/৮	১/৮	১/১৬	
„ „ চতুর্থ „	১/৪	১/৮	১/৮	

যে এক মাসের ফী অগ্রিম প্রদান করিতে হয়, তাহা লাই-সেন্স প্রাপ্ত হইবার প্রথম কোয়ার্টরে প্রাপ্য স্বরূপ ধরিতে হইবে। জেলা হাজারিবাগ ও লোহারদাগায় পূর্ব্বলিখিত তিন প্রকার পদ্ধতির মধ্যে ডেপুটী কমিশনর সাহেব যাহা উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন তদ্রূপ নিরূপিত হইবে।

৩২। আবকাবী আইনমতে নীলাম হইবার সময় কি কার্য্য পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয় তাহা লেখ?

উঃ। লাইসেন্স সকল পৃথক পৃথক লাটে ইস্তাহারের লিখিত সংখ্যামতে নীলামের নিমিত্ত রাখা হইবে এবং যখন একটী লাট অথবা লাইসেন্স বিক্রয় হইবে; যে কর্ম্মচারী নীলাম চালা-ইতেছেন যে পর্য্যন্ত না বিক্রীত লাইসেন্সের অগ্রিম টাকা বুঝিয়া পাইবেন, সে পর্য্যন্ত অন্য লাট নীলাম করিবেন নাই; কিন্তু যদি দেয় টাকা ২৫৲ টাকার বেশী হয়, তাহা হইলে পরিচিত ও সম্ভ্রান্ত ক্রেতা হইলে টাকার পরিবর্ত্তে অঙ্গীকার পত্র লেখাইয়া লওয়া যাইতে পারে। নীলাম শেষ হইলে যদি খরিদদার না টাকা দিলে পুনর্ব্বার নীলাম করিতে হয় ও তৎপ্রযুক্ত কোন গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি হয়, তাহা হইলে খরিদদারকে ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে। খরিদের টাকা পরদিন ৪টার মধ্যে দাখিল করিতে হইবে। যাহার জন্য অঙ্গীকারপত্র লিখিত হইয়াছে, খরিদদার খরিদের টাকা না দিলে তাহার নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে হইবে। একজন খাজানার পোদ্দার নীলামের সময় উপ-স্থিত থাকিবেন ও অগ্রিম ফীর টাকা গ্রহণ করিবেন ও বেলা ২টা পর্য্যন্ত যত টাকা আদায় হইবে, তাহা খাজানাখানায় পাঠা-ইবেন।

৩৩। যদি লাইসেন্‌সদার দোকান ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাহাকে কি কি কার্য্য করিতে হইবে ?

উঃ। যদি লাইসেন্‌সদার দোকান ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে ১৫ দিন পূর্ব্বে লিখিত নোটীশ কালেক্টর সাহেবকে দিতে হইরে এবং নোটীশসহ ১৫ দিনের ফী জরিমানা স্বরূপে দাখিল করিতে হইবে। যদি কোন মাসের ১লা তারিখের পরে ঐরূপ লাইসেন্‌স ত্যাগ কবিবার নোটীশ দেওয়া হয়, তাহা হইলে সমস্ত মাসের ফী ও জরিমানা স্বরূপ ১৫ দিনের ফী ১৮৭৮ সালের ৭ আইনের ৩০ ধারামতে দাখিল করিতে হইবে।

৩৪। বিদেশ হইতে আনীত মদ্যের বিক্রেতা এদেশীয় মদ্য বিক্রয় করিতে পারে কি না ?

উঃ। না, কেবল সাজাহানপুরের, শিবপুরের ও মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্‌সীর অন্তর্গত আস্‌কা নগরের প্রস্তুতীকৃত মদ্য বিক্রয় করিতে পারে।

৩৫। দেশী মদ্য কাহাকে কহে ও কি কি উপাদানে প্রস্তুত হয় ? ভাটীর পদ্ধতি (distillery system) এবং খোলাভাটীর পদ্ধতি (out still system) মধ্যে প্রভেদ কি তাহা লেখ ?

উঃ। দেশীয় প্রথামতে যে মদ্য চোয়ান হয়, তাহাকে দেশী মদ্য (country spirit) কহে। এই মদ্য মহুয়া ফুল, ইক্ষু, খর্জ্জুর ও তাল রসের গুড়, চাউল অথবা ঐ সকল দ্রব্যের সংমিশ্রণে প্রস্তুত হইয়া থাকে; কিন্তু কোন কোন জেলায় বাথর নামক এক প্রকার দ্রব্য সংমিশ্রিত হইয়া থাকে।

কালেক্টর সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিয়া কোন ব্যক্তি সরকারী ভাটীখানায় মদ চোয়াইবার আজ্ঞা পাইতে পারে। ভাটীদারগণ

আপন খরচে সরকারী তত্ত্বাবধানে মদ্য চোয়াইতে পারে এবং ভাটীখানার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আজ্ঞাধীনে ভাটীওয়ালাগণ কার্য্য করিতে বাধ্য এবং মদ্য প্রস্তুত হইলে ছাড়পত্র (pass) ব্যতীত কোনপ্রকারে মদ্য দোকানে আনয়ন করিতে অথবা বিক্রয় করিতে পারিবে না। যত মদ্য প্রস্তুত হইবে ও যত পরিমাণে দোকানে চালান দিবে, তাহার হিসাব রাখিতে ভাটীদারগণ বাধ্য থাকিবে।

গবর্ণমেণ্টকে মাসিক নির্দ্দিষ্ট ফী দিবার করার করিয়া নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে মদ্য চোয়াইবার নিমিত্ত যে ভাটীখানা স্থাপন করিবার অনুমতি পাওয়া যায়, তাহাকে খোলাভাটী কহে। ৫ মাইলের ব্যবধানে ২টী খোলাভাটী স্থাপিত হইতে পারে না। নিয়মিত রূপে মাসিক ফী দাখিল না করিলে লাইসেন্স বাতিল হইতে পারে। আবকারী কার্য্যকারকগণ তত্ত্বাবধান করিবেন।

৩৬। কোন্ কোন্ জেলার অসভ্যবাসীগণ (aborigines) নিজের ব্যবহারের নিমিত্ত ঘরে পচাই প্রস্তুত করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছে ?

উঃ। নিম্নলিখিত জেলার অসভ্য নিবাসীগণ আপনাপন বাটীতে নিজ নিজ ব্যবহারের নিমিত্ত পচাই প্রস্তুত করিতে পারে ঃ—বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর, মুরশিদাবাদ, দারজিলিং, জলপাইগুড়ি, ভাগলপুর, সাঁওতাল পরগণা, লোহার-দাগা, সিংহভূম এবং মানভূম।

৩৭। গাঁজা পদার্থটী কি ? উহা কয় প্রকার ?

উঃ। গাঁজা স্ত্রী গাজা গাছের শুষ্ক পুষ্প প্রধানতঃ ধূমপানার্থে ব্যবহৃত হয়। গাঁজা তিনপ্রকার চেপ্টা (flat), গোল (round) এবং চুর।

৩৮। মাজন ও চরস কাহাকে কহে? এবং উহা কি কি উপাদানে প্রস্তুত হয়?

উঃ। গাঁজা কিম্বা সিদ্ধি চিনি ও দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া যে মিষ্টদ্রব্য (confection) প্রস্তুত হয়, তাহাকে মাজন কহে।

গাঁজার পত্রের কিম্বা পুষ্পের আটাকে (resin) চরস কহে। ইহা ধূমপানার্থে ব্যবহৃত হয়।

৩৯। কোন্ জেলায় গাজার উপর কি হিসাবে ডিউটী আদায় হইয়া থাকে?

উঃ। উড়িষ্যা বিভাগ ব্যতিত সকল জেলায় নিম্নলিখিত হারে বিভিন্ন প্রকার গাঁজার উপর ডিউটী আদায় হইয়া থাকেঃ—

চেপ্‌টা গাঁজা	৫ টাকা	সের	প্রতি	ডিউটী
গোল গাঁজা	৬।০	"	"	"
চুর "	৭৲	"	"	"

উড়িষ্যা বিভাগে গাঁজার ডিউটী প্রতি সের ২॥০ টাকা (গুজরাটী গাঁজার উপর); চেপ্‌টা গাঁজার সের প্রতি ৩॥০; গোল গাঁজার ৫৲ টাকা; চুর গাঁজার ৫॥০ টাকা, ডিউটী আদায় হইয়া থাকে।

৪০। খোলাভাটীর মালিক ধারে মদ্য বিক্রয় করিতে পারে কি না?

উঃ। না। কারণ বোর্ডের আদেশ আছে যে খোলাভাটীর মালিক ধারে মদ্য বিক্রয় করিলে তাহা আইন বিরুদ্ধ হইবে।

ইষ্ট্যাম্প ও কোর্টফীজ আইন।

১৮৭৯।১ ও ১৮৭০।৭ আইন।

১। কোন্ কোন্ পরওয়ানা বিনা খরচায় জারী হইতে পারে?

উঃ। যখন ফৌজদারী মোকদ্দমাঘটিত কোন কার্য্যে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির হাজীর হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক হয় ও যে মোকদ্দমা রাজীনামা হইতে পারে না ও যে মোকদ্দমা পুলিশ চালান দেয় তৎ মোকদ্দমা সংক্রান্ত সমস্ত পরওয়ানা বিনা খরচায় জারী হইবে।

২। ফৌজদারী আদালত কখন্ এবং কি অবস্থায় ফরিয়াদীর প্রদত্ত রসুম প্রত্যর্পণ করাইতে আসামীর প্রতি আজ্ঞা করিতে পারেন এবং কি রূপেই বা সেই আজ্ঞা বলবৎ হইবে?

উঃ। যে অপরাধ হইলে পুলিশের কর্ম্মচারী পরওয়ানা ভিন্ন ধৃত করিতে পারে, কোন প্রার্থনা পত্র কি দরখাস্ত তদ্ভিন্ন কোন অপরাধের অভিযোগ কি নালিশ লিখিত হইয়া ফৌজদারী আদালতে অর্পণ করা গেলে ঐ আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় করিয়া যে খণ্ড নিরূপণ করেন তদ্ভিন্ন ঐ প্রার্থনা-পত্রে কি দরখাস্তে যত রসুম লাখিয়াছে অপরাধীকে তাহাও দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ও তাহা অর্থদণ্ডের ন্যায় আদায় হইবে। (৩১ ধারা)

৩। হরিমতী নাম্নি এক বিধবা তাহার দেবরের নামে মাসিক ৩০৲ টাকার হিসাবে খোর পোষের দাবীর জন্য নালিশ করে এই মোকদ্দমায় কত কোর্টফীজ দিতে হইবেক ?

উঃ। ২১০ টাকার কোর্টফীজ লাগিবেক কারণ ভরণ পোষণের ও বার্ষিক বৃত্তির ও অন্য যে টাকা সময়ান্তরে দেওয়া যায় তন্নিমিত্ত মোকদ্দমায় বিবাদীয় বিষয়ের মূল্যানুসারে এক বৎসরের নিমিত্ত যত টাকা দাওয়া হয় ঐ মূল্য তাহার দশগুণ ধরিতে হইবে। (৭ ধারার ২ ক্লজ)

৪। কোন রেজিষ্ট্রার দলীল রেজিষ্টরী করিতে অস্বীকৃত হইলে ঐ দলীল রেজিষ্টরী করাইবার নিমিত্ত ডিক্রী পাইবার মোকদ্দমার আরজীতে কত কোর্টফীজ লাগে ?

উঃ। ১০৲ টাকার কোর্টফী লাগিবেক। (ইঃ লঃ রিঃ কলিকাতা ভলিউম ৮ পৃষ্ঠা ৫১৫)

৫। নির্দ্দেশসূচক ডিক্রীজাত কোন মোকদ্দমায় যখন কোন উপকার প্রার্থনা না হয় তখন আরজীতে কত কোর্টফীজ লাগে ?

উঃ। ১০ টাকা।

৬। "ক" কোন সম্পত্তির বাবৎ যাহার মূল্য ৫০০০ টাকা ও সেই সম্পত্তির ওয়াশীলাৎ বাবৎ যাহার ২৫০০ টাকা এবং ঐ সম্পত্তিস্থিত শাল বৃক্ষ কাটিবার বাবৎ ৫০০ টাকার দাবীতে নালিশ করে ঐ আরজীতে কত টাকার কোর্টফীজ লাগিবেক ?

উঃ। ৩৯৫ টাকার কোর্টফীজ লাগিবেক কারণ একি মোকদ্দমায় ভিন্ন ভিন্ন বিষয় ঘটিত হইলে তাহার সমষ্টির উপর ফি লাগিবেক।

৭। নিম্নলিখিত মোকদ্দমায় কি হিসাবে কোর্টফীজ গননা হইয়া থাকে ?

(ক) বন্ধকী সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের নালিশ।

(খ) ভূমির ক্রোক অন্যথা করণের মোকদ্দমায়।

(গ) স্ত্রী পাইবার মোকদ্দমায়।

উঃ। যত টাকায় বন্ধক দেওয়া যায় তদনুসারে, যত টাকায় ভূমি ক্রোক হয় তদনুসারে কি সেই টাকা ভূমির মূল্যের অধিক হইলে সেই ভূমি পাইবার মোকদ্দমায় ন্যায় রসুম ধরিতে হইবে।

স্ত্রী পাইবার মোকদ্দমায় ৫ টাকা কোর্টফীজ লাগে।

৮। আরজীতে কি আপীলের মর্ম্মাত্মক পত্রে উর্দ্ধসংখ্যা কত টাকার কোর্টফীজ লওয়া যাইতে পারে ?

উঃ। ৩০০ টাকার বেশী কোর্টফীজ লওয়া যাইতে পারেনা।

৯। বণ্টন পত্র কাহাকে কহে ?

উঃ। যে নিদর্শন পত্রক্রমে সম্পত্তির সহ স্বামীরা আপনাদের মধ্যে সেই সম্পত্তি বিভাগ করেন কিম্বা করিতে সম্মত হন তাহাকে বণ্টন পত্র কহে। রাজস্ব সম্পর্কীয় কর্ত্তৃপক্ষের বণ্টন করিবার চূড়ান্ত আদেশও এই শব্দে বাচ্য।

১০। ইষ্ট্যাম্প আইনানুসারে পাট্টা শব্দের অর্থ কি ?

উঃ। জমীদার ও প্রজার মধ্যে যে লিপির দ্বারা জমীর আবাদ ও অধিকারে রাখিবার নিয়ম করা যায় ও খাজনা দেওয়া নিয়ম থাকে তাহাকে পাট্টা কহে।

১১। ক খর নামে একখানি দলীল সম্পাদন করেন, তাহাতে ১০০ বিঘা ভূমি ২০০০ টাকায় বিক্রয় করেন আর ৫০ বিঘা ভূমি পাঁচ বৎসরের জন্য ১০০৲ টাকার বার্ষিক খাজনায়

পাট্টা করিয়াছেন এবং ৫০ টাকার মূল্যের একখানি বাটী দান করেন ঐ নিদর্শন পত্রে কি নিয়মে ইষ্টাম্প দেওয়া যাইবে?

উঃ। যে দলীল খানি মুখ্য তাহার উপর নিয়মিত ইষ্টাম্প দিতে হইবে আর বাকী দস্তাবেজগুলির উপর ১ টাকা মাশুল দিতে হইবে (৬ ধারা)

১২। জমীদার ও প্রজার মধ্যে এমন কি দস্তাবেজ আছে যাহাতে ইষ্ট্যাম্প লাগে না?

উঃ। যে পাট্টা জমীদার ১ বৎসরের মিয়াদে কোন প্রজাকে দেন ও যাহার খাজনা ১০০ শত টাকার বেশী না হয় ও সেই পাট্টার কবুলতি ও জমীদার খাজনা পাইয়া প্রজাকে যে দাখিলা দেন তাহাতে ইষ্টাম্প লাগে না।

১৩। কখন কোন একখানি ইষ্টাম্প কাগজকে নষ্টীকৃত ও ব্যবহারের অযোগ্য (spoiled on misused) কহে? ঐরূপ ইষ্ট্যাম্পের মূল্য ফেরত দিবার কি নিয়ম আছে?

উঃ। ইষ্ট্যাম্প কাগজে নিদশন পত্র লেখা গেলে পর ও তাহাতে কোন পক্ষের সম্পাদন করিবার পূর্ব্বে সেই পত্রের ইষ্ট্যাম্প অমনোযোগে কি অনিচ্ছাতে নষ্ট হইলে কি তাহার অক্ষরাদী উঠিয়া গেলে কিম্বা কোন প্রকারের কল্পিত কার্য্যের জন্য অনুপযুক্ত করা গেলে তাহাকে নষ্টীকৃত ইষ্ট্যাম্প কহে।

যদি ৬ মাসের মধ্যে কালেক্টর সাহেবের নিকট মূল্য ফেরত পাইবার আবেদন করা হয় এবং যদি কালেক্টর সাহেবের হৃদ্বোধ হয় যে সরলভাবে উপযুক্ত মূল্য দিয়া ঐ ইষ্টাম্প কাগজ খরিদ করা হইয়াছে তাহা হইলে প্রতি টাকায় এক আনা বাদ দিয়া মূল্য ফেরত দিবার আদেশ করিবেন। (৫৪ ধারা)

১৪। কোন নিদর্শন পত্র উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিত না হইলে কি গতিকে উহা প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে ?

উঃ। উক্ত মাস্থল পূরণার্থ বাকী টাকা ও তৎসহিত ৫ টাকা অর্থদণ্ড দিলে অথবা উপযুক্ত মাস্থলের কি তাহার বাকী অংশের দশগুণ ৫ টাকার অধিক হইলে ও সেই টাকা দেওয়া গেলে প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে। (৩৩ ধারার ১ম ক্লস)

১৫। কোন ইষ্ট্যাম্পের বাবৎ মাস্থল ও জরিমানা দিলে কি অর্থদণ্ড হইতে মুক্ত হয় ?

উঃ। হাঁ, কিন্তু যদি এরূপ প্রমাণ হয় যে ইচ্ছাপূর্ব্বক ইষ্ট্যাম্পের মাস্থল এড়াইবার অভিপ্রায়ে উপযুক্ত মাস্থল দেয় নাই তাহা হইলে ফৌজদারী অভিযোগ হইতে অব্যাহতি পাইবে না। (৪০ ধারা)

১৬। কোন সাক্ষীকে দলীল দাখিল করিবার নিমিত্ত সমন দেওয়া গেলে ও সে ঐ দলীল দাখিল করিলে ঐ দলীল ওয়াপোষের দরখাস্তে কত কোর্টফীজ দিতে হয় ?

উঃ। কোন কোর্টফী দিতে হয় না। (১৫ উঃ রিঃ ২৩৭)

১৭। উইলের প্রবেটের উপর কি হিসাবে কোর্টফীজ ধরা যায় ?

উঃ। শতকরা ২ টাকার হিসাবে।

১৮। পাপর স্বরূপে মোকদ্দমা করিবার জন্য জেলার আদালতে ও হাইকোর্টে অনুমতি পাইবার ও আপীল করিবার দরখাস্তে কত কোর্টফীজ লাগে ?

উঃ। অনুমতি পাইবার দরখাস্তে ॥০ আনা।

জেলার আদালতে ১ টাকা।

হাইকোর্টে ২ টাকা।

১৯। দলীল ওয়াপশের দরখাস্তে কত কোর্টফি লাগে ?

উঃ। সাদা কাগজে দরখাস্ত করিতে হয়।

২০। ওকালৎনামায় ও মোক্তারনামায় কমিসনরের নিকটে ও রেভিনিউ বোর্ডে কত কোর্টফি লাগে ?

উঃ। কমিসনারের নিকটে ১৲ টাকা ও বোর্ডে ২৲টাকা।

২১। তাগাবী পাইবার দরখাস্তে কত রসুম লাগে ?

উঃ। কোন ফী দিতে হয় না।

২২। নকল পাইবার দরখাস্তে কত রসুম দিতে হয় ?

উঃ। ৴০ আনা লাগে।

২৩। প্রজার দখলী সত্ব পাইবার মোকদ্দমার আরজীতে কত ফী লাগে ?

উঃ। আরজীতে ৷৷০ কোর্টফী দিতে হয়।

২৪। কোন এক দস্তাবেজ যদি উপযুক্ত ষ্ট্যাম্পে লিখিত না হয়, তবে দেওয়ানী আদালতের মোকদ্দমায় ও ফৌজদারী মোকদ্দমার কালে ঐ দস্তাবেজের কি ফল হইতে পারে ?

উঃ। দেওয়ানী মোকদ্দমায় যে সকল দস্তাবেজ এক আনা মাসুল যোগ্য নহে, সেই সকল দস্তাবেজ ভিন্ন অন্য দস্তাবেজের সমস্ত মাসুল ও জরিমানা দিলে প্রমাণ স্বরূপ লওয়া যাইতে পারে।

ফৌজদারী মোকদ্দমায় সরাসরি দখলের মোকদ্দমায় possession suit ও খোরপোষের মোকদ্দমায় maintenance ভিন্ন অন্য মোকদ্দমায় প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহৃত হইবে। (৩৪ ধারা)

২৫। অপ্রচুর ষ্ট্যাম্পে লিখিত এবং ষ্ট্যাম্প না থাকা কাগজ লিখিত দস্তাবেজের মধ্যে প্রভেদ কি ?

উঃ। কিছুই প্রভেদ নাই, মাস্থল ও জরিমানা দিলে উভয় প্রকার দস্তাবেজই প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইবে। (৩৪ ধারা)

২৬। এক ব্যাপার সমাপন জন্য দুই দলীল অর্থাৎ বন্ধকী খত ও পাট্টা লিখিত হইলে প্রত্যেক দলিলে কত ষ্ট্যাম্প দিতে হইবেক।

উঃ। যেটী প্রধান সেইটীতে পূরা মূল্য দিতে হইবেক; যেটী গৌণ তাহাতে ১৲ টাকা মাস্থল দিতে হইবেক। (৬ধারা)

২৭। ষ্ট্যাম্প আইনের কি দোষে এক জন মোক্তারের মোক্তারত্ব রহিত হইতে পারে?

উঃ। যদি গবর্ণমেণ্টকে বঞ্চিত করিবার নিমিত্ত কোন দস্তাবেজে উপযুক্ত মাস্থল না দিয়া লেখা যায় ও তন্নিমিত্ত তাহার ফৌজদারী অপরাধ নির্ণয় হইলে মোক্তারের সার্টিফিকেট রহিত হইবে।

২৮। আমমোক্তারনামায় কত ষ্ট্যাম্প লাগে?

উঃ। পাঁচের অনধিক ব্যক্তির প্রতি একাধিক ব্যাপারে কি সাধারণ মতে একত্রে কি স্বতন্ত্রে কার্য্য করিবার ক্ষমতা দান হইলে পাঁচ টাকা।

পাঁচের অধিক ও দশের অনধিক না হইলে ১০ টাকা স্থলান্তরে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি ১ টাকা।

২৯। নিম্নলিখিত স্থলে কাহাকে ষ্ট্যাম্পের মূল্য দিতে হয়।

(১) অঙ্গীকার পত্র bond.

(২) সমর্পণ পত্র conveyance.

(৩) ভোগানুমতি পত্রের অনুমতি (counterpart of a lease).

(৪) বিনিময় পত্র instrument of exchange.

উঃ। প্রকারান্তরের কোন নিয়ম না থাকিলে

(১) যিনি সম্পাদন করেন (২) গ্রহীতা (৩) প্রদাতা।

(৪) পক্ষেরা সমাংশে দিবেন (২৯ ধারা)

৩০। গবর্ণমেণ্টের নিকট ইজারার কবুলতিতে কত ষ্ট্যাম্প লাগে?

উঃ। ১ টাকা।

৩১। সরকার বাহাদুরের ভাণ্ডারে কত প্রকার ইষ্ট্যাম্প সাধারণকে বিক্রয় করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত আছে তাহা ব্যাখ্যা কর?

উঃ। নিম্নলিখিত প্রকারের ইষ্ট্যাম্প সাধারণকে বিক্রয় করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত আছেঃ—(১) নন্‌জুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্প (Non-Judicial Stamp) অর্থাৎ ১৮৭৯ সালের ১ আইন মতে কোন দস্তাবেজের মাসুলের স্বরূপ যে ষ্ট্যাম্প ব্যবহৃত হয়।

(২) জুডিসিয়াল অর্থাৎ কোর্টফীজ ইষ্ট্যাম্প।

(৩) পোষ্টেজ ইষ্টাম্প (সাধারণ ও সরকারী)।

(৪) টেলিগ্র্যাফ্ ইষ্ট্যাম্প।

৩২। গবর্ণর জেনারল ইন্‌কাউনিসিল হইতে ১৮৭৯ সালের ১ আইনের ৯ ধারামতে প্রত্যেক প্রকার ইষ্ট্যাম্প কি কি দলীলে ব্যবহার করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে যে বিধি হইয়াছে তাহার স্থূল-মর্ম্ম বর্ণন কর।

উঃ। ১৮৭৯ সালের ১ আইন মতে দুই প্রকার ইষ্ট্যাম্প ব্যবহৃত হইয়া থাকে অর্থাৎ ছাপান ইষ্ট্যাম্প (Impressed Stamps) উহার মধ্যে ছাপান তা (Impressed sheets) ও

ছাপান লেবেল্ (Impressed label) গণ্য করিতে হইবে। আটাল ইষ্ট্যাম্প (adherive Stamps)।

যে সকল নিদর্শন পত্রে মাস্থল লাগিবে হুণ্ডি ব্যতীত এমত সকল নিদর্শন পত্রে এবং ইষ্ট্যাম্প আইনের ১০ ধারার উল্লিখিত নিদর্শন পত্র ব্যতীত সকল প্রকার নিদর্শন পত্র ছাপান তায় (Impressed Sheets) লিখিত হইবে। যে নিদর্শন পত্রে লিখিতে হইবে তাহাতে যদি ১০০ শত টাকার বেশী মাস্থল না লাগে তাহা হইলে একখানি কাগজে লিখিতে হইবে; কিন্তু যদি ট্রেজরি আফিসর অথবা ইষ্ট্যাম্প বিক্রেতা (Vendor) এরূপ সার্টিফিকেট্ দেন যে একখানি কাগজ ১০০ শত টাকার মূল্যের নাই তাহা হইলে ঐ মূল্যের পূরণ করিবার কারণ ২।৩ খানি ইষ্ট্যাম্প কাগজে দস্তাবেজ লেখা যাইতে পারিবে।

১৮৭৯ সালের ১ আইনের ১০ ধারা মতে যে সকল হুণ্ডির আটাল ইষ্ট্যাম্পের দ্বারা মাস্থল দেওয়া হয় তদ্ব্যতিত সকল হুণ্ডি নিম্নলিখিত ছাপান ইষ্টাম্প কাগজে (Impressed Stamp Sheets) লিখিতে হইবে ঃ—

(১) টাকা চাহিবা মাত্র যে হুণ্ডি পরিশোধনীয় নহে এবং যাহা হুণ্ডি লিখিবার তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে পরিশোধনীয় ও যাহা ৩০,০০০ টাকার বেশী নহে তাহা হুণ্ডি কথা লিখিত ইষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিতে হইবে।

(২) যে সকল হুণ্ডি ৩০,০০০ টাকার বেশী ও হুণ্ডির তারিখ হইতে এক বৎসরের পরে পরিশোধনীয় তাহা ইষ্ট্যাম্প লেবেলে লিখিতে হইবে।

(৩) যে সকল প্রমিসরি নোটে ।৵০, ।।৵০ কিম্বা ৸০ আনা

মাসুল লাগে ও যাহা ব্রিটনীর ভারতবর্ষে সম্পাদিত হইয়াছে তাহা হুণ্ডি কথা লিখিত ইষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিতে হইবে।

ছাপান লেবেল্ সকল নিম্নলিখিত নিদর্শন পত্রের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয় ঃ—

(১) ধনাধ্যক্ষতার অঙ্গিকার পত্র (Adminstration bonds)।

(২) আফিডেবিট্।

(৩) ক্ষমতা পত্র লিখিয়া যে নিয়োগ করা হয়। (appointments made in exeution of a power)।

(৪) কোন কোম্পানীর সমিতির আরটিকেল।

(৫) আরটিকেণ্ড ক্লার্ক হইবার দলীল।

(৬) বিল্ অফ্ লেডিং।

(৭) চাটারপ্রাপ্ত পক্ষগণের।

(৮) ন্যাসের স্বীকার পত্র (Declarations of trust)

(৯) কোন স্বত্বসূচক দস্তাবেজ, মূল্যবান নিদর্শন পত্র কিম্বা কোন অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া দেনা শোধ করিবার যে একরার নামা লেখা হয় তাহা ইত্যাদী দস্তাবেজ সকল।

নিম্নলিখিত দস্তাবেজ সকলে আটাল ইষ্ট্যাম্প ব্যবহৃত হয়।—

(১) বিল অফ্ একস্চেঞ্জ, চেক্ এবং প্রমিসরি নোট যাহা ব্রিটিশ ভারতবর্ষের বাহিরে সম্পাদিত হইয়াছে ও যাহাতে এক আনার মাসুল লাগে, তাহা Foreign Bill লিখিত আটাল ইষ্ট্যাম্প দ্বারা ষ্ট্যাম্পযুক্ত করা যাইবে।

(২) সাধারণ কোম্পানী কি সমাজের শ্যারের পৃষ্ঠলিপির দ্বারা যে হস্তান্তর হইয়া থাকে তাহাতে শ্যার হস্তান্তর

(Share transfer) লিখিত আটাল ইষ্ট্যাম্প দ্বারা ষ্ট্যাম্প করা হইবে।

(৩) কোন হাইকোর্টের তালিকায় উকীল আটভোকেট্ বা আটর্ণির নাম লিখনের জন্য Vakeel advocate or attorney লিখিত আটাল ইষ্ট্যাম্পের দ্বারা ষ্ট্যাম্প করা হইবে।

(৪) নোটরী সম্পর্কীয় কার্য্যে Notarial লিখিত আটাল ইষ্ট্যাম্পে ষ্ট্যাম্প করা হইবে।

৩৩। ইষ্ট্যাম্প আইনমতে অপরাধ প্রমাণ করিবার নিমিত্ত কোন ব্যক্তি সরকারের পক্ষে সহায়তা করিলে তাহাকে মাজিষ্ট্রেট সাহেব কত টাকা পারিতোষিক প্রদান করিতে পারেন ?

উঃ। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের আদেশমতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব অপরাধের অর্থদণ্ড হইতে ৫০৲ টাকা গোয়েন্দাকে পারিতোষিক প্রদান করিতে পারেন।

৩৪। ইষ্ট্যাম্প বিক্রেতাগণ বিভিন্ন প্রকার ইষ্ট্যাম্পের নিমিত্ত বিভিন্ন জেলায় কি হিসাবে কমিশন পাইয়া থাকেন তাহা লেখ ?

উঃ। কলিকাতা, হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪ পরগণা, হুগলী জেলা সদরে ইষ্ট্যাম্প বিক্রেতাগণ ৷৷৹ আনা মূল্যের আটাল ইষ্ট্যাম্পের উপর টাকায় দুই পয়সা হিসাবে, ৷৷৹ আনা মূল্যের উপর ৫৲ টাকা পর্য্যন্ত এক পয়সা হিসাবে এবং ৫৲ টাকা হইতে ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত একপয়সা হিসাবে কমিশন পাইয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন অন্য জেলাসমূহে ৷৷৹ আনা মূল্যের আটাল ইষ্ট্যাম্পের উপর টাকায় তিনপয়সা হিসাবে, ৷৷৹ আনা মূল্যের উপর ৫৲ টাকা পর্য্যন্ত দুই পয়সা হিসাবে ও ৫৲ টাকা হইতে ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত টাকায় এক পয়সা হিসাবে কমিশন পাইয়া থাকেন আর ছাপান

ইষ্ট্যাম্প কাগজে সর্ব্বত্র টাকায় দুইপয়সা হিসাবে ইষ্ট্যাম্প বিক্রেতাগণ কমিশন পাইয়া থাকেন।

৩৫। কত টাকার ষ্ট্যাম্প কাগজে গবর্ণমেণ্ট কমিশন প্রদান করিয়া থাকেন ও ন্যূন কত টাকার ষ্ট্যাম্প কাগজ খরিদ না করিলে গবর্ণমেণ্ট কমিশন প্রদান করেন না?

উঃ। ৫০৲ টাকার বেশী মূল্যের কাগজ খরিদ করিলে গবর্ণমেণ্ট কমিশন প্রদান করেন না এবং অন্ততঃ এককালে ২৫৲ টাকার ইষ্ট্যাম্প কাগজ খরিদ না করিলে গবর্ণমেণ্ট কমিশন দেন নাই।

৩৬। যদি কোন ইষ্ট্যাম্প বিক্রেতা বিক্রয়ের কার্য্য ত্যাগ করেন এবং তাহার নিকট ইষ্ট্যাম্প কাগজ মজুদ থাকে, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট তাহা ফেরত লইয়া মূল্য দিতে বাধ্য কি না?

উঃ। হাঁ, গবর্ণমেণ্ট কমিশন বাদ দিয়া ইষ্ট্যাম্পের মূল্য পুনঃ প্রদান করিতে পারেন।

৩৭। ইষ্ট্যাম্প বিক্রেতাগণ কি হিসাবে কোর্টফীজের কমিশন পাইয়া থাকেন?

উঃ। সর্ব্বত্রই ইষ্ট্যাম্প বিক্রেতাগণ ১৲ টাকা অথবা তাহার কম মূল্যের কোর্টফীজ ইষ্ট্যাম্পের উপর টাকা প্রতি তিন পয়সা হিসাবে ও তাহার বেশী মূল্যের কোর্টফীর উপর টাকা প্রতি দেড় পয়সা হিসাবে কমিশন পাইয়া থাকেন।

৩৮। ইষ্ট্যাম্প বিক্রেতাগণ কত টাকা মূল্যের পর্য্যন্ত কোর্টফীজ বিক্রয় করিতে পারেন?

উঃ। ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

৩৯। কত টাকার সাদা কাগজ খরিদ করিলে গবর্ণমেণ্টের

নিকট হইতে কমিশন পাওয়া যায় ? এবং গবর্ণমেণ্ট কি হিসাবে কমিশন দিয়া থাকেন ? এবং নকলের কাগজে কি হিসাবে কমিশন দেওয়া হয় ?

উঃ। ২৲ টাকার সাদা কাগজ খরিদ করিলে টাকা প্রতি এক আনা হিসাবে কমিশন পাওয়া যায়। নকলের কাগজে টাকা প্রতি এক পয়সা হিসাবে কমিশন পাওয়া যায়।

৪০। পোষ্ট মাষ্টারগণ পোষ্ট আপীশে যে টিকিট বিক্রয় করেন, তাঁহারা কি হিসাবে কমিশন পাইয়া থাকেন ?

উঃ। টাকায় এক পয়সা কমিশন পাইয়া থাকেন।

৪১। কোন ব্যক্তি অস্ত্র আইন মোতাবেক বন্দুকের লাইসেন্স প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত ইষ্ট্যাম্প কাগজে দরখাস্ত করে, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহার দরখাস্ত নামঞ্জুর করেন, এস্থলে ঐ ব্যক্তি ইষ্ট্যাম্পের মূল্য ফেরত পাইতে পারে কিনা ?

উঃ। হাঁ, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের অর্ডার নং ১০৮৪ তাং ১০ই জুন ১৮৭৯ অনুসারে উক্ত দরখাস্তের ইষ্ট্যাম্পের মূল্য ফেরত হইতে পারে।

৪২। কোন ব্যক্তি ২৫৲ টাকা মূল্যের একখানি ইষ্ট্যাম্প খরিদ করে, কিন্তু ঐ ইষ্ট্যাম্প তাহার কার্য্যে না লাগায়, তিনি এক বৎসরের মধ্যে ইষ্ট্যাম্পের মূল্য পুনঃ প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবের নিকট দরখাস্ত করেন, কালেক্টর সাহেব মূল্য ফেরত দিবার আজ্ঞা করেন, এস্থলে কালেক্টর সাহেবের আজ্ঞায় কি বে-আইনী আছে তাহা দেখাইয়া দাও ?

উঃ। ১৮৮৮ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখের ৭৫৬নং অর্ডার অনুসারে গবর্ণমেণ্ট এক বৎসরের মধ্যে ইষ্ট্যাম্পের মূল্য

ফেরত দিবার ক্ষমতা কেবল রেভিনিউ বোর্ড ও কমিশনার সাহেবের প্রতি প্রদান করিয়াছেন, কালেক্টর সাহেবের প্রতি উক্ত ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই, কালেক্টর সাহেবের নিকট ৬ মাসের মধ্যে দরখাস্ত করিলে তিনি মূল্য ফেরত দিবার আজ্ঞা করিতে পারেন, কিন্তু ৬ মাসের বেশী হইয়া গেলে মূল্য ফেরত দিবার আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই।

৪৩। কোন ব্যক্তি দেওয়ানী আদালতে একখানি আরজী দাখিল করে, কিন্তু আদালত পারিভাষিক (Tachnical) ভ্রমের নিমিত্ত প্রতিবাদীকে সমন না করিয়া আরজী নামঞ্জুর করেন, এস্থলে উক্ত আরজীর কোর্টফীজের মূল্য ফেরত হইতে পারে কিনা ?

উঃ। হাঁ, ১৮৮৯ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখের ৪৬৫০নং ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের সারকিউলার মোতাবেক দেওয়ানী আদালতের সার্টিফিকেট লইয়া কালেক্টর সাহেবের নিকট আবেদন করিলে কোর্টফীজের মূল্য ফেরত হইতে পারে।

৪৪। ৫০৲ টাকা মূল্যের একখানি ইষ্ট্যাম্প কাগজের মূল্য ফেরত পাইবার একখানি দরখাস্ত লেখ ?

উঃ। (১) দরখাস্তকারীর নাম ··· শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(২) ইষ্টাম্পের বর্ণনা ··· ছাপান ইষ্ট্যাম্প।

(৩) মূল্য ··· ৫০৲ টাকা।

(৪) খরিদের তারিখ ··· ২০শে জানুয়ারি ১৮৯৪।

(৫) যে তারিখে ইষ্ট্যাম্প নষ্ট বা অকর্ম্মণ্য হইয়াছে ··· ৩০শে জানুয়ারি ১৮৯৪।

(৬) যে প্রকারে ইষ্ট্যাম্প নষ্ট অথবা অকর্ম্মণ্য হইয়াছে।	...	কালি পড়িয়া যাওয়ায় ইষ্ট্যাম্প অকর্ম্মণ্য হইয়াছে।
(৭) মূল্য ফেরত পাইবাবার দরখাস্ত না ইষ্ট্যাম্পের পরিবর্ত্তে নূতন ইষ্ট্যাম্প পাইবার দরখাস্ত	...	মূল্য ফেরত পাইবার দরখাস্ত।
(৮) দরখাস্তকারির স্বাক্ষর	...	শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
(৯) দরখাস্তের তারিখ	...	১০ই ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪।

৪৫। কোন ব্যক্তির প্রতি দশজন হিস্যাদার কোন একটী এজমালী সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত আমমোক্তার নামা প্রদান করে, উক্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করিবার ক্ষমতাপত্রে ভিন্ন ভিন্ন ইষ্ট্যাম্প কাগজ আবশ্যক না একই আমমোক্তারনামার ইষ্ট্যাম্প কাগজে চলিতে পারে ?

উঃ। প্রত্যেক স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তির স্বার্থের তত্ত্বাবধান করিবার নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন ইষ্ট্যাম্প কাগজ আবশ্যক এক আমমোক্তার নামার ইষ্ট্যাম্প কাগজ চলিতে পারে না। (বোর্ডের সারকিউলার অর্ডার ৮নং ১৮৮৫ সালের)

৪৬। দেওয়ানী, ফৌজদারী ও রেভিনিউ আদালতে কয় প্রকার নকল জারির নিয়ম আছে ? প্রত্যেক নকলের কাগজের মূল্য কত ? এবং প্রত্যেক কাগজে কতগুলি করিয়া কথা থাকা চাই ?

উঃ। দেওয়ানী, ফৌজদারী ও রেভিনিউ আদালত হইতে দুই প্রকার নকল জারী হইয়া থাকে অর্থাৎ সংশিত প্রতিলিপি

(certified copy) এবং অসংশিত প্রতিলিপি (uncertified copy) প্রত্যেক নকলের কাগজের মূল্য ৵০ আনা এবং প্রত্যেক কাগজে ১৫০ ইংরাজী কথা ও দেশী কথা হইলে ৩০০ শত থাকা চাই। চারিটী অঙ্ক মিলিত হইয়া একটী কথার সমান হয়।

৪৭। নকল পাইবার দরখাস্তের তারিখ হইতে সাধারণ নকল সকল কয় দিনের মধ্যে পাওয়া উচিত?

উঃ। দরখাস্তের তারিখ হইতে ৫ দিনের বেলা ১টার পর নকল পাওয়া আবশ্যক?

৪৮। একদিনের মধ্যে নকল পাইতে হইলে কি কার্য্য করা আবশ্যক এবং কি হিসাবেই বা নকলের খরচা পড়ে?

উঃ। একদিনের মধ্যে নকল পাইতে হইলে নকলের দরখাস্তে ১৵০ টিকিট ও সার্চ্চিং ফী আবশ্যক হইলে ।০ আনা অতিরিক্ত টিকিট দরখাস্তে সাটিয়া দিতে হয়। দরখাস্তের সঙ্গে নকলনবীশগণের রিপোর্ট মতে আবশ্যকীয় নকলের কাগজ (folio) দিতে হয়। তৎপর নকল প্রস্তুত হইলে যদি সংশিত প্রতিলিপির দরখাস্ত হইয়া থাকে তাহা হইলে প্রত্যেক চারিখানি কাগজের উপর ১৲ টাকার টিকিট্ ও চারি খান কাগজের বেশী যতগুলি কাগজ হইবে প্রত্যেক কাগজ প্রতি অতিরিক্ত ।০ আনার টিকেট দরখাস্তের উপর সাঁটিয়া দিতে হয়।

৪৯। রসুম বিষয়ক আইনের ২০ ধারার ১ম প্রকরণ (clause) মতে হাইকোর্টের আপিলেট্ জুরিস্‌ডিকসনে এবং হাইকোর্টের অধীন দেওয়ানী ফৌজদারী ও রেভিনিউ আদালত সমূহে পরওয়ানা প্রভৃতি জারী সম্বন্ধে যে ফীজের তালিকা প্রচারিত হইয়াছে তাহা লেখ।

উঃ। ফীজের তালিকা—(প্রথম অধ্যায়)।

হাইকোর্টের আপিলেট্ জুরিস্ডিক্সনে—

(১) প্রতিবাদীগণের প্রতি সমনের, আপীলের নোটীশ কিম্বা রেস্পণ্ডেণ্টের প্রতি অন্য নোটীশের প্রতিবাদী ও রেস্পণ্ডেণ্টের সংখ্যা চারিজনের বেশী না হইলে একফী ৩৲ টাকা।

যখন প্রতিবাদী ও রেস্পণ্ডেণ্টের সংখ্যা চারিজনের বেশী হয় প্রথম চারিজনের যে ফী পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তদ্ব্যতিত প্রত্যেক অতিরিক্ত ব্যক্তির প্রতি ৷৷৹ আনা হিসাবে অতিরিক্ত ফী প্রদান করিতে হয়।

(২) চারিজন সাক্ষীর সমন একফীজ হইতে পারে তাহার খরচা ৩৲ টাকা; কিন্তু চারিজনের বেশী সাক্ষীকে সমন করিতে হইলে প্রত্যেক সাক্ষীর প্রতি অতিরিক্ত ৷৷৹ আনা হিসাবে খরচা দিতে হয়।

(৩) সরজমীন তদারক, প্রমাণ গ্রহণ অথবা অন্য কোন অভিপ্রায়ে কমিশন আবশ্যক হইলে কমিশনের খরচা ৩৲ টাকা।

কমিশনারের পারিশ্রমিক আদালত স্থির করিয়া দিবেন। কমিশন জারী হইবার পূর্ব্বে কমিশনারের পারিশ্রমিক (remuneration) পক্ষকে আদালতে জমা করিতে হইবে।

(৪) গ্রেপ্তারী পরওয়ানার খরচা ৩৲ টাকা।

(৫) নোটীশ, রুল জারী, ইস্তাহার, নিষেধসূচক আজ্ঞা (Injunction) কিম্বা অন্য আজ্ঞা যাহা পূর্ব্বে লিখিত হয় নাই তাহার খরচা ৩৲ টাকা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জেলার জজ আদালতে, সব্‌জজের আদালতে, রেভিনিউ আদালত সমূহে ১০০০৲ টাকার বেশী দাবী হইলে পরওয়ানা প্রভৃতি জারী সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তালিকামতে খরচা পড়ে ঃ—

(১) প্রতিবাদীগণের শমনের খরচা, আপীলের নোটীশ কিম্বা রেস্‌পণ্ডেণ্টের প্রতি অন্য নোটীশ প্রতিবাদী ও রেস্‌পণ্ডেণ্টের সংখ্যা চারিজনের অধিক না হইলে তাহাদের খরচা—২৲ টাকা।

প্রতিবাদী ও রেস্‌পণ্ডেণ্টের সংখ্যা চারিজনের বেশী হইলে, অতিরিক্ত যতজন বেশী হইবে প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতি অতিরিক্ত ৷৷০ আনা হিসাবে দিতে হইবে।

(২) সাক্ষীগণের সংখ্যা চারিজনের অধিক না হইলে তাহাদের উপর শমনের খরচা——২৲ টাকা।

সাক্ষীগণের সংখ্যা চারিজনের অধিক হইলে অতিরিক্ত প্রত্যেক সাক্ষীর নিমিত্ত ৷৷০ আনা হিসাবে দিতে হইবে।

(৩) সরজমীন তদারক, প্রমাণ গ্রহণ অথবা অন্য কোন অভিপ্রায়ে কমিশন আবশ্যক হইলে,

(ক) কমিশন সম্বন্ধে খরচ——২৲ টাকা।

(খ) কমিশনারের দৈনিক পারিশ্রমিক (Remuneration perdiem) আদালত স্থির করিয়া দিবেন। যদি কমিশনার গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী হন, তাহা হইলে তাঁহার দৈনিক পারিশ্রমিক ৩৲ টাকা হিসাবে দিতে হইবে।

(৪) ক্রোকী পরওয়ানা।—

(গ) ক্রোকী পরওয়ানা খরচা——২৲ টাকা।

(ঘ) সম্পত্তি ক্রোক করিয়া নিরাপদে রাখিবার জন্য যে

প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হয়, তাহাদের দৈনিক পারি-শ্রমিক ।৵০ আনা হিসাবে দিতে হইবে।

(৫) ডিক্রীজারীক্রমে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিবার খরচা——১০৲ টাকা।

(৬) (ঙ) সম্পত্তির বিক্রয় সূচক প্রত্যেক আজ্ঞার প্রতি——২৲ টাকা।

(চ) নীলামের দ্বারা সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া ১০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত ডাক হইলে শতকরা ২৲ টাকা হিসাবে পৌণ্ডেজ ফী দিতে হইবে। আর ১০০০৲ টাকার বেশী ডাক হইলে শতকরা ১৲ টাকা হিসাবে পৌণ্ডেজ ফী দিতে হইবে।

(৭) প্রত্যেক নোটীশ, রুল্ ইস্তাহার, নিষেধ সূচক আজ্ঞা কিম্বা অন্য কোন আজ্ঞা যাহার বিধান পূর্ব্বে লিখিত হয় নাই তাহার খরচা——২৲ টাকা।

তৃতীয় অধ্যায়।

ছোট আদালতে, মুন্সেফী আদালতে এবং রেভিনিউ আদালত সমূহে মোকদ্দমার মূল্য ১০০০৲ টাকার বেশী না হইলে নিম্নলিখিত হারে খরচা দাখিল করিতে হইবে ঃ—

(১) প্রতিবাদীগণের সমনের খরচা, আপীলের নোটীশ কিম্বা রেস্‌পণ্ডেণ্টগণের উপর অন্য নোটীশ, যখন প্রতিবাদী কিম্বা রেস্‌পণ্ডেণ্টগণের সংখ্যা চারিজনের বেশী না হয় তাহা হইলে তাহাদের খরচা——১৲ টাকা।

যদি প্রতিবাদী ও রেস্‌পণ্ডেণ্টের সংখ্যা চারিজনের বেশী হয় তাহা হইলে অতিরিক্ত যত জন হইবে তাহাদের প্রত্যেকের উপর ।০ আনা হিসাবে দিতে হইবে।

(২) সাক্ষীগণের সংখ্যা চারিজনের বেশী না হইলে তাহাদের উপর সমনের খরচা——১৲ টাকা।

পরন্তু সাক্ষীগণের সংখ্যা চারিজনের বেশী হইলে অতিরিক্ত প্রত্যেক সাক্ষীর নিমিত্ত ।০ আনা হিসাবে দিতে হয়।

(৩) সরজমীন তদারক, সাক্ষ্য গ্রহণ অথবা অন্য কোন কার্য্যের নিমিত্ত কমিশনর আবশ্যক হইলে—

(ক) কমিশনের জন্য——১৲ টাকা।

(খ) কমিশনারের দৈনিক বেতন আদালত স্থির করিয়া দিবেন কিন্তু যদি কোন সরকারী কর্ম্মচারী কমিশনার নিযুক্ত হইয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহার দৈনিক বেতন——৩৲ টাকা।

(৪) ক্রোকী পরওয়ানা।

(গ) ক্রোকী ওয়ারেণ্ট——১৲ টাকা।

(ঘ) সম্পত্তি নিরাপদে রাখিবার নিমিত্ত লোক নিযুক্ত করিতে হইলে তাহার বেতন দৈনিক ।০ আনা হিসাবে দিতে হইবে।

(৫) ডিক্রীজারীক্রমে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা আবশ্যক হইলে তাহার গ্রেপ্তারি পরওয়ানার খরচা——৪৲ টাকা।

(৬) (ঙ) কোন সম্পত্তির নীলাম করিবার আজ্ঞার প্রতি——১৲ টাকা।

(চ) ১০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত নীলামের ডাক হইলে পৌণ্ডেজ ফী শতকরা ২৲ টাকা হিসাবে দিতে হইবে। হাজার টাকার উপর যত টাকা হইবে শতকরা ১৲ টাকা হিসাবে দিতে হইবে।

(৭) প্রত্যেক রুল, নোটীশ, ইস্তাহার, ইন্‌জংশন কিম্বা অন্য আজ্ঞা যাহার বিধান ইহার পূর্ব্বে করা হয় নাই তাহার খরচা——১৲ টাকা।

চতুর্থ অধ্যায়।

মুন্সেফী আদালতে, ছোট আদালতে এবং রেভিনিউ আদালত সমূহে কর্জ্জ আদায়, ক্ষতিপূরণ, অস্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধে এবং বাকী খাজানার মোকদ্দমায় দাবী ৫০৲ টাকার অধিক না হইলে নিম্নলিখিত হারে খাজানা দিতে হইবে ঃ—

(১) প্রতিবাদীগণের সংখ্যা দুইজনের বেশী না হইলে তাহাদের উপর সমনের খরচা——॥০ আনা।

দুইজনের বেশী হইলে অতিরিক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির নিমিত্ত ।০ আনা হিসাবে সমনের খরচা দিতে হইবে।

(২) প্রত্যেক সাক্ষীর নিমিত্ত——।০ আনা।

(৩) স্থানীয় তদন্ত, সাক্ষ্যগ্রহণ, কিম্বা অন্য কোন কার্য্যের জন্য কমিশন লওয়া আবশ্যক হইলে—

(ক) কমিশনের নিমিত্ত খরচা——১৲ টাকা।

(খ) কমিশনারের বেতন আদালত স্থির করিয়া দিবেন, কিন্তু যদি কোন গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী কমিশনার নিযুক্ত হন, তাহা হইলে তাঁহার দৈনিক পারিশ্রমিক——৩৲ টাকা হিসাবে দিতে হইবে।

(৪) ক্রোকী পরওয়ানা।—

(গ) ক্রোকী ওয়ারেণ্টের ফী——॥০ আনা।

(ঘ) ক্রোকী সম্পত্তি হেফাজতে রাখিবার নিমিত্ত কোন লোক নিযুক্ত করা আবশ্যক হইলে প্রত্যেক লোকের নিমিত্ত দৈনিক ।০ আনা হিসাবে প্রদান করিতে হইবে।

(৫) গ্রেপ্তারি পরওয়ানা——১৲ টাকা।

(৬) (ঙ) কোন সম্পত্তির নীলামের আজ্ঞা (যাহা প্রজাবিষয়ক আইনমতে ক্রোক হয় নাই) তাহার খরচা——১৲

(চ) নীলামের ডাক ১০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত হইলে শতকরা ২৲ টাকা হিসাবে পৌণ্ডেজ ফী দিতে হইবে।

এক হাজার টাকার বেশী হইলে শতকরা ১৲ টাকা হিসাবে পৌণ্ডেজফী দিতে হইবে।

(৭) প্রত্যেক রুল, নোটীশ, ইস্তাহার, নিষেধসূচক আজ্ঞা কিম্বা অন্য আজ্ঞা যাহার বিধান ইতিপূর্ব্বে হয় নাই তাহার খরচা——১৲ টাকা।

ফৌজদারী আদালতের খরচার তালিকা।

(১) বঙ্গদেশের ও আসামের মধ্যে অধর্ত্তব্য অপরাধ সকলের নিমিত্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর সমন জারির খরচা এক গ্রামের মধ্যে দুইজন অভিযুক্ত ব্যক্তি বাস করিলে——৷৷০আনা।

তদ্বিভিন্ন যত জন অভিযুক্ত ব্যক্তি হইবে প্রত্যেকের নিমিত্ত অতিরিক্ত ।০আনা হিসাবে দিতে হইবে। সাক্ষীগণের সম্বন্ধেও এই বিধি। অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর ওয়ারেণ্ট হইলে প্রথম অভিযুক্ত ব্যক্তির জন্য একটাকা ওয়ারেণ্ট ফী দিতে হইবে, আর অতিরিক্ত যত ব্যক্তি হইবে, প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ।০ আনা হিসাবে দিতে হইবে। সাক্ষীগণের প্রতিও ঐ নিয়ম বলবৎ হইবে।

কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর ইস্তাহার জারী করিতে হইলে ২৲ টাকা ফী প্রত্যেক ব্যক্তির উপর দিতে হইবে এবং সাক্ষীগণের উপর ৷৷০ আনা হিসাবে দিতে হইবে। ক্রোকী পরওয়ানার ফী ১৲ টাকা ক্রোকী সম্পত্তি যাহাতে হেফাজতে থাকে

তাহাদের লোক প্রতি ।০ আনা হিসাবে দিতে হইবে। ৪৮৮ ধারামতে ভরণপোষণের নোটীশ জারির ফী ১৲ টাকা ও ফৌজ-দারী আদালতের প্রায় সমুদায় দরখাস্ত ৷৷০ আনা কোর্টফীজ দিতে হয়।

৫০। ১৮৭০ সালের ৭ আইনের বিধানমতে গবর্ণমেণ্টের ইস্তাহার ক্রমে যে সমুদায় কোর্টফীজ ক্ষমা করা হইয়াছে ও কমান হইয়াছে তাহার তালিকা লেখ?

উঃ। নিম্নলিখিত বিষয়ের কোর্টফীজ গবর্ণমেণ্ট একবারে ক্ষমা করিয়াছেন;—

(১) কোন ইষ্ট্যাম্প কাগজ অকর্ম্মণ্য অথবা নষ্ট হইলে তাহার মূল্য ফেরত পাইবার অথবা তৎপরিবর্ত্তে অন্য ইষ্ট্যাম্প কাগজ পাইবার নিমিত্ত যে দরখাস্ত কালেক্টর সাহেবের নিকট করা যায় তাহা।

(২) গবর্ণমেণ্টের নিকট লবণ খরিদ করিবার নিমিত্ত যে দরখাস্ত দেওয়া হয় তাহা।

(৩) কোন গ্রাম বন্দোবস্ত হইলে তৎসম্বন্ধে যে সকল কাগজ পত্রের নকল সেই বন্দোবস্ত চলিবার সময় অথবা বন্দোবস্ত কার্য্য শেষ হইলে ভূম্যধিকারী ও প্রজাগণকে দেওয়া হয় তাহা।

(৪) ভূমি সকলের তালিকা বন্দোবস্তের রিকার্ড হইতে লইয়া বন্দোবস্ত কার্য্যকারকের আদালতে কোন আরজীর সহিত দাখিল করিতে হইলে তাহা।

কিন্তু কোন রাজকীয় কার্য্যকারকের আজ্ঞা ও ভূমির তালিকা ব্যতিত অন্য কাগজ পত্রের নকল বিনা খরচে হইবে না।

(৫) শান্তিরক্ষা ও সচ্চরিত্রতার নিমিত্ত যে জামানতনামা

লেখা হয় সম্পাদনকারী ব্যতিত অন্য ব্যক্তি তাহা লিখিলে তাহা।

(৬) ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট কোন দরখাস্ত প্রেরণ করিবার অভিপ্রায়ে চীফ্ কমিশনার সাহেবের নিকট যে দরখাস্ত দাখিল করা হয় তাহা।

(৭) কোন ব্যক্তির নিজের ব্যবহারের নিমিত্ত দেওয়ানী ফৌজদারী ও রেভিনিউ আদালত হইতে যে নকল দেওয়া হয় তাহা। কিন্তু যে কাগজ কোন আদালতে দাখিল হইয়াছে, চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে কিম্বা কোন আদালত বা রাজকীয় কার্য্য-কারকের দ্বারা লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা বুঝাইবে না।

(৮) ২৫৲ টাকার বেশী ডিপজিট্ না হইলে সেই টাকা প্রাপ্ত হইবার আজ্ঞার দরখাস্ত। কিন্তু সেই ডিপজিটের টাকা প্রাপ্য হইবার তারিখ হইতে ৩ মাসের মধ্যে দরখাস্ত দেওয়া আবশ্যক।

(৯) চিরস্থায়ী মতে বন্দোবস্ত না হইয়া কোন গবর্ণমেণ্টের ভূমি বন্দোবস্ত লইয়া দখল পাইবার দরখাস্ত।

(১০) ভূমির উন্নতিকরণ বিষয়ক আইনমতে এবং কৃষি-কারীর ঋণ বিষয়ক ১৮৮৪ সালের ১২ আইনমতে ঋণ গ্রহণ বিষয়ক দরখাস্ত।

(১১) কোন দস্তাবেজ অপ্রচুর ইষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিত হইলে ও তাহা রেজিষ্টরী কার্য্যকারক অথবা অন্য কোন রাজ-কীয় কার্য্যকারকের দ্বারা জব্দ হইলে ও তাহা কালেক্টর সাহেবের নিকট প্রেরিত হইলে ১৮৭৯ সালের ১ আইনের ৩৯ ধারা মতে তাহার ওয়াপোষ পাইবার দরখাস্ত।

(১২) ১৮৮৫ সালের ২০শে আগষ্ট তারিখের ২৫৬৬ নং রেজলিউশনের ৬ দফা মতে কোন ষ্টক্ নোট এক কেন্দ্র হইতে অন্য কেন্দ্রে হস্তান্তর করিতে হইলে তাহার দরখাস্ত।

(১৩) ১৮৮২ সালের জাবেতা ফৌজদারী আইনের ২১০ ধারামতে যে অভিযোগ পত্র (Charge) প্রস্তুত হয় তাহার নকল এবং অনুবাদ বিনা খরচায় পাওয়া যায়।

(১৪) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে (accused) সেসন সোপর্দ্দ করিলে পর অতিরিক্ত যে সাক্ষীর এজাহার ফৌজদারী কার্য্য-বিধানের ২১৯ ধারামতে লওয়া হয় তাহার নকল।

(১৫) ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৩৭১ ধারামতে ওয়া-রেণ্টের মোকদ্দমার রায়ের নকল ও জজ সাহেব জুরিগণের নিকট যে চার্জ্জ প্রদান করেন তাহার নকলও আবশ্যক হইলে অনুবাদ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যে দেওয়া যায় তাহা।

(১৬) সমনের মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তি কয়েদে থাকিলে ফৌজদারী কার্য্যবিধানের ৩৭১ ধারামতে রায়ের নকল ও তর-জমা বিনা খরচায় দিতে হইবে।

(১৭) ফৌজদারী কার্য্যবিধানের ৪৯০ ধারামতে যাহার পক্ষে ভরণপোষণের আজ্ঞা করা হয় তাহার কিম্বা তাহার অছির ঐ হুকুমের নকল আবশ্যক হইলে বিনা খরচায় দিতে হইবে।

(১৮) ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৫৪৮ ধারামতে কোন আজ্ঞার দ্বারা অথবা জজ সাহেব জুরীগণের নিকট যে চার্জ্জ প্রদান করেন তাহার দ্বারা কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত বোধ করিলে তাহার নকল বিনা খরচায় দিতে হইবে।

(১৯) কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা চালাইবার নিমিত্ত

গবর্ণমেণ্ট প্লীডার অথবা অন্য ব্যক্তি নিযুক্ত হইলে সেই মোকদ্দমা সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্রের নকল বিনা খরচায় দিতে হইবে।

(২০) তদ্রূপ কোন মোকদ্দমার অন্য মোকদ্দমা সংক্রান্ত কোন কাগজপত্র আবশ্যক হইলে তাহার নকল বিনা খরচায় দিতে হইবে।

(২১) পুলিসের কর্ম্মচারীগণ পুলিস সংক্রান্ত কার্য্য করিবার নিমিত্ত কোন রায়ের নকল কিম্বা এজাহারের নকল চাহিলে তাহা।

(২২) কোন আদালতে অথবা রাজকীয় কার্য্যালয়ে কোন দস্তাবেজ দাখিল করিলে তাহার ওয়াপাসের দরখাস্ত।

(২৩) কোর্টফীজ আইনের প্রথম এবং দ্বিতীয় তফশীলে যে সকল ফী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা চট্টগ্রামের পার্ব্বতীয় প্রদেশে ক্ষমা হইয়াছে।

(২৪) প্রথমে ধনাধ্যক্ষতার যে সার্টিফিকেট গ্রাহ্য করা হইয়াছে তৎপরে সেই বিষয় সম্বন্ধে নূতন সার্টিফিকেট আবশ্যক হইলে তাহাতে কোর্টফীজ দিতে হয় না।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলির কোর্টফীজ কমান হইয়াছে ঃ—

(১) দেওয়ানী আদালতে ১৮৭৭ সালের ১ আইনের ৯ ধারামতে যে মোকদ্দমা দায়ের হয় তাহাতে অধিক রসুম দিতে হয়।

(২) ১৮৮২ সালের ১৪ আইনের ২৪৪ ধারামতে যে আপীল হয় তাহা হাইকোর্টে এবং চীফ কমিশনার সাহেবের নিকট না হইয়া ৷৷০ আনা হাইকোর্টে ও চীফ কমিশনারের আদালতে ২৲ টাকা।

(৩) ইন্‌কম্ ট্যাক্সের আপত্তির দরখাস্ত /০ আনা।

(৪) ঐ আইন মতে নকলের দরখাস্ত /০ আনা।

সার্টিফিকেট বিষয়ক

১৮৬৮।৭ ও ১৮৮০ সালের ৭ আইন।

১। বাকী মালগুজারী নির্দ্দিষ্ট দিনে প্রদান না করিলে মহাল নীলাম হইবে ইহার কোন বর্জ্জিত বিধি আছে কিনা? কালেক্টর সাহেব ঐ প্রকার স্থলে কিরূপ কার্য্য পদ্ধতি অবলম্বন করিবেন এবং কোন্ প্রকার বাকীর নিমিত্ত ঐ বর্জ্জিত বিধি প্রয়োগ হইয়া থাকে?

উঃ। কোন মহাল কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডের তত্ত্বাবধারণে যে সময়ে থাকে, সেই সময়ে যে মালগুজারী বাকী পড়ে, তাহা আদায়ের নিমিত্ত ঐ মহাল নীলামের যোগ্য হইবে না। নিয়মিত রূপে উত্তরাধিকারীত্বক্রমে কোন এক কি অধিক নাবালক যদি কোন মহাল প্রাপ্ত হয় ও সেই মহাল কেবল তাহার কি তাহাদেরই সম্পত্তি ও তাহার কি তাহাদের তাহা প্রাপ্ত হইবার সংবাদ কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডসকে জ্ঞাত করিবার কারণ কালেক্টর সাহেবকে দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডসের সাহেবগণ ১৮২২ সালের ৬ আইনমতে তাহার তত্ত্বাবধারণের কার্য্য গ্রহণ করেন নাই, এমত স্থলে ঐ নাবালকেরা ঐ সম্পত্তির অধিকার পাইলে পর, তাহার যে মালগুজারী বাকী পড়ে তাহার নিমিত্ত ঐ নাবালক কি নাবালকেরা কি তাহাদের কোন একজন বয়ঃ-

প্রাপ্ত না হইলে অর্থাৎ ১৮ বৎসরের না হইলে নীলাম হইবে না এবং মালগুজারীর কার্য্যকারকেরা আদালতের হুকুম ভিন্ন অন্য প্রকারে যে কোন মহাল ক্রোক করিয়া রাখেন, তাহা যতকাল ক্রোক থাকে ততকাল বাকী মালগুজারীর নিমিত্ত নীলামের যোগ্য হইবে না ও যে মহাল আদালতের হুকুমক্রমে মালগুজারীর কার্য্যকারক দ্বারা ক্রোক হইয়া কি সরবরাহ হইয়া থাকে, তাহার ক্রোক থাকন কি সরবরাহ করণ সময়ে যে মালগুজারী বাকী পড়ে, তাহা আদায়েব নিমিত্ত যে বৎসরে ঐ বাকী পড়িল, সেই বৎসরের শেষ না হইলে মহালের নীলাম হইবে না।

২। ১৮৫৯ সালের ১১ আইনে যে নোটীশজারীর বিধি আছে তাহা কি বঙ্গীয় ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের দ্বারা কোনও প্রকারে পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে, যদি পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, কি প্রকার পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা লেখ ?

উঃ। ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের দ্বারা নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তন হইয়াছে ঃ—

(১) যাহার নামে নোটীশ দেওয়া যায়, কালেক্টর সাহেবের স্বাক্ষরিত সেই নোটীশের এক প্রতিলিপি সেই ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবে, কি তিনি রীতিমত যে স্থানে বাস করেন সেই স্থানে তাহার পরিবারের মধ্যে বয়ঃপ্রাপ্ত কোন পুরুষকে দেওয়া যাইবে, যদি সেই প্রকারে দেওয়া যাইতে না পারে, তবে সেই ব্যক্তির নিয়ত কি শেষ জানা বাসস্থানের কোন প্রকাশ্য স্থানে ঐ প্রতি-লিপি লাগাইতে হইবে, যদি পূর্ব্বোক্ত কোন প্রকারে দেওয়া যাইতে না পারে তবে যে কালেক্টর সাহেব নোটীশ প্রচার করেন তিনি যদ্রূপ আজ্ঞা করেন তদ্রূপে দেওয়া যাইবে।

(২) বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব. কলিকাতা গেজেটে আজ্ঞাপত্র প্রকাশ পূর্ব্বক ঐ পত্রের নির্দ্দিষ্ট কোন জেলার সকল কালেক্টরকে এই ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন যে, কোন ভূম্যধিকারীদের স্থানে বাকী রাজস্ব পাওনা হইলে তিনি বিহিত বোধ করিলে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের কি এই আইনের বিধানমতে তাহা আদায় করিবার কার্য্য করণের পূর্ব্বে ঐ আজ্ঞাপত্রে যদ্রূপ নির্দ্দিষ্ট হইবে, ভূম্যধিকারীকে সেই নোটীশ দেওয়াইবেন। উক্ত আজ্ঞাক্রমে যে ক্ষমতা দেওয়া যায়, তদনুসারে নোটীশ দিবার খরচ কি পর্য্যন্ত হইবে, তাহাও সেই আজ্ঞাপত্রে নির্দ্ধারিত থাকিবে। ঐ ভূম্যধিকারীদের স্থানে যে বাকী রাজস্ব প্রাপ্য হয়, ঐ খরচ তাহার উপর চড়াইয়া দেওয়া যাইবে এবং ঐ বাকী রাজস্বের একাংশের ন্যায় আদায় হইতে পারিবে। বঙ্গদেশের উক্ত শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব উক্ত প্রকারে সময় সময় অন্য আজ্ঞা প্রচার করিয়া সময় সময় পূর্ব্বোক্ত আজ্ঞা মতান্তর কি পরিবর্ত্তন কি রহিত করিতে পারিবেন।

১৮৫৯ সালের উক্ত ১১ আইনের ৭ ধারামতে যে যে নোটীশ লাগাইবার আজ্ঞা হইয়াছে তদতিরিক্ত ঐ নোটীশ যে ভূমি. সংক্রান্ত হয়, সেই ভূমি কি তাহার কোন অংশ যে শাখাখণ্ডের আধিপত্যে থাকে সেই শাখাখণ্ডের কার্য্যালয়েও লাগাইতে হইবে।

৩। ১৮৬৮ সালের ৭ আইন মতে নিম্নলিখিত শব্দগুলি ব্যাখ্যা কর। "ভূম্যধিকারী" (Proprietor) "রাজস্ব" (Revenue) "মহাল" (Estate) "ভূসম্পর্ক" (Tenure)।

উঃ। যে প্রজা নিজ গবর্ণমেণ্টের স্থানে কোন মহাল কি ভূমি লইয়া ভোগ করেন, "ভূম্যধিকারী" শব্দে তিনিও গণ্য।

কোন মহালের কি তালুক প্রভৃতির উপলক্ষে গবর্ণমেণ্টের নিকট ভূম্যধিকারির বৎসর বৎসর যে টাকা দিতে হয় এবং তাগাবী বলিয়া কিম্বা বাঁধ কি জলাশয় কি জলস্রোত করিবার কি সারাইবার জন্য ও প্রকারান্তরে ভূম্যধিকারিদের অধিকৃত ভূমির সৌষ্টব করণার্থ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে অগ্রিম টাকা দেওয়াতে তাহাদের স্থানে গবর্ণমেণ্টের যে টাকা পাওনা থাকে "রাজস্ব" শব্দে সেই সকল টাকা গণ্য।

সদর মালগুজারী মহালের সাধারণ রেজিষ্টর নামে যে রেজিষ্টরী বহী আছে, সেই রেজিষ্টরে যে ভূমির কি ভূমির যে অংশের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট বৎসর বৎসর কতক টাকা দেওন উপলক্ষে ভূম্যধিকারির নাম লেখা যায়, "মহাল" শব্দে সেই ভূমি এবং ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ কি ১১ ধারামতে যে ভূমির স্বতন্ত্র হিসাব করা যায়, সেই ভূমিও বুঝায়।

উপরিভাগে যে মহাল নির্ণয় করা গেল, তদ্ভিন্ন খেরাজী কি লাখেরাজ ভূমিতে ও জলকরে যে সম্পর্ক থাকে ঐ সম্পর্ক যে নিয়ম দ্বারা সৃষ্ট হয় যদি সেই নিয়ম ক্রমে কিম্বা দেশাচার মতে সেই সম্পর্ক হস্তান্তর করা যাইতে পারে, তবে তাহা পুনশ্চ গ্রহণীয় হইলে কি না হইলেও, এবং কোন নিদর্শন পত্রে যে নিয়ম লিখিত হইয়াছে তদনুসারে বাকী করের নিমিত্ত সেই সম্পর্ক বিক্রয় করিবার কি করাইবার স্বত্ব বিশেষ মতে স্থির করা গেলে কিনা গেলেও "ভূসম্পর্ক" শব্দে সেই প্রকারের সকল সম্পর্ক গণ্য।

৪। রাজকীয় প্রাপ্য আদায় বিষয়ক ১৮৮০ সালের ৭ আইন

মতে রাজকীয় প্রাপ্য কি প্রকারে আদায় হইয়া থাকে তাহা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর। কোন্ কোন্ প্রকারের প্রাপ্য পূর্ব্বোক্ত আইন মতে আদায় হইয়া থাকে এবং ঐ সকল প্রাপ্য আদায়ের নিমিত্ত যে বিভিন্ন প্রকারের কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিতে হয় তাহা লেখ।

উঃ। টাকার ডিক্রী প্রবল ও জারী করণার্থে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে যে সকল পন্থা ও উপায় উল্লিখিত ও নির্দ্দিষ্ট আছে তদনুসারে সার্টিফিকেট জারী ও প্রবল করা যাইবে এবং উক্ত দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে ডিক্রী জারীক্রমে বিক্রয় সম্বন্ধে, ও উক্ত আইনেব ৩০৫,৩২০,৩২২ ও ৩২৩ ধারার বিধান মতে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় ভিন্ন অন্য প্রকারে ডিক্রীর টাকা তুলিবার সম্বন্ধে; ও টাকার ডিক্রী জারীক্রমে ধৃত করণ সম্বন্ধে; ও কারাদণ্ডের দ্বারা ডিক্রী জারীকরণ সম্বন্ধে; ও যোত্রহীন ডিক্রীমত খাতকদের সম্বন্ধে; ও ক্রোককৃত সম্পত্তির দাওয়া সম্বন্ধে, ও ডিক্রীজারী করণের বাধা দিবার সম্বন্ধে, ও যে আদালত ডিক্রী দিলেন সেই আদালতের এলাকার বাহিরে ডিক্রী জাবীকরণ সম্বন্ধে যে সকল রীতির ও কার্য্যপ্রণালীর প্রথা আছে উক্ত সার্টিফেকেট্ প্রবল করণার্থ সেই সকল বিধি খাটিবে।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৭৪ ধারামতে ডিক্রীমত খাতকের স্থাবর সম্পত্তি সার্টিফিকেটর বলে ক্রোক করা যাইবে ও আবশ্যক স্থলে অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় দ্বারা সার্টিফিকেট্ মোতাবেক টাকা আদায় করা যাইবে।

নিম্নলিখিত প্রকারের প্রাপ্য সার্টিফিকেট আইন মতে আদায় হইয়া থাকেঃ—

(১) কোন মহাল বা ভূসম্পর্ক তাহার বাকী রাজস্ব নিমিত্ত বিক্রীত হইলেও বিক্রয় উৎপন্ন টাকায় তাহা শোধ না হইলে বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনারল সাহেবের প্রণীত ১৮৫৯ সালের ১১আইনের কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্ট-নেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত ১৮৬৮সালেব ৭আইনের বিধানমতে কোন মহাল বা ভূসম্পর্ক তাহার বাকী রাজস্ব আদায়ের নিমিত্ত বিক্রয়ের খরচ বাদ দিয়া বিক্রয়োৎপন্ন টাকার যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাতে যে বাকী বাজস্ব দিবার নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত বিধান মতে যে বাকী রাজস্ব পূর্ব্বোক্ত বিধান মত উক্ত বিক্রয়োৎপন্ন টাকায় প্রয়োগ হইতে পারে, সেই বাকী রাজস্ব শোধ না হইলে ;

(২) ইজারদাবের স্থানে প্রাপ্য বাকী রাজস্ব টাকা দিবার শেষ দিনে দেওয়া না গেলে ;

(৩) কোন ইজারদারের দখলে যে মহাল থাকে তন্নিমিত্ত তাহার স্থানে যে রাজস্ব বাকী পড়ে, তাহা মন্ত্রি সভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনারল সাহেবের প্রণীত ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৩ ধারার বিধান মতে নির্দ্দিষ্ট টাকা দিবার শেষ দিনে দেওয়া না গেলে ; যত টাকা দিতে বাকী থাকে, কালেক্টর সাহেব সার্টি-ফিকেট জারী দ্বারা আদায় করিতে পারিবেন।

ঐ সার্টিফিকেট দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য বিধানের আই-নের চূড়ান্ত ডিক্রীর ন্যায় বলবৎ ও ফলবৎ হইবে, এবং ভারত-বর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট্ সেক্রেটারী সাহেব ডিক্রী-দার বলিয়া গণ্য হইবেন এবং সার্টিফিকেটে খাতক বলিয়া যে

ব্যক্তির নাম লেখা থাকে, তিনি ডিক্রীমত খাতক বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৪) যে কোন টাকা রাজস্বের বা ভূরাজস্বের বাকীর ন্যায় অথবা রাজস্বের বা রাজকীয় বা গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের বাকী আদায় করিবার নির্দ্দিষ্ট প্রণালী মতে আদায় করা বা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে বলিয়া প্রচলিত কোন আইনে নির্দ্দেশ থাকে সেই টাকা ;

(৫) কোন ইজারাদার যে মহালের ইজারা লন, তাহার রাজস্ব সম্বন্ধে ঐ ইজারাদারের জামিনদের স্থানে যে কোন টাকা পাওনা হয়, সেই টাকা ;

(৬) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইনের নিম্নলিখিত ধারায়, অর্থাৎ ১৮৬২ সালের ৮ আইনের ৯ ধারায়, ১৮৭৩ সালের ৬ আইনের ৫০ ধারায়, ১৮৭৫ সালের ৪ আইনের ১ ধারায়, ১৮৭৫ সালের ৫ আইনের ৫৭ ধারায়, ১৮৭৬ সালের ৩ আইনের ৪২, ৭৩ ও ৮৫ ধারায়, ১৮৭৬ সালের ৭ আইনের ৮২ ধারায়, ১৮৭৬ সালের ৮ আইনের ১৩৮ ধারায় বা ১৮৭৮ সালের ৭ আইনের ৩৬ ধারায় অথবা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনারল সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইনের নিম্নলিখিত ধারায় ও অংশে অর্থাৎ আদালতের রসুম বিষয়ক ১৮৭০ সালের ৭ আইনের ১৯ G ও ১৯ H ধারায় ও উক্ত আইনের ১ তফশীলের ১২ প্রকরণের মন্তব্যে যে কোন প্রাপ্য, টাকা, ফী, মাসুল, বাকী বা জরিমানা অথবা খরচা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা ;

(৭) খাল বিষয়ক ১৮৬৪ সালের আইনের ৮ ধারার বিধান

মতে যে ব্যক্তিকে মাস্থল ইজারা কি
ও তাঁহার জামিনদারের নিকট, ঐ ২
টাকা পাওনা থাকে তাহা ;

(৮) বার্ষিক খাজানা দিবার নিয়মাধীন খেয়াঘাটের ক্ষতা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির বেলা, ১৮১৯ সালের ৬ আইনের ১০ধারার বিধানমতে ঐ খাজানার কোন বাকী টাকা নির্ণীত হইয়া তাহার সার্টিফিকেট দেওয়া গেলে ঐ টাকা ;

(৯) কোন রাইযতের নিকট কিম্বা ভূমি, চরানী জমি, বনকর জলকর প্রভৃতিতে যে ব্যক্তির কোন স্বার্থ থাকে, ঐ স্বার্থ হস্তান্তর যোগ্য হউক কি না হউক, সেই ব্যক্তির নিকট ভারত-বর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট্ সেক্রেটারী সাহেবের যে কোন বাকী রাজস্ব বা খাজানা পাওনা হয় তাহা ;

(১০) প্রচলিত আইনের বিধানমতে সামান্য কোন ব্যক্তির পক্ষে কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস্ বা রাজস্ব বিষয়ক কর্তৃপক্ষেরা যে কোন সম্পত্তির ভারগ্রহণ বা কার্য্যাধ্যক্ষতা করেন, সেই সম্পত্তির বেলা, বাকী খাজানা বা খাজানার ন্যায় আদেয় অন্য কোন প্রাপ্য, উহা উক্ত কোর্টের বা কর্তৃপক্ষের প্রতি কার্য্যাধ্যক্ষতা ভার অর্পিত হইবার পূর্ব্বেই দেনা হইয়া থাকুক বা পরেই হইয়া থাকুক তাহা ;

(১১) গবর্ণমেণ্টের রাজকীয় কার্য্যকারকের পাওনা যে টাকা দিতে যে ব্যক্তি দায়ী, সেই টাকা এই আইনের বিধান-মতে আদায় করা যাইতে পারিবে, সেই ব্যক্তি নিয়মিতরূপে রেজেষ্টরী করা নিদর্শনপত্রের দ্বারা এই বিষয়ে সম্মতি দিলে, ঐ টাকা।

কোন আইনে যে কোন ফী বা
...কোন প্রাপ্য এই আইনের বিধানমতে
...হইতে পারিবে বলিয়া নির্দ্দেশ থাকিবে তাহা।

৫। ডিক্রীমত খাতক (Judgment debtor) সার্টিফিকেট অসিদ্ধ করিবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারে কি না? এবং তদ্রূপ কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইলে কি কি আনুষ্ঠানিক কার্য্যের প্রয়োজন? এবং দেওয়ানী আদালতই বা কি কি হেতুতে সার্টিফিকেট অসিদ্ধ করিতে পারেন?

উঃ। ডিক্রীমত খাতকের উপর এই আইনের ১০ ধারার বিধানমতে নোটীস জারী করা গেলে পর এক বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে তিনি সার্টিফিকেটের লিখিত বাকী টাকা তাঁহার দেনা নহে বলিয়া উক্ত সার্টিফিকেট রহিত করিবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত কবিতে পারিবেন, কিন্তু উক্ত নোটীস পাইবার পর এক মাসের মধ্যে অথবা ১২ধারা মতে তিনি আপত্তির দরখাস্ত করিয়া থাকিলে ঐ দরখাস্ত শুনা গিয়া নিষ্পত্তি হইলে পর পনর দিনেব মধ্যে ডিক্রীমত খাতক উক্ত টাকা কালেক্টর সাহেবকে না দিলে, তদ্রুপ কোন মোকদ্দমা গ্রাহ্য করা যাইবে না।

দেওয়ানী আদালত নিম্নলিখিত কোন হেতুতে সার্টিফিকেট রহিত করিতে পারিবেন ঃ—

(১) সার্টিফিকেটে যে টাকা লেখা যায়, যদি সার্টিফিকেট লিখিত হইবার পূর্ব্বে সেই টাকা দেওয়া বা শোধ হইয়া থাকে ; বা

(২) যৎকালে যে ব্যবস্থা বা আইন প্রচলিত থাকে, তাহার বিধানমতে কোন কালেক্টর বা রাজকীয় কার্য্যকারক জরিমানা করিয়া থাকিলে অথবা কোন খরচের বা খরচার বা ব্যয়ের বা হানিপূরণের বা মাসুলের বা ফীর টাকার দিবার আজ্ঞা করিয়া থাকিলে, যদি উক্ত কালেক্টর বা রাজকীয় কার্য্যকারকের আনুষ্ঠানিক কার্য্য উক্ত ব্যবস্থার বা আইনের বিধানের মর্ম্মানুযায়ী না হয় ও তজ্জন্য সার্টিফিকেট্ মত খাতক উক্ত আনুষ্ঠানিক কার্য্যগত ভ্রান্তি বা দোষ বা অনিয়ম হেতুক বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকেন।

(৩) দুই প্রকরণের উল্লিখিত স্থল ব্যতীত যদি অন্যত্র সার্টিফিকেটে যত টাকা থাকে, সার্টিফিকেট মত খাতকের তত টাকা দেনা না হয়।

(৪) যদি বিচারাধিপত্য (jurisdiction) ছিল না দেখা যায়।

৬। কোন নাবালকের সম্পত্তি কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের জিম্মায় যায় এবং সেই কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনে এক ব্যক্তি পাঁচখানি ইমারৎ বাটী ভাড়া লয়। কোর্ট অব ওয়ার্ডসের ম্যানেজার সেই বাটীভাড়ার বাবতে পঞ্চাশ টাকা বাকী নির্ণয় করিয়া সেই ব্যক্তির অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার জন্য কালেক্টর সাহেবের নিকট সার্টিফিকেট জারীর প্রার্থনা করেন। কালেক্টর সাহেবও সার্টিফিকেট জারীর আজ্ঞা দেন—এস্থলে কালেক্টর সাহেবের আজ্ঞা বৈধ কি অবৈধ তাহা নির্ণয় কর এবং উত্তরে কারণ দর্শাও।

উঃ। এস্থলে কালেক্টর সাহেবের আজ্ঞা আইনসিদ্ধ নহে।

কারণ, যদিও ৭ধারার সপ্তম প্রকরণে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের ম্যানেজারগণ কালেক্টর সাহেবের নিকট সার্টিফিকেট প্রার্থনা করিয়া খাজানা আদায় করিতে পারেন বটে, কিন্তু মহামান্য রেভিনিউ বোর্ড ১৮৮৪ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখের ওয়ার্ডস প্রোসিডিং (Wards' Proceedings) মতে নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে খাজানা (rent) শব্দে বাটী ভাড়া বুঝায় না। সুতরাং খাজানা (rent) ব্যতীত কোর্ট অব ওয়ার্ডসের পক্ষে অন্য দাবী সার্টিফিকেট জারীর দ্বারা আদায় হইতে পারে না। উক্ত বাটী ভাড়া আদায় কবিতে হইলে দেওয়ানী আদালতের আশ্রয় লওয়া কর্ত্তব্য।

৭। সার্টিফিকেট রহিত করিবার নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবের নিকট একখানি দরখাস্ত লিখ।

উঃ। মহামহিম শ্রীযুক্ত এইচ, এ, ডি, ফিলিপস্ মুঙ্গের জেলার কালেক্টর সাহেব বাহাদুর বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীব্রজলাল রায় সাং জামালপুর সার্টিফিকেট জারীর আপত্তির দরখাস্ত পত্র মিদং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত ১৮৮০ সালের ৭ আইনের ৭ ধারার বিধানমতে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে আপনার আফিসে ৫০৲ টাকার ২৯৪নং এর সার্টিফিকেট গাঁথিয়া রাখা গিয়াছে। সসম্ভ্রমে দরখাস্ত কারীর বক্তব্য এই যে, সে উক্ত টাকা দিতে দায়ী নহে। তাহার কারণ নিম্নে দেওয়া হইল—

(১) দরখাস্তকারীর পিতা হলধর রায় চারি পুত্র রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন এবং উইলের দ্বারায় জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচরণ রায়কে সমুদায় সম্পত্তির তৃতীয়াংশ অর্পণ করেন।

(২) সেই উইল রদ করিবার নিমিত্ত দরখাস্তকারী দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করে কিন্তু দেওয়ানী আদালত হইতে উইল সিদ্ধ হয়।

(৩) যে মহালের বাকী বাবৎ হুজুর হইতে সার্টিফিকেট জারী হইয়াছে তাহা আমার অধিকারভুক্ত নহে। সেই মহাল আমার তৃতীয় সহোদর নন্দলাল রায়ের অধিকারে আছে। আমার সহিত ঐ মহালের কোন সম্পর্ক নাই।

এ বিধায় দরখাস্তকারীর সসম্ভ্রমে প্রার্থনা এই যে উক্ত সার্টিফিকেট অসিদ্ধ করিতে আজ্ঞা হয়।

উপরি লিখিত বৃত্তান্ত দরখাস্তকারীর জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য। ইতি তারিখ ৩১শে জানুয়ারী ইং ১৮৯৪ সাল।

শ্রীব্রজলাল রায়।

৮। দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২৬৯ ধারা মতে অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক সম্বন্ধে হাইকোর্ট হইতে যে নিয়ম প্রচারিত হইয়াছে তাহার সার মর্ম্ম সংক্ষেপে লেখ।

উঃ। ১৮৭৯ সালের ২৮শে এপ্রেল তারিখের ১৯নং সার্কিউলার মতে নিম্নলিখিত বিধি প্রচারিত হইয়াছেঃ—

(১) দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২৬৯ ধারামতে যখন কোন কার্য্যকারক বিশ্বাস করেন যে, যে সম্পত্তি ক্রোক করা হইবে তাহার মূল্য ২০৲ টাকার বেশী নহে তিনি দেনদারকে কিম্বা তাহার অনুপস্থিতিতে তাহার পরিবারস্থ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে জ্ঞাত করিবেন যে সেই সম্পত্তি তৎক্ষণাৎ নীলাম করা হইবে। ২৮৭ ধারামতে সেই সম্পত্তির নীলামের ইস্তাহার জারীর

আবশ্যক হইবে না। যদি ডিক্রিদার কিম্বা দেন্দার কিম্বা তাহার পক্ষে কোন ব্যক্তি ঐ প্রকার কার্য্যের আপত্তি করে তাহা হইলে ঐ ক্রোকী কার্য্যকারক সেই স্থানের তিন জনের ন্যূন নহে এমন সম্ভ্রান্ত প্রাপ্ত বয়স্ক প্রতিবাসীকে পঞ্চায়ৎ স্বরূপে আহ্বান করিবেন এবং তাহাদিগকে সম্পত্তির মূল্য নির্ণয় করিতে বলিবেন। তাহারা যদি ঐ সম্পত্তির মূল্য ২০৲ টাকার বেশী নির্ণয় করেন তাহা হইলে তিনি বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত বিধিমতে কার্য্য করিবেন। অন্যত্র তিনি খরিদারগণকে যুক্তিসিদ্ধ সমাচার দিয়া সম্পত্তি তৎক্ষণাৎ বিক্রয় করিবেন।

(২) দেওয়ানী কার্য্য বিধি আইনের ২৩০ ধারা মতে অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার জন্য যাহা দেন্দারের অধিকারে আছে যখন ডিক্রিদার প্রার্থনা করেন, ডিক্রিদারের সেই দরখাস্ত করিবার কালীন উক্ত আইনের ২৮৭ ধারামতে ইস্তাহার জারীর খরচা আদালতে জমা দেওয়া আবশ্যক। যেস্থলে সম্পত্তির মূল্য ২০৲ টাকার বেশী না হয়, এই বিধি কেবল সেই স্থলেই খাটে ; কিন্তু সম্পত্তির মূল্য ২০৲ টাকার বেশী হইলে আদালত ক্রোকের সম্বাদ পাইবা মাত্র ইস্তাহার জারীর খরচা জমা করিবার নিমিত্ত ডিক্রিদারের প্রতি আদেশ করিবেন।

৯। অস্থাবর সম্পত্তি ও গোমেষাদি পশু কিম্বা অন্য জন্তু ক্রোক হইলে তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণপোষণ জন্য বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব কি বিধি প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে লেখ।

উঃ। (১) ক্রোকী কার্য্যকারক দেনদারকে কিম্বা তাহার অনুপস্থিতিতে কোন প্রাপ্তবয়স্ক তাহার পরিবারস্থ কোন ব্যক্তিকে

ক্রোকী সম্পত্তি তাহার বাটীতে রাখিতে অনুমতি করিবেন, কিন্তু এই করার থাকিবে যে ঐ সম্পত্তি নিরাপদে রাখিবার নিমিত্ত উপযুক্ত স্থান দিতে হইবে।

(২) যদি ঐরূপ উপযুক্ত স্থান দেওয়া না হয়, তাহা হইলে ঐ কার্য্যকারক ডিক্রীদারের খরচায় ঐ সম্পত্তি আদালতে লইয়া যাইবেন। ডিক্রীদার আবশ্যকীয় খরচা না দেয়, তাহা হইলে সম্পত্তি ক্রোক উঠাইয়া লওয়া হইবে।

(৩) যে স্থানে সম্পত্তি ক্রোক করা হয় সেইখানেই যদ্যপি ক্রোকের পর রাখা হয়, তাহা হইলে ক্রোকী কার্য্যকারক সেই মর্ম্মের রিপোর্ট অবিলম্বে আদালতে পাঠাইবেন এবং যে যে সম্পত্তি ক্রোক করা হইল, তাহার ফিরিস্তি ও সেই রিপোর্টের সঙ্গে পাঠাইবেন। তাহা হইলে আদালত ২৮৭ ধারামতে সেই সম্পত্তি বিক্রয়ের ইস্তাহার প্রকাশ করিবেন।

(৪) দেন্দার যদি সম্পত্তি বিক্রয়ের সম্মতি লিখিয়া দেয় ও ২৯০ ধারার বিধিমতে যে সময় নির্দ্ধার্য্য আছে, তাহা অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বেই সম্পত্তি বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে ক্রোকী কার্য্যকারক সেই লিখিত সম্মতি আদালতের আজ্ঞার নিমিত্ত অবিলম্বে পাঠাইবেন।

(৫) যখন ক্রোকী সম্পত্তি আদালতে লইয়া যাওয়া হয়, তখন সেই সম্পত্তি আদালতের আদেশমত নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখা হইবে ও নাজিরের হেফাজতে থাকিবে। যদ্যপি সম্পত্তি এরূপ প্রকারের হয় যে আদালত গৃহে সুবিধামত রাখা যাইতে পারে না ও নাজিরের নিজের হেফাজতে রাখা যাইতে পারে না, তাহা হইলে আদালতের সম্মতিক্রমে সুবিধামত ও অল্প ব্যয় সাধ্য স্থানে

রাখিতে হইবে এবং যাহার হেফাজতে ঐ সম্পত্তি রাখা হইবে তাহার পারিশ্রমিক আদালত নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন।

(৬) যে সম্পত্তি ক্রোক করা হয় তাহা যদি সেই স্থানে ক্রোকী কার্য্যকারকের হেফাজতে থাকে এবং ডিক্রীমতে খাতক ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি তাহাতে দাবীদার হয়, তাহা হইলে ডিক্রীদার ক্রোক উঠাইয়া না লইলে সেই কার্য্যকারক সেই সম্পত্তি নিজের অধিকারে রাখিবেন এবং দাবীদারকে আদালতে মুজাহেমের মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে বলিলেন।

(৭) যদ্যপি ডিক্রিদার ক্রোক উঠাইয়া লয় তাহা হইলে ক্রোকী কার্য্যকারক দেন্দারকে জ্ঞাত করিবেন যে সম্পত্তি তাহার ইচ্ছাধীন রহিল। সম্পত্তি ক্রোক হইতে মুক্ত হইলে অথবা কোন তৃতীয় ব্যক্তি তাহাতে দাবী করিলে যদি সেই সম্পত্তি যে স্থানে ক্রোক করা হইয়াছিল তথা হইতে স্থানান্তর করা হইয়া থাকে, যদ্যপি কোন ব্যক্তি সেই সম্পত্তির অধিকার না লয়, তাহা হইলে ক্রোকী কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য এই যে, যেস্থান হইতে সম্পত্তি ক্রোক করা হইয়াছিল পুনরায় সেই স্থানে রাখা হয়।

(৮) যদি কোন জীবিত প্রাণী ক্রোক করিয়া, যেস্থানে ক্রোক করা হয়, সেই স্থানে রাখা যায়, তাহা হইলে ডিক্রীমত খাতক ক্রোকী কার্য্যকারকের তত্ত্বাবধানে সেই জীবিত প্রাণীর খাওয়াইবার ও চরাইবার ভার লইতে পারে। কিন্তু যদি ডিক্রী-দার যে আদালত হইতে ক্রোকের আজ্ঞা পাইয়াছে, সেই আদা-লতের আদেশমত ঐ জীবিত প্রাণীর হেফাজতে রাখিবার জন্য খরচা দাখিল করে, তাহা হইলে যত লোক সেই কার্য্যে নিযুক্ত হইবে, তাহা ক্রোকী কার্য্যকারক বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন।

(৯) যদি ডিক্রীমত খাতক জীবিত প্রাণীর খাওয়াইবার ভার লইতে অপারক হয় ও ডিক্রীদার খাওয়াইবার খরচ দিতে অস্বীকার করে কিম্বা আদালতে লইয়া যাইবার জন্য খরচ না দেয়, তাহাহইলে ক্রোকী কার্য্যকারক অবিলম্বে সেই মর্ম্মের রিপোর্ট আদালতে পাঠাইবেন।

(১০) ক্রোকী জন্তু আদালতে আনীত হইলে যাবত ক্রোক থাকিবে তাবত উহাদিগকে খাওয়াইবার ও নিরাপদে রাখিবার দায়িত্ব নাজিরের উপর থাকিবে।

(১১) কিন্তু আদালতের নিকটে যদ্যপি সরকারী খোঁয়াড় (Govt. Pound) থাকে, তাহাহইলে নাজির সেই খোঁয়াড়ে ক্রোকী জন্তু গণকে রাখিতে পারিবে। এবং খোঁয়াড় রক্ষক (Pound keeper) সাধারণ লোকের পশ্বাদির যেরূপ হারে খোরাকী আদায় করে উক্ত জন্তুগণের তদ্রুপ খরচা নাজীরের নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবে।

(১২) যদ্যপি নিকটে খোঁয়াড় না থাকে কিম্বা আদালতের অভিমতে ক্রোকী জন্তুকে যদি খোঁয়াড়ে রাখা অসুবিধা বোধ হয়, তাহাহইলে নাজীর আপন বাটীতে রাখিতে পারেন কিম্বা আদালতের অভিমতে অন্য কোন ব্যক্তির নিকট রাখিতে পারেন। কিন্তু সকল স্থলেই নাজীর দায়ী হইবেন।

(১৩) ক্রোকী জীবজন্তুর খোরাকীর ও রক্ষণের খরচা, কাল এবং স্থানীয় সুবিধা ও অসুবিধা মতে, জেলার জজ সাহেব সময়ে সময়ে নিরূপন করিবেন।

(১৪) অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার জন্য যত কোর্টফীজ প্রদান করা হয় তাহার সার্টিফিকেট ক্রোকী কার্য্যকারক দিবেন।

এবং যত কালের নিমিত্ত ক্রোকের খরচা দাখিল করা হইয়াছে তাহার যদি অধিক সময় সম্পত্তি ক্রোক রাখা আবশ্যক হয় তাহার অতিরিক্ত খরচা আদালতে অগ্রিম দাখিল করিতে হইবে।

১০। দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৬৫২ ধারা মতে আদালতের অনুমতি ক্রমে ডিক্রীদার ক্রোকী সম্পত্তি খরিদ করিলে কি হারে টাকা আমানত করিতে হইবে ? তৎসম্বন্ধে হাইকোর্ট হইতে যে বিধি প্রণয়ন হইয়াছে তাহা বিস্তারিত রূপে লেখ।

উঃ। (১) যখন ডিক্রীদার আদালতের অনুমতি লইয়া সম্পত্তি খরিদ করে, এবং ডিক্রীর টাকা সম্পত্তির মূল্য বাদ দিবার অভিপ্রায় জানায়, এবং ডিক্রিতে যত টাকা আছে সম্পত্তির মূল্য তাহা অপেক্ষা বেশী না হয় তাহাহইলে কোর্ট ফী আইনের বিধির ২০ ধারার ১ম প্রকরণ মতে আদালতের খরচা ডিপজিট করিতে হইবে।

(২) কিন্তু যদি খরিদের টাকা ডিক্রীমত টাকার বেশী হয় এবং ঐ বেশী টাকা নিলামের খরচা সমেত শতকরা ২৫৲ টাকার অধিক না হয়, তাহাহইলে অতিরিক্ত যত টাকা হইবে তাহার বেশী ডিপজিট করিতে হইবে না।

(৩) সেই অতিরিক্ত বেশী টাকা যদি শতকরা ২৫৲ টাকার অধিক হয়, তাহাহইলে ৩০৬ ধারার বিধানমতে শতকরা ২৫৲ টাকা ডিপজিট করিতে হইবে।

(৪) যখন পূর্ব্বোক্ত (১) এবং (২) বিধিমতে কোর্ট ফীজ ডিপজিট করা হয়, নীলাম চূড়ান্ত হইবার কালীন উক্ত খরচা যথার্থ হইয়াছে কি না তদ্বিষয়ে আদালত বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন।

১১। ১৮৮০ সালের ৭ আইনের বিধানমতে সাধুশরণ সিংহ আপীলেণ্ট বনাম পাঁচদেও লাল রেস্‌পন্‌ডেণ্টের মোকদ্দমায় হাইকোর্ট হইতে যে নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহার মর্ম্ম সংক্ষেপে বর্ণন কর।

উঃ। এই মোকদ্দমায় বাদীগণের মহালের এক অংশ ১৮৮১ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর তারিখে ১৮৮০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের রোডসেস এবং পাবলিক ওয়ার্কসেসের কিস্তির বাবদে সার্টিফিকেট জারীক্রমে নীলাম হয় এবং প্রতিবাদীগণ তাহা খরিদ করে। বাদীগণ কালেক্টরের নিকট নীলাম রহিত হইবার নিমিত্ত দরখাস্ত দেয় কিন্তু কালেক্টর সাহেব তাহা নামঞ্জুর করেন। তৎপরে তাহারা কমিশনার সাহেবের নিকট আপীল করে এবং তাহাও নামঞ্জুর হয়। অবশেষে তাহারা দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করে এবং সবজজ তাহা ডিশমিশ করেন। কিন্তু হাইকোর্ট নিম্নলিখিত হেতুতে মোকদ্দমার বিচারের নিমিত্ত পুন প্রেরণ করেন।

বিজ্ঞবিচারপতিগণ বলেন যে, "১০ ধারামতে নোটীশ রীতিমত জারী না হইলে সার্টিফিকেট চূড়ান্ত (absolute) হইতে পারে না।" মনে করুন যে ১৮৮০ সালের ৭ আইনের বিধিমতে সার্টিফিকেট জারির নিমিত্ত রীতিমত নোটীশ জারী ও প্রচার না হইলে এবং তজ্জন্য সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া গেলে যদি কোন ব্যক্তির বিশেষ ক্ষতি হয়, তাহা হইলে সেই সম্পত্তির অধিকারীর কি উপায় আছে? সে ব্যক্তি দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৩১১ ধারার কিম্বা ১৮৮৮ সালের ৭ আইনের ২ ধারামতে কমিশনার সাহেবের নিকট ঐ নীলাম রহিত হইবার আপীল করিবে?

অথবা পূর্ব্বোক্ত দুটী উপায়ই অবলম্বন করিবে? কিন্তু ১৮৮০ সালের ৭ আইনের এমন কোন প্রকাশ্য বিধি নাই যে, এরূপ স্থলে ডিক্রীমত খাতক উভয় পথই অবলম্বন করিবে। যদি উভয় পথই অবলম্বন করে, তাহা হইলে বিভিন্ন বিচারপতিগণের বিভিন্নরূপ বিচারের দ্বারায় সম্পত্তি সম্বন্ধে বিশেষ গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা। ১৮৮০ সালের ৭ আইনের ১৯ ধারায় লেখা আছে যে ডিক্রিজারী সম্বন্ধে যাবতীয় কার্য্য পদ্ধতি দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনে হইবে। আমাদের অনুমান হয়, "ডিক্রিজারীর নীলাম সম্বন্ধীয় কার্য্য" (in respect of sales in execution of decrees) অর্থে নীলামের পর যে সকল কার্য্য হয় তাহা বুঝায় না। অতএব দেঃ কাঃ বিধি আইনের ৩১১ এবং ৩১২ ধারা, সার্টিফিকেট জারী ক্রমে নীলাম রহিতের কার্য্য সম্বন্ধে প্রয়োগ হইতে পারে না। সুতরাং আমাদের অভিমত এই যে, ডিক্রিমত খাতক ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের ২ ধারামতে আপীল করিয়া আপন উপকার পাইতে পারে। অতএব হাইকোর্টের বিচারপতিগণের নিষ্পত্তিমতে জেলার কালেক্টর সাহেবগণ রাজকীয় প্রাপ্য আদায় সম্বন্ধীয় কার্য্যে নিম্নলিখিত কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বন করিবেন :——

(১) যখন সার্টিফিকেট জারীক্রমে ১৮৮০ সালের ৭আইনের বিধিমতে কোন আসিষ্টেণ্ট অথবা ডেপুটী কালেক্টর কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতাক্রমে কোন স্থাবর সম্পত্তি নীলাম করেন, সেই নীলাম রদের আপীল জেলার কালেক্টর সাহেবের নিকট হইবে না।

(২) যে কার্য্যকারক নীলাম করেন তাহার নীলাম রদ করিবার ক্ষমতা নাই।

(৩) ঐ নীলামের দ্বারা যে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হন, তিনি ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের ২ ধারার বিধানমতে, কমিশনার সাহেবের নিকট আপীল করিবেন।

(৪) কমিশনার সাহেবের আজ্ঞা সেই আপীলে চূড়ান্ত (final) হইবে।

(৫) ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ২৬ ধারার বিধানমতে কমিশনার সাহেব সেই মোকদ্দমা রেভিনিউ বোর্ডে পাঠাইতে পারেন।

(৬) যখন নীলাম চূড়ান্ত হয় তখন কালেক্টর সাহেব খরিদ-দারকে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ২৮ ধারামতে সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন ও ঐ আইনের ২৯ ধারামতে সম্পত্তির দখল দিবেন।

(৭) বিক্রয়োৎপন্ন টাকা (purchase money) ঐ আইনের ৩১ ধারামতে প্রয়োগ হইবে। (ই, ল, রি, কলি, ভলিউম ১৪, পৃঃ ১)

১২। ১৮৮০ সালের ৭ আইনের ৫ এবং ৭ ধারার বিধান মতে কি কি রাজকীয় প্রাপ্য (public demands) আদায় হইতে পারে তাহার ফিরিস্তি লেখ।

উঃ।—

প্রাপ্যের বর্ণনা (discription of demand)	যে যে আইনমতে আদায় হয়।
(১) (৫ধারা মতে) কোন মহাল বা ভূসম্পর্ক (tenure) বাকী মাল-গুজারীর নিমিত্ত বিক্রয় হইলে এবং	

প্রাপ্যের বর্ণনা (discription of demand)	যে যে আইন মতে আদায় হয়।
আবশ্যকীয় খরচ পত্র বাদে যাহা বাকী থাকে তাহা—ইজারদারের নিকট বাকী মালগুজারী পাওনা হইলে তাহা …	
(২) (৭ ধারা মতে) বোর্ডের আদেশ মত কোন ব্যক্তির গরহাজীরি হইলে তাহার উপর যে জরিমানা হয় তাহা …	১৭৯৩ সালের ২ রেগুঃ ৩৩ ধারা।
কোন মহালের মালিক অথবা ইজারদারের প্রতি হিসাব, সংবাদ প্রভৃতির দিবার নিমিত্ত নিজে কিম্বা এজেণ্ট দ্বারা দাখিল করিবার কালেক্টর শাহেবের আজ্ঞা হইলে তাহা দাখিল না করিবার নিমিত্ত যে জরিমানা হয় তাহা …	১৮১৭ সালের ১২ রেগুঃ ৩২ ধারা ও ১৮৪৮ সালের ২০ আইনের ১ ধারা।
পাটোয়ারীর পক্ষে যে টাকা এবং জরিমানা কালেক্টর সাহেব নির্ণয় করেন তাহা …	১৮১৭ সালের ১২ রেগুঃ ৩৬ ধারা।
লাখরাজ বাজেয়াপ্ত করিবার	

প্রাপ্যের বর্ণনা (description of demand)	যে যে আইন মতে আদায় হয়।
কালীন কোন ব্যক্তির প্রতি হাজির হইবার ও হিসাব দাখিল করিবার নিমিত্ত বোর্ডের আদেশমত কালেক্টর সাহেবের আজ্ঞা প্রতিপালন না করিলে যে জরিমানা হয় তাহা ...	১৮১৯ সালের ২ রেগুঃ ১৩ ধারা।
লাখরাজ বাজেয়াপ্তের কার্য্য চলিবার সময়ে কোন ব্যক্তি প্রতিবন্ধক প্রদান করিলে বোর্ড হইতে যে জরিমানা হয় তাহা ...	১৮১৯ সালের ২ রেগুঃ ১৪ ধারা।
১৮২২ সালের ৭ রেগুঃ মতে কালেক্টর সাহেব তদন্ত করণান্তর যে ক্ষতি ও খরচা প্রদান করেন তাহা ...	১৮২২ সালের ৭ রেগুঃ ২৩ ধারার ৩য় প্রকরণ।
কালেক্টর সাহেবের আদেশমত সৈন্যগণের রসদ, নৌকা, কিয়ৎকালের নিমিত্ত সেতু প্রভৃতি যোগাইবার কোন মহালের মালিক ও ইজারদার প্রভৃতিগণের উপর আজ্ঞা হইলে ও সেই আজ্ঞা অবহেলনের নিমিত্ত যে জরিমানা হয় তাহা ...	১৮২৫ সালের ৬ রেগুঃ ৪ ধারা।
কালেক্টর সাহেব কোন মহালের বন্দোবস্ত করিবার কালীন কোন	

প্রাপ্যের বর্ণনা (description of demand)	যে যে আইন মতে আদায় হয়।
লাখরাজ সিদ্ধ কি না ইহা অনুসন্ধানের জন্য অথবা অন্য কোন কার্য্যের নিমিত্ত সাক্ষীগণের প্রতি যে খরচা দিবার আদেশ করেন অথবা তৎসম্বন্ধে অন্য কোন খরচা …	১৮২৫ সালের ৯ আইনের ৫ ধারার ১০ প্রকরণ।
সরকারী কোন একাউণ্টেণ্টের নিকট হইতে তহবিল ভাঙ্গা অথবা অন্য কোন ক্ষতির নিমিত্ত যে টাকা পাওনা হয় …	১৮৫০ সালের ১২ আইনের ৪ ধারা।
আফিমের দাদন …	১৮৫৭ সালের ১৩ আইনের ১৬ ধারা।
কোন ব্যক্তি নীলাম ডাকিয়া টাকা না দেওন প্রযুক্ত দ্বিতীয় বার নীলাম হইলে যে বাকী থাকে …	১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ২৩ ধারা।
ইনকাম্ ট্যাক্স …	১৮৮৬ সালের ২ আইনের ৩০ ধারা।
হস্তীরক্ষণ বিষয়ক আইনমতে যে ফী আদায় হয় …	১৮৭৯ সালের ৬ আইনের ১০ ধারা।
কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণের অথবা তাহাদের	

প্রাপ্যের বর্ণনা (description of demand)	যে যে আইন মতে আদায় হয়।
প্রতিভূগণের নিকট হইতে যে টাকা পাওনা হয় তাহা ...	১৮৭৯ সালের ৯ আইনের ৪৬ ধারা।
ড্রেন প্রস্তুত করিবার জন্য কোন ভূমি আবশ্যক হইলে তাহার উন্নতির নিমিত্ত যে টাকা দেনা হয় ...	১৮৮০ সালের ৬ আইনের ২৬ এবং ৩৮ ধারা।
ইজারদারের জামিন (দারের) নিকট হইতে যে টাকা পাওনা হয় তাহা ...	
জমীদারী ডাক কর ...	১৮৬২ সালের ৮ আইনের ৯ ধারা।
কোন প্রবেটে কিম্বা ধনাধ্যক্ষতার ক্ষমতাপত্রে কিম্বা সার্টিফিকেটে প্রথম অবস্থার কম মূল্যের কোর্টফী দেওয়া গেলে তাহার উপযুক্ত কোর্ট-ফীজ যাহা আদায় হয় তাহা ...	১৮৭০ সালের ৭ আইনের ১৯ G. এবং ১৯ H. ধারা।
দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত যে টাকা কর্জ্জ দেওয়া হয় তাহা ...	১৮৭৫ সালের ৪ আইনের ১ ধারা।
জরিপের নিমিত্ত যে খরচা পড়ে তাহা ...	১৮৭৫ সালের ৫ আইনের ৫৭ ধারা।
জমীর উর্ব্বরতা বৃদ্ধির জন্য	

প্রাপ্যের বর্ণনা description of demand	যে যে আইন মতে আদায় হয়।
সরকারী খাল হইতে জল লইবার যে খাজানা (Irrigation rates) ...	১৮৭৬ সালের ৩ আইনের ৪২,৭৩ এবং ৮৫ ধারা।
ভূমির রেজিষ্টারীর জন্য ফী, জরিমানা প্রভৃতি ...	১৮৭৬ সালের ৭ আইনের ৮২ ধারা।
বাটোয়ারার মোকদ্দমার ফী, জরিমানা খরচা প্রভৃতি ...	১৮৭৬ সালের ৮ আইনের ১৩৮ ধারা।
আবকারীর ইজারদারের নিকট হইতে যে টাকা পাওনা হয় ...	১৮৭৮ সালের ৮ আইনের ৩৬ ধারা।
১৮৬৪ সালের খাল খনন বিষয়ক আইন মতে টোলের ইজারদার ও তাহার প্রতিভূর নিকট হইতে যে টাকা পাওনা হয় তাহা ...	
খেয়াঘাটের ইজারদারের নিকট হইতে যে টাকা পাওনা হয় তাহা ...	
ভারতবর্ষের পক্ষে ষ্টেট্ সেক্রেটারীর কোন রায়তের নিকট হইতে জোতের নিমিত্ত গোচারণ, জলকর ও বনকরের নিমিত্ত যে বাকী খাজনা পাওনা হয় তাহা ...	
পথকর ও পূর্ত্তকার্য্যকরের বাকী ...	১৮৮০ সালের ৯ আইনের ৯৮ ধারা।

প্রাপ্যের বর্ণনা (description of demand)	যে যে আইন মতে আদায় হয়।
লিপিবদ্ধ সহাংশীর নিকট হইতে অংশীদারের যে রোডসেস্ পাওনা হয় তাহা …	১৮৮০ সালের ৯ আইনের ৪৯ ধারা।
কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের বাকী খাজনা ও সার্টিফিকেট জারীর খরচ …	১৮৮১ সালের ৩ আইনের ১০ ধারা।
কোন মহাল কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধান হইত মুক্ত হইলে পর যে খরচা পাওনা হয় তাহা …	১৮৮১ সালের ৩ আইনের ১১ ধারা।
বাঁধের খরচা (embarkment expenses) …	১৮৮২ সালের ২ আইনের ৭০ ধারা।
ভূমির উন্নতির নিমিত্ত যে কর্জ্জ দেওয়া হয় …	১৮৮৩সালের ১৯ আইনের ৭ ধারা।
কৃষকগণকে যে কর্জ্জ দেওয়া হয় …	১৮৮৪সালের ১২ আইনের ৫ ধারা।
বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের ১০ম অধ্যায় মতে জমীদার ও প্রজার মধ্যে যে খরচা বিভাগ করিয়া দেওয়া হয় তাহা …	১৮৮৫ সালের ৮ আইনের ১১৪ ধারা।

১৩। সার্টিফিকেট জারী হইলে কত দিনের মধ্যে কালেক্টর সাহেবের নিকট আপত্তি করিতে হয় ?

উঃ। সার্টিফিকেট জারীর তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে।

কোর্ট অফ ওয়র্ডস্

১৮৭৯।৯ ও ১৮৮১।৩ আইন।

১। কোন্ কোন্ প্রকারের ব্যক্তিগণের সম্পত্তি কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডসের অধীন হইতে পারে।

উঃ। সম্পত্তির কার্য্যাধ্যক্ষতা করিতে অক্ষম স্ত্রীলোকদিগের এবং নাবালগের এবং উপযুক্ত দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তি অনুসারে যেসকল ব্যক্তি ক্ষিপ্তমনা ও আপন বিষয়ের কার্য্যাধ্যক্ষতা করিতে অক্ষম বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে তাদৃশ ব্যক্তির বা উক্ত আদালতের নিষ্পত্তিক্রমে স্বাভাবিক দোষ কি দৌর্ব্বল্য হেতুক যেসকল ব্যক্তি আপন সম্পত্তির কার্য্যধ্যক্ষতা করিতে অনুরূপে অক্ষম বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে তাদৃশ ব্যক্তির সম্পত্তি সকল কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডসের অধীন। (৬ ও ৭ ধারা)

২। সম্পত্তি কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডসের অধীন থাকিবার কালীন যদি কোন মালিক কর্জ্জ করেন তাহা কি পরিমাণে সিদ্ধ ?

উঃ। রাজানুপালিত কার্য্যাধ্যক্ষের সম্মতি ব্যতীত যে কোন ঋণ করিবেন তাহার নিমিত্ত সম্পত্তি দায়ী হইবে না। (৬০ ধারা)

৩। রাজানুপালিত ব্যক্তি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতে পারে কিনা ?

উঃ। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের অনুমতি পাইলে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতে পারে (৬১ ধারা)

৪। কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস অধীনস্থ প্রজাগণের নিকট হইতে কি প্রকারে বাকী খাজনা আদায় করিতে হয় ?

উঃ। ১৮৮০।৭ আইনমতে সার্টিফিকেট জারী করিয়া আদায় করিতে হয়। (৬৩ ধারা)

৫। কোন ভূস্বামী অযোগ্য (disqualified) কি না ইহা নির্ণয় করিতে হইলে কালেক্টর সাহেবকে কি কার্য্য প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে তাহা সংক্ষেপে লেখ ?

উঃ। যখন কোন জেলার কালেক্টর সাহেব এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন যে ঐ জেলা নিবাসী কিম্বা ঐ জেলার তৌজীভুক্ত কোন মহালের অধিকারী কোন ব্যক্তিকে ৫ ধারামতে অযোগ্য ভূস্বামী বলিয়া নির্দ্দেশ করা উচিত, তাহা হইলে তিনি তদ্বিষয়ে রিপোর্ট করিবেন ; এবং উক্ত রিপোর্ট পাইয়া কোর্ট যেরূপ বিহিত বোধ করেন, তদ্রূপ আইন সঙ্গত আজ্ঞা করিবেন।

যখন কোন জেলার কালেক্টর সাহেব এরূপ সংবাদ পায়েন যে ঐ জেলার তৌজীভুক্ত কোন মহালের একমাত্র ভূস্বামীর মৃত্যু হইয়াছে কিম্বা কোন মহালের একমাত্র ভূস্বামী ঐ জেলার মধ্যে মরিয়াছেন এবং উক্ত কালেক্টর সাহেব এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন যে, উক্ত ভূস্বামীর উত্তরাধিকারীদিগকে ৬ ধারামতে অযোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ কি নিষ্পত্তি করা উচিত তিনি উক্ত উত্তরাধিকারীদ্দিগের অস্থাবর সম্পত্তি ও তাঁহাদের সম্পত্তি সম্বন্ধীয় সমুদায় দলীল নিরাপদে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আজ্ঞা প্রদান করিবেন ; এবং কালেক্টর সাহেব অপ্রাপ্ত বয়স্ক

ব্যক্তিকে নির্দ্দিষ্ট দিনে তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইবার অনুমতি দিবেন ও তিনি অপ্রাপ্ত বয়স্কের কিয়ৎকালীন আশ্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে যেরূপ উচিত বোধ করেন তদ্রূপ আজ্ঞা করিবেন। অপ্রাপ্ত বয়স্ক স্ত্রীলোক হইলে তাঁহাকে কালেক্টর সাহেবের সমক্ষে উপস্থিত করা যাইবে না।

৬। কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের কার্য্যধ্যক্ষের (manager) কি বিশেষ কর্ত্তব্য (duties) কার্য্য তাহা উল্লেখ কর।

উঃ। (১) রাজানুপালিতের (ward) সম্পত্তির যে অংশের তত্ত্বাবধান করিতে কোর্ট আদেশ দেন সেই অংশের তত্ত্বাবধান করিবেন,

(২) তদ্রূপ সমুদায় সম্পত্তির ও তৎসম্পর্কে যাহা কিছু পাইবেন, তাহার নিয়মিতরূপে হিসাব দিবার নিমিত্ত কোর্ট যদ্রূপ জামীন দেওয়া উচিত বিবেচনা করেন তদ্রূপ জামীন দিবেন,

(৩) তাঁহার কার্য্যধ্যক্ষতা গেলে, কার্য্যাধ্যক্ষতাকালের আয় ব্যয়ের নিকাশ কোর্টে দিবার দায়ী থাকিবেন,

(৪) কোর্ট যেরূপ আদেশ করেন তদ্রূপ সময়ে ও তদ্রূপ পাঠে আপনার হিসাব নিকাশ করিবেন,

(৫) নিকাশ করিয়া তাঁহার কাছে যে বাকী টাকা পাওনা থাকে তাহা দিবেন,

(৬) যে ব্যয়ের জন্য পূর্ব্বে কোর্টের অনুমতি লওয়া যায় নাই, যে কার্য্যে সম্পত্তির সেই ব্যয় হইবে, সেই কার্য্যের নিমিত্ত কোর্টের অনুমতি প্রার্থনা করিবেন,

(৭) স্বীয় পদোপলক্ষে যে সকল কাগজপত্র ও দলীল ও নিদর্শনপত্র ও লেক্ষ্য সম্পাদন করেন, তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন,

(৮) স্বীয় কর্ত্তব্য পালনার্থে যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করেন, তজ্জন্য সম্পত্তি হইতে বেতন পাইবেন,

(৯) তাঁহার ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্রুটী ও গুরুতর উপেক্ষা বশতঃ সম্পত্তির কোন ক্ষতি হইলে তজ্জন্য দায়ী হইবেন।

৭। রাজানুপালিতের অভিভাবকের (guardian) সাধারণ (ordinary) ও বিশেষ (special) কার্য্য কি ?

উঃ। সাধারণ কর্ত্তব্য—রাজানুপালিতের তত্ত্বাবধানার্থে নিযুক্ত অভিভাবকের প্রতি রাজানুপালিতের সংরক্ষণের ভার অর্পিত থাকিবে ও তাঁহার ভরণপোষণের ও সাস্থ্যের ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক হইলে, শিক্ষার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

বিশেষ কর্ত্তব্য—কোর্টের নিযুক্ত প্রত্যেক অভিভাবককে—

(১) তাঁহার নিয়মিতরূপ কর্ত্তব্য পালন সম্বন্ধে কোর্ট কালেক্টর সাহেবের নিকটে যেরূপ (যদি কোন) জামীন দেওয়া উচিত বোধ করেন তদ্রূপ জামিন দিবেন,

(২) কোর্ট যে সময়ের ও যে পাঠের আদেশ করেন, সেই সময়ে ও সেই পাঠে স্বীয় হিসাব নিকাশ করিবেন,

(৩) নিকাশ করিয়া তাঁহার যে বাকী টাকা দেনা হয়, তাহা দিবেন,

(৪) অভিভাবকতা শেষ হইলে, অভিভাবকতা কালের আয় ব্যয়ের হিসাবের জন্য কোর্টের নিকটে দায়ী থাকিবেন,

(৫) কোর্ট পূর্ব্বে যে ব্যয়ের অনুমতি করেন নাই; যেকার্য্যে সেই ব্যয় হয়, সেই কার্য্য কোর্টের অনুমতি প্রার্থনা করিবেন,

(৬) স্বীয় কর্ত্তব্য পালনার্থ যে যত্ন ও পরিশ্রম তজ্জন্য কোর্ট

যত বেতন দেওয়া উচিত বিবেচনা করেন, রাজানুপালিতের সম্পত্তি হইতে তত বেতন পাইবার সত্ববান হইবেন।

৮। রাজানুপালিতের অভিভাবক কোন্ ব্যক্তি নিযুক্ত হইতে পারেন না ?

উঃ। ব্যবস্থাক্রমে যে ব্যক্তি রাজানুপালিতের আসন্ন উত্তরাধিকারী কিম্বা রাজানুপালিতের উত্তরজীবী হওয়া প্রকারান্তরে যাঁহার সাক্ষাৎ স্বার্থ, এরূপ ব্যক্তি তাঁহার অভিভাবক পদে নিযুক্ত হইবেন না।

৯। কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের ম্যানেজার ইষ্টেট্ হইতে যে টাকা প্রাপ্ত হন অগ্রগণ্যতা অনুসারে (order of priority) যে প্রকারে ব্যয় করিতে পারেন তাহা পর্য্যায়ক্রমে লেখ ?

(প্রথম শ্রেণী।)

উঃ। রাজানুপালিত ব্যক্তির ও তদীয় পরিবারের ভরণ পোষণ, শিক্ষা ও ধর্ম্ম কর্ম্মের নিমিত্ত ও রাজানুপালিত ব্যক্তির সম্পত্তির কার্য্যাধ্যক্ষতা ও তত্বাবধানের নিমিত্ত যে খরচ আবশ্যক হয় তাহা দেওয়া এবং ঐ সম্পত্তির জন্য বা তাহার কোন অংশ জন্য সরকারী রাজস্বের যে যে কিস্তী কিম্বা যে যে কর কি অন্য রাজকীয় প্রাপ্য সময়ে সময়ে দেনা পড়ে, তাহা শোধ করা।

(দ্বিতীয় শ্রেণী।)

রাজানুপালিত ব্যক্তির পক্ষে ভোগকৃত ভূমি সম্বন্ধে কোন উর্দ্ধতন ভূম্যধিকারীর নিকট যে খাজানা বা কর বা অন্য টাকা দিতে হয় তাহা দেওয়া, রাজানুপালিত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করা।

দেওয়ানী আদালতে রাজানুপালিত ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষার্থ বা প্রকারান্তরে যে টাকা খরচ করা আবশ্যক হয়, তাহা দেওয়া, রাজানুপালিত ব্যক্তির মহাল ও ইমারৎ ও অন্য স্থাবর সম্পত্তি কার্য্যকর অবস্থায় রাখা ও সম্পত্তি, কোর্টের রক্ষণাবেক্ষণাধীনে আসিবার পূর্ব্বে তদুৎপন্ন উপস্বত্ব হইতে যে ধর্ম্ম সংক্রান্ত ও দাতব্য ও অন্য বৃত্তি প্রদত্ত হইত, এবং রাজানুপালিত ব্যক্তির পারিতোষিক পদোপযোগী যে বৃত্তি ও চাঁদা দিতে কোর্ট অনুমতি করেন তাহা দেওয়া।

(তৃতীয় শ্রেণী।)

রাজানুপালিত ব্যক্তির ভূমির ও সম্পত্তির উৎকর্ষ সাধন করা এবং সাধারণত রাজানুপালিত ব্যক্তির ও তদীয় সম্পত্তির উপকার করা।

N. B. দ্বিতীয় শ্রেণীর কার্য্য অপেক্ষা প্রথম শ্রেণীর কার্য্য এবং তৃতীয় শ্রেণীর কার্য্য অপেক্ষা দ্বিতীয় শ্রেণীর কার্য্য অগ্রগণ্যতা পাইবে।

৯। রাজানুপালিতের উদ্ধৃত টাকা হইতে কি কি সম্পত্তি খরিদ করা যাইতে পারে ?

উঃ। উদ্ধৃত টাকা হইতে ভূসম্পত্তি খরিদ করা যাইতে পারিবে, কিম্বা তাহা লইয়া স্থদের আশায়, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কিম্বা গ্রেট্ ব্রিটন ও আয়রলণ্ড সংযুক্ত রাজ্যের প্রমিসরি নোট কি ডিবেন্চর কি ষ্টক্ কি অন্য সিকুরিটী, কিম্বা শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরীর পার্লিমেণ্ট ভারতবর্ষের রাজস্বের উপর যে বাণ্ডের ও ডিবনচারের ও বার্ষিক বৃত্তির দায় বর্ত্তান তাহা, কিম্বা

ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট্ সেক্রেটারী সাহেব রেলওয়ে কি অন্য কোম্পানীর যে ষ্টকের কি ডিবেনচারের কি শ্যারের স্থদের প্রতিভূ হন তাহা, কিম্বা ব্রিটিস্ ভারতবর্ষের সংস্থাপিত ব্যবস্থাপকগণের প্রণীত কোন আইনের বলে কোন মিউনিসিপ্যাল সমাজ কর্ত্তৃক কি তৎপক্ষে দত্ত টাকার ডিবেনচার কি অন্য সিকিউরিটী, কিম্বা কোর্ট আদেশ করিলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কি বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট অন্য যে সিকিউরিটীর কি ষ্টকের কি শ্যারের প্রতিভূ হন তাহা ক্রয় করা যাইবে।

১০। কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডেসের আইনমতে কালেক্টর সাহেব যে আজ্ঞা দেন তাহার আপীল কোথায় হইবে ?

উঃ। কমিশনার সাহেবের নিকট হইবে।

১১। নিম্নলিখিত শব্দগুলি ব্যাখ্যা কর ?

"কোর্ট" "মহাল" "অপ্রাপ্তবয়স্ক" (minor) এবং রাজানু-পালিত (ward)।

উঃ। "কোর্ট" শব্দে কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস্ বুঝাইবে, কিম্বা কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস্ স্বীয় ক্ষমতা কমিশনার সাহেবের কি কালে-ক্টর সাহেবের কি অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি অর্পণ করিলে ঐ ক্ষমতা সম্বন্ধে তৎপ্রাপ্ত কমিশনার সাহেবকে কি কালেক্টর সাহেবকে কি অন্য ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

কালেক্টরী তৌজীভুক্ত যে সমস্ত ভূমি ভূরাজস্ব বিষয়ক একই প্রাপ্য টাকা দিবার দায়ে দায়ী "মহাল" শব্দে তৎসমস্তই বুঝাইবে।

একুশ বয়স্ যাহার পূর্ণ হয় নাই "অপ্রাপ্তবয়স্ক" শব্দে সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

যে ব্যক্তি বা যাহার সম্পত্তি কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডসের রক্ষণাবেক্ষণাধীনে থাকে "রাজানুপালিত," শব্দে সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

১২। কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের ম্যানেজার কতকালের নিমিত্ত ভূমির ইজারা দিতে পারেন ?

উঃ। পাঁচ বৎসরের বেশী ইজারা বিলি করিতে পারেন না।

ইনকম্ ট্যাক্সের ১৮৮৬।২ আইন।

১। কোন্ কোন্ আয়ের উপর ইন্‌কমটেক্স ধার্য্য হইতে পারে না ?

উঃ। নিম্নলিখিত কোন বিষয় কর যোগ্য হইবে না :—

(১) যে ভূমি কৃষিকার্য্যার্থ ব্যবহৃত হয় ও যাহার ভূরাজস্ব ধার্য্য আছে অথবা যাহার গবর্ণমেন্টের কার্য্যকারক কর্ত্তৃক উক্ত কার্য্যকারক স্বরূপ নির্দ্ধারিত ও সংগৃহীত কোন স্থানীয় রেট্ দিতে হয়, সেই ভূমি হইতে উৎপন্ন কোন খাজানা বা রাজস্ব; অথবা (২) (ক) কৃষি হইতে, কিম্বা (খ) কোন কৃষক শস্যরূপ খাজানা প্রাপক যে শস্য উৎপন্ন করেন বা প্রাপ্ত হন, তাহা হাটে লইয়া যাইবার যোগ্য করণার্থ তাঁহার যে কোন কার্য্য সচরাচর করিতে হয়, সেই কার্য্য হইতে কিম্বা (গ) কোন কৃষক বা শস্যরূপ খাজানা প্রাপক যে শস্য উৎপন্ন করেন বা প্রাপ্ত হন, তাহা বিক্রয় করিবার দোকান কি স্থান না রাখিয়া তৎকর্ত্তৃক সেই শস্য বিক্রয় হইতে উৎপন্ন আয়, অথবা (৩)

(১) দফায় যাহার উল্লেখ আছে, তদ্রূপ কোন ভূমির খাজানা বা রাজস্ব প্রাপক অথবা যে ভূমি সম্বন্ধে বা যে ভূমির উৎপন্ন সম্বন্ধে (২) দফার লিখিত কোন কার্য্য করা যায়, সেই ভূমির কৃষক বা শস্যরূপ খাজানা প্রাপক কোন গৃহের মালিক বা দখলিকার হইলে, ঐ গৃহ, কিন্তু ঐরূপ স্থলে আবশ্যক যে, উক্ত গৃহ ঐ ভূমির উপরে অথবা ঠিক পার্শ্বে থাকে, এবং খাজানা বা রাজাস্ব প্রাপকের কিম্বা কৃষক বা শস্য রূপে খাজানা প্রাপকের উক্ত ভূমির সহিত সম্বন্ধ হেতুক তাঁহার ঐ গৃহ বাসগৃহ স্বরূপ অথবা গোলাবাড়ী বা কারখানা বা অন্যরূপ বাহিরের ঘরস্বরূপ আবশ্যক হয় ; অথবা (৪) যে কোন জাহাজী কোম্পানী ব্রিটীশ ভারতবর্ষের বাহিরে সমবায়িত বা রেজিষ্টরী করা হয়, ও যাহার প্রধান কর্ম্মস্থান ভারতবর্ষের বাহিরে থাকে ও যাহার জাহাজ সামান্যতঃ ভারতবর্ষের নদ্যাদির বাহিরে সমুদ্রগামী বাণিজ্যে নিযুক্ত থাকে, তাহার কোন লভ্য অথবা (৫) যে সম্পত্তি কেবল ধর্ম্ম বা সাধারণ দাতব্যকার্য্যে নিয়োজিত হয়, তাহা হইতে উৎপন্ন আয়, অথবা (৬) কোন কোম্পানী বা কুটীর বা অবিভক্ত হিন্দু পরিবার করযোগ্য হইলে, ঐ কোম্পানীর বা কুটীর বা পরিবারের অন্তর্গত ব্যক্তি স্বরূপ কোন ব্যক্তি যে আয় ভোগ করেন, সেই আয়, অথবা (৭) কান ব্যক্তি বিলম্বে আন্নুয়েটী পাইবেন বলিয়া অথবা তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রীর বা সন্তানগণের কোনরূপ আর্থিকব্যবস্থা হইবে বলিয়া গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা বা অনুমতিমতি ক্রমে তাঁহার বেতন হইতে যাহা কাটিয়া লওয়া হয়, অথবা কোন ব্যক্তি আপনার জীবন অথবা আপনার স্ত্রীর জীবন উপলক্ষে কোন বিমা বা বিলম্বিত আন্নুয়িটী সম্বন্ধে

কোন বিমাকারী কোম্পানীকে যাহা দেন, তাহা যে আয় সম্বন্ধে এই বজ্জিত কথা না থাকিলে উক্ত ব্যক্তি এই আইনমতে কর-যোগ্য হইতেন, সেই আয়ের ষষ্ঠাংশের অনধিক অংশ হইলে, এতদর্থে যে কোন নিয়ম ও নিরূপণ, নির্দ্দিষ্ট হয়, তদধীনে ঐ অংশ, অথবা (৮) ষ্টাম্প নোটের কোন সুদ, অথবা (৯) শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সৈন্যদলের কিম্বা তদীয় ভারতবর্ষীয় সৈন্যদলের কোন আফিসর, ওয়ারেণ্ট আফিসর, নন্‌কমিশন আফিসর বা সামান্য সৈনিক যদি এরূপ কর্ম্মে নিযুক্ত না থাকেন যাহা চলিত রীত্যনুসারে অভিন্নভাবে সৈনিক পুরুষে ও সিবিলিয়ানে করিয়া থাকে ও যদি তাঁহার বেতন মাসিক পাঁচ শত টাকার অধিক না হয়, তাহা হইলে তাহার বেতন, অথবা (১০) সকল উপায়ে যে কোন ব্যক্তির আয় পাঁচশত টাকার কম, সেই ব্যক্তি।

(১১) কোন কর্ম্মচারীর বা চাকরের মুনিবের আয় এই ধরামতে কর হইতে মুক্ত বলিয়া কেবল এই কারণে উক্ত কর্ম্ম-চারী বা চাকর এই আইমমতে কর হইতে মুক্ত হইবেন না।

২। কোন কোম্পানীর চাকর ও পেন্‌শনভোগীগণকে কি প্রকারে কর দিতে হয় তাহার বিষয় লেখ ?

উঃ। (১) যে কোন ব্যক্তি কোন কোম্পানী হইতে কিম্বা স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ বা কোম্পানী ভিন্ন অন্য কোন সাধারণ সভা বা সমিতি হইতে অথবা বে-সরকারী মুনিবের নিকট হইতে কোন বেতন, আন্নুয়িটী, পেন্‌শন বা পারিতোষিক পান, তিনি ১ ভাগমতে যে কর দিবার যোগ্য হন, যে সময়ে উক্ত বেতন, আন্নুয়িটী, পেন্‌শন বা পারিতোষিক পান, তিনি ১ ভাগ মতে যে কর দিবার যোগ্য হন, যে সময় উক্ত বেতন, আন্নুয়িটী,

পেন্‌শন বা পারিতোষিকের কোন অংশ তাঁহাকে দেওয়া যায়, সেই সময়ে ঐ কর দিবেন।

২। কোন কোম্পানী হইতে অথবা পূর্ব্বোক্তরূপে কোন সভা বা সমিতি হইতে অথবা বেসরকারী কোন মুনিবের নিকট হইতে যে কোন ব্যক্তি কোন বেতন, আন্নুয়িটী, পেনশ্চন বা পারিতোষিক পান, সেই ব্যক্তি ১ ভাগমতে করযোগ্য হইলে, কালেক্টর সাহেব যে যে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হয় তাহা মানিয়া উক্ত কোম্পানী, সভা, সমিতি বা মুনিব কর্ত্তৃক গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ঐ কর আদায় হইবার সম্বন্ধে উক্ত কোম্পানী, সভা সমিতি বা মুনিবের কর্ত্তৃক গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ঐ কর আদায় হইবার সম্বন্ধে উক্ত কোম্পানী, সভা, সমিতি বা মুনিবের সহিত কোন বন্দো-বস্ত করিতে পারিবেন।

৩। ইনকম্ টেক্সের আপত্তি কতদিনের মধ্যে করিতে হয় ?

উঃ। নোটীশ পাইবার তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে আপত্তির দরখাস্ত করিতে হয়।

৪। ইন্‌কম ট্যাক্সের ডেপুটী কালেক্টরের আজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল কতদিনের মধ্যে কোথায় করিতে হয় ?

উঃ। নিষ্পত্তির তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে কমিশনার সাহেবের নিকট আপীল করিতে হয়।

৫। ব্যবসা হইতে যে আয় হয় তাহার কর কি হারে আদায় হইয়া থাকে ?

উঃ। (ক) বার্ষিক আয়—

৫০০৲ অন্যূন কিন্তু ৭৫০৲ ন্যূন নিদ্ধারিত হইলে ১০৲ কর হইবে।

৭৫০৲ ঐ ১০০০৲ ঐ ঐ ১৫৲ ঐ

১০০০৲ অন্যূন কিন্তু ১২৫০৲ ন্যূন নির্দ্ধারিত হইলে ২০৲ কর হইবে।				
১২৫০৲ ঐ	১৫০০৲ ঐ	ঐ	২৮৲	ঐ
১৫০০৲ ঐ	১৭৫০৲ ঐ	ঐ	৩৫৲	ঐ
১৭৫০৲ ঐ	২০০০৲ ঐ	ঐ	৪২৲	ঐ

(খ) বার্ষিক আয় ২০০০৲ টাকা বা তদধিক টাকা নির্দ্ধারিত হইলে, আয়ের টাকা প্রতি পাঁচ পাই।

৬। কোন ব্যক্তির ফলের বাগানের আয় পাঁচ শত টাকার বেশী হইলে তাহাকে কর দিতে হয় কি না?

উঃ। হাঁ, তাহাকে কর দিতে হয়।

৭। কোন ব্যক্তির কোম্পানীর কাগজ হইতে কেবল ৪৯০ টাকা বাৎসরিক আয় তাহাকে কর দিতে হইবে কি না?

উঃ। না।

৮। কোন্ সময়ে ইন্‌কম ট্যাক্স দিতে হয়?

উঃ। প্রকারান্তরে কোন নির্দ্দিষ্ট দিন না থাকিলে জুন মাসের প্রথম দিবসে দিতে হইবে।

ব্যবহারজীব বিষয়ক ১৮৭৯।১৮-আইন।

(Legal Practitoner's Act.)

১। কি দোষে কোন রেভিনিউ এজেণ্টের সার্টিফিকেট কাড়িয়া লওয়া যাইতে পারে?

উঃ। কোন রেভিনিউ এজেণ্ট যদি এরূপ কোন ফৌজদারী অপরাধে দণ্ডিত হয়, যদ্দ্বারা উক্ত রেভিনিউ এজেণ্ট স্বরূপ

কার্য্য করিতে রেভিনিউ বোর্ড অযোগ্য বিবেচনা করেন, তাহা হইলে তাহার সার্টিফিকেট কাড়িয়া লওয়া যাইতে পারে।

রেভিনিউ বোর্ড বিশেষ তদন্ত করিয়া কোন রেভিনিউ এজেণ্টের প্রতারণা অথবা অন্য কোন আইন ব্যবসা সম্বন্ধীয় চরিত্রের দোষ প্রমাণ পাইলে অথবা অন্য কোন যুক্তিযুক্ত কারণের নিমিত্ত কোন রেভিনিউ এজেণ্টকে বরতরফ অথবা সসপেণ্ড (suspend) করিতে পারেন।

২। কোন মক্কেল যদি কোন মোক্তারের সহিত লিখিত একরারনামা ক্রমে পারিশ্রমিক দিবার অঙ্গীকার করে, এবং একরারনামার সর্ত্তমতে টাকা না দেয়, তাহা হইলে নালিসের দ্বারা টাকা আদায় করিতে হইলে কি কার্য্য প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে ?

উঃ। যে আদালতে ঐ মোক্তার মক্কেলের পক্ষে কার্য্য করিয়াছেন, একরার নামা সম্পাদন হইবার তারিখ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে সেই একরার নামা সেই আদালতে দাখিল করিতে হইবে। এবং আদালত তাহাতে দস্তখত করিবেন। তৎপরে নালিশ করিয়া টাকা আদায় করিতে হইবে।

৩। কোন মক্কেল একজন উকীলকে তাহার পক্ষে কার্য্য করিবার জন্য ১০০৲ টাকা ফীজ দিবার বাচনিক করার করে, কিন্তু পরে সে টাকা তাহাকে দেয় নাই। এস্থলে ঐ উকীল মক্কেলের নামে নালিস করিয়া টাকা আদায় করিতে পারেন কি না ?

উঃ। এই প্রকার বিষয় লইয়া অনেক আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। কলিকাতার হাইকোর্টের এ সম্বন্ধে নিষ্পত্তি আদৌ

দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু মান্দ্রাজ হাইকোর্টে এইরূপ একটী মোকদ্দমা হয়। তাহাতে উক্ত হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করেন, যে লিখিত চুক্তি না থাকিলেও উকীল তাহার ফী পাইতে পারেন। (রামা বনাম কুঞ্জী, ই, ল, রি, মান্দ্রাজ ৯, পৃঃ ৩৭৫)

৪। কোন উকীল অথবা মোক্তার অথবা রেভিনিউ এজেণ্ট মক্কেলের পক্ষে কার্য্য করিবার কালীন উপেক্ষা অথবা অমনোযোগ করিলে তৎপ্রযুক্ত মক্কেলের যে ক্ষতি হয়, তজ্জন্য তাহারা দায়ী কি না ?

উঃ। না, উপেক্ষা অথবা অনবধানতা প্রযুক্ত মক্কেলের ক্ষতি হইলে, উকীল অথবা মোক্তারগণ তজ্জন্য দায়ী নহেন।

৫। মফঃস্বল দেওয়ানী আদালতে উকীলগণ কি হারে ফী পাইয়া থাকেন তাহা লিখ।

উঃ। (১) বিশেষ কোন সম্পত্তির পুনরুদ্ধারের মোকদ্দমায় কিম্বা বিশেষ কোন সম্পত্তির অংশ পাইবার মোকদ্দমায় (স্থাবর কিম্বা অস্থাবর) কিম্বা চুক্তিভঙ্গের মোকদ্দমায় অথবা খেশারতের (damages) মোকদ্দমায়, উকীলগণ নিম্নলিখিত হারে ফী পাইয়া থাকেন ঃ—

(ক) যদি দাবীর মূল্য ৫০০০৲ টাকার বেশী না হয়, তাহা হইলে শতকরা ৫৲ টাকা হিসাবে ফী পাইবেন।

(খ) দাবীর মূল্য ৫০০০৲ টাকার বেশী হইলে এবং ২০০০০৲ টাকার বেশী না হইলে ৫০০০৲ টাকার উপর শতকরা ৫৲ হিসাবে এবং অবশিষ্ট টাকার উপর শতকরা ২৲ টাকা হিসাবে ফী পাইবেন।

(গ) দাবীর মূল্য ২০০০০৲ টাকার বেশী হইলে এবং

৫০০০০৲ টাকার বেশী না হইলে ২০০০০৲ টাকার উপর শতকরা ২৲ টাকা হিসাবে এবং অবশিষ্ট টাকার উপর শতকরা ১৲ টাকা হিসাবে ফী পাইবেন।

(ঘ) দাবীর মূল্য যদি পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশী হয়, তাহা হইলে পঞ্চাশ হাজার টাকার উপর একটাকা হারে ও অবশিষ্ট টাকার উপর আট আনা হিসাবে ফী পাইবেন।

N. B. কিন্তু কোন স্থলেই তিন হাজার টাকার বেশী ফী পাইবেন না।

(২) মোতফরাক্কা মোকদ্দমায় (miscellaneous proceedings) উকীলগণ নিম্নলিখিত হারে ফী পাইবেন ঃ——

(ক) জজের এবং সব-জজের আদালতে আশী টাকার বেশী ফী পাইবেন না।

(খ) মুন্সেফের আদালতে তিন শত টাকার বেশী দাবী হইলে ষোল টাকার বেশী ফী পাইবেন না।

(গ) মুন্সেফের আদালতে দাবীর মূল্য তিনশত টাকার বেশী না হইলে চারি টাকার বেশী ফী পাইবেন না।

N. B. আদৌ বিচারাধিপত্যের (original jurisdiction) আদালতে যে মোকদ্দমা একতরফা নিস্পত্তি (*expartee* decreree) হয়, অথবা প্রতিবাদী প্রতিবাদ না করিলে উকীলগণ নির্দ্দিষ্ট ফীর অর্দ্ধেক পাইবেন।

(৩) ছোট আদালতের মোতফরাক্কা মোকদ্দমায় ;দাবীর মূল্য পাঁচশত টাকার অধিক না হইলে ১৲ টাকা হইতে ৬৲ টাকা পর্য্যন্ত ফী পাইতে পারেন।

N. B. কোন মোকদ্দমায় উকীল এবং মোক্তার উভয়েই

নিযুক্ত হইলে উকীল শতকরা ৮৫৲ টাকা এবং মোক্তার শতকরা ১৫৲ টাকা হিসাবে পাইবেন।

৬। যদি কোন উকীল বা মোক্তার মোকদ্দমা পাইবার জন্য কোন লোককে কোন প্রকার পারিতোষিক প্রদান করে অথবা কোন লোক উকীল কিম্বা মোক্তারের নিকট হইতে "মোকদ্দমা যোগাড় করিয়া দিয়াছি" বলিয়া কিছু পারিতোষিক চায়, তাহা হইলে তাহাদের কি দণ্ড হইবে ?

উঃ। তাহাদের ছয়মাস কয়েদ কিম্বা পাঁচশত টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডই হইবে।

৭। রেভিনিউ এজেণ্টগণ কত টাকার সার্টিফিকেটে কোন কোন আদালতে কর্ম্ম করিতে পারেন তাহার তালিকা লেখ।

উঃ। (১) রেভিনিউ বোর্ডে ও তদধীনস্থ আদালতে ১৫৲ ;

(২) কমিশনার ও তদধীনস্থ আদালতে ১০৲ ;

(৩) কালেক্টরের কাছারীতে ও তদধীনস্থ আদালতে ৫৲।

বাঁটোয়ারা বিষয়ক

১৮৭৬। ৮ আইন।

১। বাঁটওয়ারা আইনমতে "মহাল" ভূমি আদিম মহাল ও ভূম্যধিকারী এই শব্দগুলি ব্যাখ্যা কর।

উঃ। কালেক্টর সাহেবের তৌজীতে ভূমির রাজস্বের একি ও অন্যান্য দাওয়া মতে দায়ী বলিয়া যে যে ভূমি লেখা থাকে মহাল শব্দে ঐ সকল ভূমি জানিতে হইবেক। ভূমিতে যে যে ঘর ও কোটা থাকে ভূমি শব্দের মধ্যে তাহা গণ্য নয়। এই

আইন মতে যে মহালের বণ্টনকার্য্য চলিতেছে কিম্বা এই আইন-মতে যে মহালের বণ্টন হইতে পারে আদিম মহাল শব্দে সেই মহাল জানিতে হইবেক।

যে মহালের বণ্টনকার্য্য চলিতেছে সেই মহালের কিম্বা তাহার কোন অংশের কিম্বা সেই মহালগত কিম্বা মহালের অংশগত স্বার্থের স্বামী বলিয়া যে প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার ঐ মহাল কি তাহার কোন অংশ কি স্বার্থ থাকে ঐ মহালের লিপিবদ্ধ ভূম্যধিকারী হউক বা না হউক ভূম্যধিকারী শব্দে সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

২। কোন্ প্রকারের ভূম্যধিকারীর মহাল বণ্টন হইতে পারে না ?

উঃ। কোন মহালে কোন ব্যক্তির যাবজ্জীবন মাত্র অধিকারীত্ব স্বার্থ থাকিলে তাহার এই আইনমত বণ্টনের দাওয়া করিবার সত্ব থাকে না। (১০ ধারা)

৩। আদালত বণ্টন করিবার কালীন কোন্ বিষয় বিবেচনা করিবেন ?

(১) স্থান বিশেষে থাকাতে যে উপকার কি অনুপকার হইতে পারে,

(২) রাস্তা কি রেল পথ কি নৌকাদীর গমনীয় নদী কি খাল সন্নিকটে থাকা,

(৩) মৃত্তিকার ও উৎপন্ন ফসলের ভাব ও গুণ,

(৪) পতিত যত ভূমির আবাদ হইতে বা না হইতে পারে তাহা,

(৫) জল সেঁচিবার সুবিধা,

(৬) বাঁধের ও জল প্রণালীর অবস্থা,

(৭) সিকস্তী কি পয়স্তীর হইবার সম্ভাবনা,

(৮) অন্য যে যে বিষয় দ্বারা ভূমির মূল্যের হ্রাস কি বৃদ্ধি হইতে পারে তাহাও বিবেচ্য। (৮৮ ধারা)

৪। এক ভূম্যধিকারীর নিরূপিত ভূমির মধ্যে অন্য ভূম্যধিকারীর ঘর পতিত হইলে তৎসম্বন্ধে কি নিয়ম আছে তাহা বর্ণন কর।

উঃ। কোন ভূম্যধিকারীর স্বতন্ত্র মহালের মধ্যে যে ভূমি ধরা আবশ্যক হইতে পারে সেই ভূমিতে অন্য ভূম্যধিকারীর বসতবাটী ও তৎসংক্রান্ত বাহির ঘর ও অন্যান্য গৃহাদি ও ভূমি যে ভূম্যধিকারীর স্বতন্ত্র মহালের অন্তর্গত থাকে ঐ ঘরের স্বামী তাহাকে ঐ ভূমির খাজানা দিতে সম্মত হইলে ঐ বসতবাটী ও বাহিরের ঘর ও অন্যান্য গৃহাদি ও ভূমি দখল করিয়া থাকিতে পারিবেন। (৮৯ ধারার ১ম ক্লজ)

৫। কোন্ কোন্ প্রকারের জায়দাদ এজমালী রাখিতে হইবে।

উঃ। ঈশ্বরের ভজনার্থ যে স্থান ও শব দাহ করিবার স্থান ও কবর দিবার যে স্থান মহালের বণ্টন হইবার পূর্ব্বে সাধারণ ভোগ হইতে ও ভূম্যধিকারীরা সাধারণের ধর্ম্মার্থে কি দানার্থে কি সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থে যে ভূমির উপসত্ব প্রয়োগ করেন পুষ্করিণী কূপ জলপ্রণালী ও বাঁধ নিষ্কর রূপে যে ভূমি ভোগ করা যায়। (১০৮ ও ১০৯ ধারা)

৬। কি হারে পক্ষগণকে সম্পত্তি বণ্টন করণের খরচা দিতে হয়?

উঃ। ২০০ একর ভূমি পর্য্যন্ত প্রত্যেক ১০০ একর··· ৩৬ টাকা।

২৫০ হইতে ৩০০ একর পর্য্যন্ত ১০০ একরের ··· ৩০ টাকা।
৩০০হইতে৫০০একর পর্য্যন্ত প্রত্যেক১০০ „ ··· ১৮ টাকা।
৫০০ একরের অধিক হইলে ··· ··· ··· ১০ টাকা।

মন্তব্য। এক একরে তিন বিঘার কিছু উপর বুঝায়।

৭। কোন মহালের বণ্টন করিবার দরখাস্তে কি কি বিষয় লিখিতে হয়? এবং কাহার নিকটে ঐ দরখাস্ত করিতে হয়।

উঃ। মহাল যে জেলার তৌজীতে লেখা থাকে, বণ্টন হইবার প্রার্থনা সেই জেলার কালেক্টর সাহেবের নিকট করিতে হইবে। এবং দরখাস্তে নিম্নলিখিত বিষয় গুলি লিখিতে হইবে ঃ—

(১) মহালের নাম।

(২) তৌজীতে মহালের যে নম্বর থাকে ও যত টাকা রাজস্বের দায়ী হয়।

(৩) কালেক্টর সাহেবের খেরাজী মহালের (Revenue-paying lands) সাধারণ রেজিষ্টারে মহালের যে নম্বর আছে।

(৪) লিপিবদ্ধ হইলে বা না হইলেও প্রত্যেক ভূম্যধিকারীর নাম ও ঠিকানা।

(৫) প্রত্যেক ভূম্যধিকারীর অধিকারে যে সার্থ থাকে তাহার ভাব (Character) ও পরিমান (extent)।

(৬) আদিম মহালের (Parent estate) সকল কি কোন ভূম্যধিকারীরা অন্য মহালের সকল কি কোন কোন ভূম্যধিকারীদের সঙ্গে সাধারণে যে যে ভূমি ভোগ করেন তাহারও ঐ ঐ ভূমিতে ঐ ঐ ভূম্যধিকারীদের সত্বের বিশেষ বর্ণনা।

৮। পূর্ব্বোক্তরূপ বাঁটোয়ারার দরখাস্তের সহিত কি কি কাগজ পত্র দাখিল করিতে হয়?

উঃ। (১) মহালের মফঃস্বল জমার ফর্দ্দের নকল।

(২) প্রার্থনা করিবার অব্যবহিত পূর্ব্ব তিন বৎসরে প্রার্থকের নিমিত্ত ঐ মহাল হইতে বৎসর বৎসর যত খাজানা আদায় হইল তাহার বর্ণনা পত্র।

(৩) মহালের মাপকরণ সম্পর্কীয় কোন কাগজ পত্র প্রার্থকের অধিকারে থাকিলে সেই কাগজ পত্রের নকল।

৯। পৃথক পৃথক ভূম্যধিকারীকে, পৃথক পৃথক মহালের অধিকার কালেক্টর সাহেবকে দিতে হইলে, কি কার্য্য প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে ?

উঃ। যে ভূম্যধিকারীর প্রতি স্বতন্ত্র যে মহাল নিরূপণ করা যায়, কালেক্টর সাহেব তাহাকে সেই মহালের দখল দিবেন, ও আবশ্যক হইলে দখল দেওয়াইবার জন্য মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সাহায্য লইবেন এবং স্বতন্ত্র মহালের লিপিবদ্ধ প্রত্যেক ভূম্যধিকারীর নামে এই মর্ম্মে নোটীস দেওয়াইবেন, যে ৭৯ ধারা কিম্বা বিষয় বিশেষে ৮৫ ধারা কিম্বা ১২২ ধারা মতে বণ্টন পত্রের যে চুম্বকপত্র প্রস্তুত হইয়া তাহাকে দেওয়া গেল ঐ নোটীসের নির্দ্ধারিত তারিখ অবধি সেই আদিম মহাল হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া জ্ঞান হইবে ও সেই নোটীশে যত টাকা রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট হইল তাহার জন্য ঐ মহাল স্বতন্ত্ররূপে দায়ী হইবে ও তাহার প্রতি ঐ রাজস্ব দিবার স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিবার আদেশ থাকিবে।

১০। বাঁটোয়ারা মোকদ্দমা সালিসীতে নিষ্পত্তি হইতে পারে কি না ?

উঃ। হাঁ; উভয় পক্ষীয়ের সম্মতিক্রমে সালিসীতে নিষ্পত্তি হইতে পারে।

১১। বাঁটোয়ারা আইন মতে কোন ডেপুটী কালেক্টরের কি কি হুকুম কালেক্টরের নিকট আপীল হইতে পারে ?

উঃ। (১) আপত্তি উপস্থিত হওয়া প্রযুক্ত যে অনুসন্ধান লওয়া যায়, তাহার খরচ কাহার দিতে হইবে ৪১ ধারা মতে যে আজ্ঞা দেন তাহা।

(২) বণ্টনের কার্য্যপক্ষে ৬৩ ধারা মতে কোন কাগজ পত্র ঠিক বলিয়া গ্রাহ্য কি স্বীকার করিবার আজ্ঞা।

(৩) ৬৮ ধারা মতে উভয় পক্ষের কি সালিসদের বণ্টন স্থির রাখিতে সম্মত না হওয়ার আজ্ঞা।

(৪) ৮৯ ধারা মতে ভূমির সীমা ও তজ্জন্য চিরকালের নিমিত্ত যে খাজনা দিতে হইবে ইহার নিরূপণার্থ আজ্ঞা।

(৫) ১০৪ ধারা মতে সাধারণ প্রার্থকদের প্রার্থনানুসারে বণ্টন করিতে সম্মত না হওয়ার আজ্ঞা।

(৬) নিষ্কর ভূমি বিষয়ে ১১০ ধারা মতে আজ্ঞা কিম্বা তালুকের অন্তর্গত ভূমি বিষয়ে ১১১ ধারা মতে আজ্ঞা।

(৭) ১৩৭ ধারা মতে অর্থদণ্ড ধার্য্য করিবার আজ্ঞা।

১২। বাঁটোয়ারা আইন মতে যে নোটীশ জারী করা হয় তাহা কি প্রকারে জারী করিলে সিদ্ধ হইতে পারে ?

উঃ। (১) যে ব্যক্তির নামে নোটীশ দেওয়া যায় তাহাকেই দেওয়া যাইতে পারিবে, তাহাকে না দেওয়া যাইতে পারিলে তিনি নিয়ত যে ঘরে বাস করেন তাহার কোন প্রকাশ্য স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে, কিম্বা তাহার কোন ক্ষমতা প্রাপ্ত-মোক্তার থাকিলে তাহাকেও দেওয়া যাইবে।

(২) ঐ নোটীশ রেজিষ্টারী পত্রে দিয়া তাহার শিরনামা

লিখিয়া তিনি যে স্থানে নিয়ত বাস করেন কিম্বা তাহার যে নিবাস জানা আছে তথায় পাঠান যাইবে।

(৩) যাহার নামে নোটীশ দেওয়া যায় তাহার কোন কাছারী ঘরে ঐ নোটীশের নকল লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

(৪) ঐরূপ কাছারী না পাওয়া গেলে যে মহাল সম্বন্ধে নোটীশ হইল সেই মহালের কোন প্রকাশ্য স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

১৩। বাঁটোয়ারা আইন মতে কোন ডেপুটী কালেক্টর কোন মহালের প্রজাগণের দেয় যে থাজানার হার নির্দ্দিষ্ট করেন তাহাতে প্রজাগণ বাধ্য হয় কিনা ? উত্তরে কারণ নির্দ্দেশ কর।

উঃ। না ; কারণ, প্রজাগণের সাক্ষাতে যখন হার নির্দ্দেশ হয় না ও জমীদারের লিখিত হার মত থাজনার হার নির্দ্দেশ করা হয় তখন প্রজাগণ সেইরূপ নিষ্পত্তিতে বাধ্য হইতে পারে না। এবং বাঁটোয়ারা আইনেও প্রজাগণের নিরিখ নিষ্পত্তি সম্বন্ধে কোন ক্ষমতা কালেক্টরের প্রতি অর্পিত হয় নাই। সুতরাং তাঁহার নিষ্পত্তিতেও প্রজাগণ বাধ্য নহে।

১৪। বাঁটোয়ারা আইন মতে যে নোটীশ দেওয়া যায় তদনুসারে কার্য্য না করিলে যে ব্যক্তির উপর নোটীশ জারী হয়, তাহার কি দায় হইতে পারে ?

উঃ। কালেক্টর সাহেব নোটীশ অবমাননার জন্য তাহার প্রতিদিন ৫০৲ টাকা করিয়া জরিমানা ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত করিতে পারেন।

১৫। কোন একটী মহাল বণ্টন হইলে পর যদি দুই কি তদধিক অংশীদার কোন একটী নির্দ্দিষ্ট অংশের নিমিত্ত দাবী

করে, তাহা হইলে কালেক্টর সাহেব কি প্রকারে তাহার নিষ্পত্তি করিবেন ?

উঃ। এরূপ স্থলে কালেক্টর সাহেব গুলি বাঁট (lottery) দ্বারা নিষ্পত্তি করিবেন।

১৬। সাধারণ অবিভক্ত যে মহাল যৌতায় (jointly) ভোগ হইতেছে তাহার চতুর্থাংশের ভূম্যধিকারী আনন্দ ঐ মহালের আপনার সমুদায় স্বার্থ বলরামকে পত্তনি দেন। বলরাম প্রজাগণের নিকট হইতে খাজনার চতুর্থাংশ আদায় করিতেন। তৎপরে ঐ মহাল বণ্টন হইয়া গেলে এবং আনন্দের চতুর্থাংশ একটী স্বতন্ত্র সম্পূর্ণ মহাল হইল। এস্থলে বলরাম কি প্রকারে খাজনা আদায় করিবে ?

উঃ। বলরাম উক্ত সম্পূর্ণ মহালের পত্তনিদার হইয়া প্রজাগণের নিকট হইতে সমস্ত খাজনা আদায় করিতে সত্ববান হইবেন।

১৭। কোন একটী আদিম মহাল (parent estate) অংশীদারগণের সম্মতিক্রমে আপোষে (amicably) বণ্টন হয়। কিছুকাল পরে ঐ আদিম মহালের একজন অংশীদার আপনার চিহ্নিত অংশ অন্য এক ব্যক্তিকে বিক্রয় করে ; এবং সেই খরিদদার বাঁটোয়ারা আইনমতে আপনার অংশ বণ্টন করিবার জন্য কালেক্টর সাহেবের নিকট দরখাস্ত করে। অন্যান্য অংশীদারগণ বণ্টনের আপত্তিসূচক দরখাস্ত দেয়। এস্থলে দরখাস্তকারীর (petitioner) প্রার্থনামতে মহাল বণ্টন হইতে পারে কি না ? উত্তরে কারণ নির্দ্দেশ কর।

উঃ। বাঁটোয়ারা আইনের ১২ ধারামতে সমস্ত অংশীদার

গণের সম্মতি ব্যতীত যে মহাল একবার আপোষে বণ্টন হইয়াছে, পুনরায় তাহার বণ্টন হইতে পারে না। কারণ খরিদদার বিক্রেতার স্বত্বে স্বত্ববান। যখন বিক্রেতা আপন সম্মতিক্রমে একবার বণ্টন স্বীকার করিয়াছেন, তদপেক্ষা অধিক স্বত্ব পাইবার ক্ষমতা ক্রেতার নাই। তবে যদি দেওয়ানী আদালত হইতে বণ্টন করিবার আজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েন, তাহা হইলে কালেক্টর সাহেব পুনরায় বণ্টন করিতে বাধ্য।

১৮। কোন ব্যক্তি বাটোয়ারা আইন মতে কালেক্টরের আজ্ঞার বিরুদ্ধে কমিশনার সাহেবের নিকট আপীল করিলে খরচা পাইতে পারে কি না?

উঃ। হাঁ, কমিশনার সাহেব বিহিত বোধ করিলে খরচা দিবার আজ্ঞা করিতে পারেন।

রেভিনিউ এজেণ্টী পরীক্ষার নূতন নিয়মাবলী।

যিনি ভারতবর্ষীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন কিম্বা ছাত্রবৃত্তি বা মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন কিম্বা অন্য কোন সাধারণ পরীক্ষায় (Public examinations) উত্তীর্ণ হইয়াছে, যাহা বিদ্যালয় সমুহের ইনস্পেক্টরগণ ও সাধারণ শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর সাহেব পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষার তুল্য বলিয়া মত দেন, তিনি ২০ বৎসরের অধিক বয়স্ক হইলে ও ৩৫ বৎসরের অধিক বয়স্ক না হইলে (যদি তিনি পূর্ব্বে মোক্তারী কার্য্য করিয়া

থাকেন তাহা হইলে ৩৫ বৎসরের অধিক বয়স্ক হইলেও) রেভিনিউ এজেণ্টী পরীক্ষা দিতে পারিবেন ও চরিত্রের প্রশংসিত পত্র দিতে হইবে।

প্রত্যেক পরীক্ষার্থী পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট দিনের ৬ সপ্তাহ পূর্ব্বে যেখানে যিনি বাস করেন তথাকার জেলার কালেক্টর সাহেবের নিকট (কলিকাতা রাজধানী হইলে ২৪ পরগণার কালেক্টর সাহেবের নিকট) পরীক্ষা দিবার অভিপ্রায় জানাইয়া দরখাস্ত দিবেন। দরখাস্তে আট আনার কোর্টফী লাগিবে। যদি কালেক্টর সাহেব পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা দিবার যোগ্য বিবেচনা করেন, তাহা হইলে পরীক্ষার্থীর রেজিষ্টরী বহিতে তাহার নাম লিখিবার আদেশ দিবেন। এবং পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার একখানি সার্টিফিকেট দিবেন। পরীক্ষা প্রতি বৎসর আগষ্ট মাসের দ্বিতীয় সোমবারে গৃহীত হইবে। কিম্বা যদি গবর্ণমেণ্ট অন্য কোন দিন নির্দ্দিষ্ট করেন, সেই দিনে গৃহীত হইবে। লিখিত ও বাচনিক দুই প্রকার প্রশ্ন হইবে। পরীক্ষা ইংরাজী ভাষায় কিম্বা জেলার চলিত ভাষায় (বঙ্গদেশের পক্ষে বঙ্গভাষায়) পরীক্ষার্থীদিগের ইচ্ছামতে গৃহীত হইবে। পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট দিনের পূর্ব্বে পরীক্ষার্থীগণ জেলার কালেক্টর সাহেবের নিকট ৫৲ টাকা ফী জমা দিবেন (কলিকাতা নিবাসী পরীক্ষার্থীগণ ২৪ পরগণার কালেক্টর সাহেবের নিকট ফী জমা দিবেন)। একখানি প্রশ্ন পত্রে ১০টী লিখিত প্রশ্ন থাকিবে এবং বাচনিক প্রশ্ন স্থানীয় কমিটীর দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবে। অন্ততঃ প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে ৪টী করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইবে। ঐ ১০টী লিখিত প্রশ্নের পূর্ণসংখ্যা (full marks)

১৬০ হইবে এবং বাচনিক প্রশ্ন সকলের পূর্ণসংখ্যা ৪০ হইবে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে লিখিত প্রশ্নে ১০০ নম্বর এবং বাচনিক প্রশ্নে ২৫ নম্বর পাওয়া আবশ্যক।

স্থানীয় কমিটী উত্তর দেখিয়া পরীক্ষার ফল ঘোষণা করিয়া দিবেন এবং পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিগণের নাম রেভিনিউ বোর্ডে পাঠাইয়া দিবেন। তৎপরে কলিকাতা গেজেটে তাঁহাদিগের নাম প্রকাশিত হইবে।

পরীক্ষার্থীগণের প্রতি উপদেশ ঃ—পরীক্ষাগৃহে কোন পরীক্ষার্থী লিখিত কাগজ পত্র প্রভৃতি লইয়া যাইতে পারিবেন না, কিম্বা পরস্পরের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে পারিবেন না। অন্যায় উপায়ে (by unfair means) যদি কোন পরীক্ষার্থী নকল প্রভৃতি কোন কার্য্য করেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পরীক্ষাগৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইবে।

সাধারণ উপদেশ ঃ—প্রশ্নের উত্তর লিখিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে প্রশ্ন পত্র খানি উত্তমরূপে মনোনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করা উচিত। যে গুলি সহজ বিবেচনা হইবে, তাহার উত্তর প্রথমে লেখা কর্ত্তব্য। পরে কঠিনতর গুলি লিখিতে যত্নবান হওয়া চাই। প্রশ্নের প্রত্যেক অংশ উত্তর করা উচিত ; কিন্তু যেখানে সমস্ত প্রশ্নটী উত্তর করা অসাধ্য বিবেচনা হইবে, সেখানে অন্ততঃ আংশিক উত্তর করা বাঞ্ছনীয়, একটী অংশ অসাধ্য বলিয়া সমস্ত প্রশ্নটী পরিত্যাগ করা কোনরূপ যুক্তিসিদ্ধ নহে। অনুমান করিয়া (আন্দাজী) কোন উত্তর করিবে না, কারণ অনুমানে নির্ব্বোধের ন্যায় উত্তর করিলে পরীক্ষক নম্বর কাটিয়া লইতে পারেন। উত্তর লিখন সমাপ্ত হইলে প্রত্যেক উত্তর প্রশ্নের সহিত মিলাইয়া

যিনি রেভিনিউ এজেণ্টী স্বরূপ কার্য্য করিবার দরখাস্ত করেন, তখন যদি তিনি কোন সরকারী কার্য্যে অথবা অন্য কোন বাণিজ্য ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকেন, তাহা স্পষ্ট করিয়া ঐ দরখাস্তে লিখিতে হইবে। তাহা হইলে রেভিনিউ বোর্ড ঐ দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিবেন অথবা যেমন যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন, তদ্রূপ কোন আজ্ঞা প্রদান করিবেন।

কোন ব্যক্তি রেভিনিউ এজেণ্ট স্বরূপ কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে পর যদি কোন সরকারী কার্য্য অথবা অন্য কোন বাণিজ্য ব্যবসায়ে লিপ্ত হন, তাহার সংবাদ জেলার কালেক্টর সাহেবকে দিতে হইবে, কালেক্টর সাহেব সেই সংবাদ বোর্ডে পাঠাইয়া দিবেন, তৎপরে বোর্ড যুক্তিমত আজ্ঞা প্রদান করিবেন।

যদি কোন রেভিনিউ এজেণ্ট এক জেলা হইতে অন্য জেলায় কার্য্য করিতে গমন করেন, তাহা হইলে কালেক্টর সাহেব আবশ্যকীয় অনুসন্ধান করিয়া সেই সংবাদ বোর্ডে পাঠাইবেন।

রেভিনিউ এজেণ্টী পরীক্ষায় নিম্নলিখিত আইনগুলি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

১। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিষয়ক ও গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব আদায় করণ বিষয়ক ও নীলামকরণ বিষয়ক আইন।	বঙ্গীয় রেগুলেসন—১৭৯৩ সালের ১।২।৮।১১।১৯ ও ৩৭ আইন রাজস্ব আদায় ও নীলামকরণ বিষয়ক ১৮৫৯ সালের ১১ আইন, ১৮৬৮ সালের (বেঙ্গল কৌনসীলের) ৭ আইন, ১৮৭১

	সালের (বেঙ্গল কৌনসীলের) ২আইন, ১৮৭৯ সালের (বেঙ্গল কৌঃ) ৯আইন, ১৮৮১ সালের বঙ্গীয় ৩ আইন।
২। পত্তনী তালুক-সংক্রান্ত আইন।	১৮১৯ সালের ৮ রেগুলেসন। ১৮২০ সালেব ১ রেগুলেসন। ১৮৬৫ সালের (বেঃ কাঃ) ৮আইন। ১৮৮০ সালের (বেঃ কাঃ) ৮আইন।
৩। মহাল বণ্টন বিষয়ক আইন।	১৮৭৬ সালেব ৮ (বঙ্গীয়) আইন।
৪। প্রজা বিষয়ক আইন।	বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ত্ববিষয়ক ১৮৮৫ সালের ৮ আইন ও ১৮৮৬ সালের ৮ আইন, উড়িষ্যা এবং আসামের পার্ব্বত্য প্রদেশের পরীক্ষার্থীগণকে ১৮৫৯ সালের ১০ আইন, ১৮৬৯ সালের (বেঙ্গল কাউন্সেলের) ২আইন, ১৮৭৯ সালের (বঙ্গীয়) ১ আইন পড়িতে হইবে। ছোট নাগপুর বিভাগের পরীক্ষার্থী-গণকে ১৮৮২সালের ১৪আইন, ১৮৭৬ সালের ৬ আইন পড়িতে হইবে।
৫। জরীপ ও বন্দোবস্ত বিষয়ক আইন।	১৮২২ সালের ৭ রেগুলেশন। ১৮২৫ সালের ৯ রেগুলেশন।

	১৮৩৩ সালের ৯ রেগুলেশন। ১৮৭৯ সালের বঙ্গীয় ৮ আইন।
৬। প্রমাণ বিষয়ক আইন।	১৮৭২।১।১৮ আইন, ১৮৮৭ সালের সংশোধিত ৩ আইন।
৭। ইষ্ট্যাম্প আইন।	১৮৭৯ সালের ১ আইন, ১৮৭০ সালের ৭ আইন, ১৮৭০ সালের সংশোধিত ১৪।১৬এবং ২০আইন, ১৮৭১ সালের ৮ আইন, ১৮৭২ সালের ১৫ আইন, ১৮৭৫ সালের ১৩ আইন এবং ১৮৮১ সালের ৫ আইন।
৮। সাধারণ আইন।	ব্যবহারজীব বিষয়ক ১৮৭৯সালের ১৮ আইন, রোডসেস বিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইন, ১৮৮১সালের সংশোধিত ২ ও ৭ আইন, ভূমি গ্রহণ বিষয়ক ১৮৭০ সালের ১০ আইন। ইনকম্‌টেক্স বিষয়ক আইন। আবকারী বিষয়ক ১৮৭৮ সালের ৮আইন, ১৮৮১ সালের সংশোধিত ৪ আইন, ১৮৮৩ সালের ১ আইন, রেভিনিউ বোর্ডের বিধি ২ ভলিউম।

গ্রন্থ সমাপ্ত।

সূচীপত্র।

প্রথম খণ্ড।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

রেভিনিউ এজেন্টী ও মোক্তারী পরীক্ষার্থীগণের সুবিধার জন্য রেভিনিউ এজেন্টী পরীক্ষার কতিপয় বর্ষের ও ওকালতী পরীক্ষার প্রশ্ন পত্র সংগ্রহ করিয়া তাহার বিস্তৃত উত্তর ও ব্যাখ্যা এবং পরিশিষ্ট রেভিনিউ এজেন্টী পরীক্ষার নিয়মাবলী সহ রেভিনিউ দর্পণ নামে পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। পুনরুক্তি দোষ পরিহারার্থ পুস্তক খানি সংক্ষিপ্ত করা গেল; আশা করি, এই ক্ষুদ্র পুস্তকের দ্বারা পরিক্ষার্থীগণের বিশেষ উপকার হইবে। ভ্রম ও প্রমাদ দেখিলে যদি কোন মহাত্মা তাহা সংশোধন করেন, তাহা হইলে তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিব। ইতি তাং ২৫এ জুন ১৮৮৯।

শ্রীরাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,
প্রকাশক, জামালপুর।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

"রেভিনিউ দর্পণের" প্রথম সংস্করণ সত্বর নিঃশেষিত হওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই সংস্করণে বহুল নূতন প্রশ্ন ও তাহার ব্যাখ্যা (স্থল বিশেষে উদাহরণ) সহ উত্তর সন্নিবেশিত হইল। পুস্তকের অবয়ব প্রথম সংস্করণ অপেক্ষা প্রায় অষ্টগুণ পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইল। এই পুস্তক খানি আমি বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত সংগ্রহ করিয়াছি। প্রথমে উর্দ্দূ ভাষায় হস্ত-

লিখিত ষোল বৎসরের "রেভিনিউ এজেণ্টী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র" (যাহা সংগ্রহ করা অতীব দুরূহ) সংগ্রহ করিয়া বঙ্গভাষায় অনু-বাদ করণান্তর যথাযুক্ত উত্তরের সহিত যথাস্থানে স্থাপিত করি-য়াছি। তৎপরে ওকালতী, বি,এল, ডেপুটী কালেক্টরী ও রেভি-নিউ এজেণ্টী প্রভৃতি পরীক্ষার বর্ত্তমান বৎসরের প্রশ্ন পর্য্যন্ত ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পরীক্ষার্থীগণের সুবিধার জন্য মহামান্য রেভিনিউ বোর্ডের বিধি (যাহা পরীক্ষার্থীগণের পক্ষে বিশেষ উপকারী, দুর্মূল্য এব দুষ্প্রাপ্য) বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশের স্থানে স্থানে সার সংকলন করিয়া আদর্শ প্রশ্নোত্তর প্রস্তুত করিয়া দিয়াছি। রেভিনিউ এজেণ্টী পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট সকল পুস্তকেরই প্রশ্নোত্তর বহুল পরিমাণে ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন পরীক্ষার্থীদিগের সুবিধার জন্য রেভিনিউ এজেণ্টী পরীক্ষার নূতন নিয়মাবলী ও পাঠ্য পুস্তকের তালিকা ইহাতে সংযোজিত হইল।

এই পুস্তক প্রণয়ন কালীন প্রসিদ্ধ ব্যবহার তত্ত্ববিদ্ মহামান্য জষ্টিস ফিল্ড সাহেব কৃত বঙ্গীয় রেগুলেশন ও প্রমাণ বিষয়ক আইন হইতে ও প্রসিদ্ধ আইনকর্ত্তা মহামান্য জষ্টিস র‍্যাম্পিনী সাহেব কৃত বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন হইতে এবং তদ্ব্যতীত মহামান্য রেভিনিউ বোর্ড হইতে প্রকাশিত রেভিনিউ ম্যানুয়েল সকল হইতে স্থানে স্থানে সাহায্য প্রাপ্ত হওয়ায় বিশেষ উপকার হইয়াছে; তজ্জন্য আমি তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম।

এই পুস্তক খানি এমন ভাবে সংগৃহীত হইয়াছে যে ইহাতে রেভিনিউ এজেণ্টী পরীক্ষার্থীগণ, পরীক্ষোত্তীর্ণ রেভিনিউ এজেণ্টী

ব্যবসায়ীগণ উভয় শ্রেণীর ব্যক্তিই বিশেষ উপকার পাইবেন। তদ্ভিন্ন জমীদারবর্গ ও তদীয় কর্ম্মচারীগণ, আবকারী বিভাগীয় কর্ম্মচারীগণ ও ঠিকেদারগণ, মোক্তারী পরীক্ষার্থীগণ প্রভৃতি অনেকেই এই পুস্তকের সাহায্যে বিশেষ উপকার পাইবেন।

এই পুস্তক প্রণয়নে আমি যত্ন, পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয়ের ত্রুটী করি নাই। এক্ষণে যাঁহাদের নিমিত্ত সংগৃহীত হইয়াছে, তাঁহা-দের উপকারে আসিলে সমস্তই সফল জ্ঞান করিব। আশা করি সকলেই প্রথম সংস্করণের ন্যায় এক এক খণ্ড গ্রহণ করিয়া উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন। যাহাতে পুস্তকখানি নির্ভুল হয় তাহার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছি। তথাপি ভ্রম ও প্রমাদ দৃষ্ট হইলে, "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ" এই মহাবাক্য স্মরণ করিয়া যদি কোন মহাত্মা পত্রের দ্বারায় অবগত করান, তাহা হইলে কৃতজ্ঞ হইব এবং ভবিষ্যৎ সংস্করণে সংশোধন করিয়া দিব। ইতি তাং ইং ১৩ই ডিসেম্বর ১৮৯৩।

শ্রীরাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,

প্রকাশক, জামালপুর।

WORKS BY THE SAME AUTHOR.

মোক্তার গাইড

অর্থাৎ

মোক্তারী ও ওকালতী পরীক্ষার ২০ বৎসরের প্রশ্ন ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা সহ উত্তর বঙ্গ ভাষায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পিনাল কোড্, ফৌজদারী কার্য্যবিধি, প্রমাণ বিষয়ক, চুক্তির আইন, উত্তরাধিকারীত্ব হিন্দু আইন অর্থাৎ দায়ভাগ, মিতাক্ষরা, দত্তক মীমাংসা ও দত্তক চন্দ্রিকা, মহম্মদীয় আইন; দেওয়ানী কার্য্যবিধি, রেজিষ্টরী আইন, মিয়াদ বিষয়ক আইন, ইষ্ট্যাম্প কোর্টফীজ আইন, বিশেষ উপকার বিষয়ক আইন সমূহের প্রায় এক হাজার প্রশ্ন ও বিস্তৃত উত্তর আছে ও তদ্ভিন্ন বাচনিক প্রশ্নের আদর্শ ও তদুত্তর ও প্রায় ২০০ শত practical প্রশ্ন ও উত্তর আছে। এবং ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ মোক্তারী পরীক্ষার্থীদিগের সুবিধার জন্য বাঙ্গালা শব্দের গায়ে ইংরাজী technical law terms গুলি লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে। এবং যাঁহারা নূতন পরীক্ষার্থী হইবেন তাঁহাদের সুবিধার জন্য মোক্তারী পরীক্ষার নূতন নিয়মাবলী ও পাঠ্য পুস্তকের লিষ্ট বা তালিকা দেওয়া হইয়াছে। যিনি মোক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহার একখণ্ড গ্রহণ করা নিতান্ত আবশ্যক। তদ্ভিন্ন জমীদার ও তৎকর্ম্মচারীবর্গ ইহার দ্বারা বিশেষ উপকার পাইবেন। ইহার ভাষা এত সরল করা হইয়াছে যে, যে সকল গৃহস্থেরা সর্ব্বদা মোকদ্দমা করিবার প্রয়োজন হয় তাহারাও ইহার

দ্বারা বিশেষ উপকার পাইবেন। মূল্য ১৲ এক টাকা ও ডাঃ মাঃ ৵৹ ভিঃ পিতে ১৶৹।

প্রাপ্তির ঠিকানাঃ—শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষক, জামালপুর, জেলা মুঙ্গের।

প্রশংসা পত্র।

Your Law Publication (Mooktear Guide) has been gone over a good bit of it. It will be of incalculable good to those for whom it is intended.

BHAGULPUR, 24th January, 1891.
Yours truly,
(Sd.) AKSHOY KUMAR BANERJI,
B. A, B.L.,

I went through your book entitled "the Muktear Guide." So far as I can judge from a cursory view of it, I hold that it shall be of immense service to those preparing for the Muktearship Examination. The style is easy and the language so lucid that an ordinary man, not conversant with the technicality of law terms can, with very little difficulty, understand it The author seems to have bestowed sufficient care in the selection of questions and the answers have been so accurate and concise as they possibly could be. I may safely recommend the book to the public at large, who cannot but have some occassion in their daily life to know a bit of law.

HALISAHAR, 28th May, 1891.
Yours fathfully,
(Sd.) NRITTA GOPAL BANEEJI,;
B A., B.L.

I have gone through your "Muktear Guide." and think that it will be of much help to the students preparing for the Muktearship Examination. I am of opinion that it will also be very useful to persons in Zamindari Seresta.

Yours truly,
BHAGALPUR, 30th Sept. 1889. (Sd.) JATIS PRASAD CHATTERJI,
B.A., B.L.
Pleader Judge's Court.

পথ প্রদর্শক বিনা পথ চলা বড়ই দুর্ঘট; পথ যদি বিশেষ দুর্গম হয়, তবেত বিনা সাহায্যে গন্তব্য স্থানে পৌছিতে পারা যায় না। দেখিতে পাওয়া যায় অনেক পথিক অজানা-পথে একাকী ঘুরিয়া ঘুরিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়েন; এক দিনের পথ হয়ত দশ দিন হাঁটিয়া সারা হন; কেহ কেহ আদৌ পৌছিতে পারেন না। পথ যতই দুর্গম হয়, বিশেষ অভিজ্ঞ পথচারির সাহায্য ততই প্রয়োজন হয়। বিদ্যাপথে জ্ঞানী পথিক বা শিক্ষকের পদে পদে প্রয়োজন; সাহিত্য ইতিহাস জ্ঞানার্জ্জনে যেরূপ আবশ্যক, আইনাদিতে তদপেক্ষা শত গুণ অধিক আনু-কুল্যের প্রয়োজন। সাহিত্য ইতিহাস সহজেই মধুর ও প্রীতি-প্রদ, সে পথজ্ঞান অপেক্ষাকৃত সহজে ও শীঘ্র লাভ করিতে পারা যায়। আইনাদি কর্কশ ও দুরুহ সুতরাং প্রথমে মনোরম হয় না; সে জন্য ইহার পথ ও অত্যন্ত দুর্গম। এ দুর্গম পথে চলিতে প্রদশক পাইলে পথিক আপনাকে বিশেষ ভাগ্যবান মনে করিয়া থাকেন। সম্প্রতি "মোক্তার গাইড" নামক একখানি পুস্তক আমরা উপহার পাইয়াছি। ১৮৬৬ হইতে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উকীলী ও মোক্তারি পরিক্ষার যে সকল প্রশ্ন ছিল, এ পুস্তকে

সে সমস্ত উত্তরের সহিত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ফলতঃ এ পুস্তকে প্রমাণ, চুক্তি, উত্তরাধিকারিত্ব, হিন্দু-ল, দেওয়ানি কার্য্যবিধি, পিনাল কোড্ প্রভৃতি ব্যাবস্থা শাস্ত্রের প্রধান প্রধান অঙ্গের সার সঙ্কলন আছে। কারণ, মকদ্দমা স্থানে নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়েই পরীক্ষকেরা সচরাচর প্রশ্ন দিয়া থাকেন। উক্ত আইন গুলিতে যাহা কিছু দুরুহ, যাহা কিছু প্রধান ও প্রয়োজনীয় ৬৬ হইতে ৯১ পর্য্যন্ত ২৫ বৎসরের পরীক্ষার প্রশ্নে তাহা সমস্তই নিঃশোধিত হওয়াই সম্ভব। আমাদের বিশ্বাস এই পুস্তকখানি অধ্যয়ন করিলে মোক্তারি পরীক্ষার্থীগণ (আইন রূপ) বিষম দুর্গম পথে এরূপ ২০ বৎসরের পথচারী সঙ্গী পাইয়া আপনাদিগকে ভাগ্যবান জ্ঞান করিবেন সন্দেহ নাই। বলা বাহুল্য সম্পাদক মহাশয় পুস্তক খানির ভাষা সরল করিতে ও যথেষ্ট যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন।

কলিকাতা, সাবিত্রী লাইব্রেরী, ১৯ শে জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮ সাল } শ্রীগোবিন্দ লাল দত্ত, সম্পাদক।

মহাশয়ের "মোক্তার গাইড্খানি" দেখিয়া বড়ই প্রীতি লাভ করিলাম। আজ কাল যে প্রকার সময়, প্রত্যেকেরই কিছু কিছু আইন কানুন জানা কর্ত্তব্য ; তাহাতে এখানি সময়োপযোগী হইয়াছে। ইহা মোক্তারী পরীক্ষার্থীদিগের যে বিশেষ উপকারী সন্দেহ নাই। ইহাতে জমীদারগণের জমীদারী সেরেস্তার প্রধান হইতে নিম্নস্থ কর্ম্মচারীবর্গের, এমন কি প্রত্যেক গৃহস্থের (ফৌজ্-দারী দেওয়ানী ও রেজেষ্টরী আইন সম্বন্ধীয়) প্রতি পদে প্রয়ো-জনীয় এবং জ্ঞাতব্য বিষয় সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। এই পুস্তকখানি নিকটে থাকিলে অধিকাংশ সময় ব্যবহার-জীবিগণের

সাহায্য ব্যতীত কার্য্যসাধিত হইতে পারিবে। আশা করি দিন পঞ্জিকার ন্যায় ইহা প্রতি গৃহে সমাদৃত হইবে।

জোৎশ্রীরাম পাবলিক লাইব্রেরী
পোঃ জামালপুর,
ভায়া মেমারী, ২৮এ বৈশাখ ৯৮।

বিনয়ানত
শ্রীবামাপদ মিত্র,
সেক্রেটারী।

আপনার প্রেরিত "মোক্তার গাইড্" পাঠ করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম। ইহা মোক্তারি পরিক্ষার্থীদিগের যে উপকারে আসিবে তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহাতে অধিকাংশ আইনের প্রশ্নোত্তর এরূপ সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে যে জমীদার ও তৎকর্ম্মচারীবর্গ এমন কি প্রত্যেক বিষয়ী গৃহস্থ ও তদ্বারা বিশেষ উপকার পাইবেন।

Dated, Halisahr
The 18, May 1891.

Yours faithfully
(Sd) Manmathanath Mukerji,
Talukder,
Akna, Dt. Hoogly.

আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এল, এ, পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া মোক্তারি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হই। বিশেষ অধ্যবসায় পূর্ব্বক পাঠ করিয়া ও পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল হওয়াতে উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওন বিষয়ে এক প্রকার নিরাশ হইয়াছিলাম। কিন্তু আপনার প্রণীত "মোক্তার গাইড্" পাঠ করিয়া এই বৎসর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি। আমার এই বিশ্বাস যে মোক্তারী পরীক্ষার্থী মাত্রেই উক্ত পুস্তক পাঠ করিলে সফল মনোরথ হইবেন সন্দেহ নাই।

বেহালা,
১১ই এপ্রেল, ১৮৯১।

বশম্বদ,
শ্রীরামকমল বন্দ্যোপাধ্যায়।
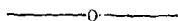
or two pages, when necessary. This book though entitled "Pleader's Guide," has been prepared for the Pleadership, Mukteership and Revenue Agentship candidates of Bengal and North-Western Provinces. It will also be of much help to the Law Students in general of **all the provinces** of the Country and those intelligent public, such as Rajas, Princes, Zamindars, Honorary Magistrates &c., who like to know the principles of Indian legislation.

CONTENTS OF THE BOOK.